উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার

ভোট আসছে। সেই সংক্রামক মায়াও সমানে মনে উঁকিঝুঁকি মারছে। স্বর্গ থেকে মর্ত্য- এই আদিম আসক্তি চিরকাল বিভেদের বিষ বুনেছে। ক্ষমতা যে এক অমোঘ মরীচিকা তা অবশ্য মানুষ শেষপর্যন্ত বুঝেছে।

মরীচিকার মসনদ

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

সংকটে রাজনীতি নয়, তির মোদির ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	২০°	২৮°	২০°	২৮°	২০	২৫°	১৭°

ওলির গ্রেপ্তারে খণ্ডযুদ্ধ কাঠমান্ডুতে ১১

চ্যাম্পিয়নের মেজাজে শুরু আরসিবি-র জয়ের নায়ক বিরাট ২০

শিলিগুড়ি ১৪ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 29 March 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 308

বাংলার ভোটযুদ্ধে এবার নতুন অস্ত্র ‘চার্জশিট’। পনেরো বছরের তৃণমূল শাসনের খারাপ দিকগুলি তুলে চার্জশিট প্রকাশ অমিত শা’র। খানিক বাদেই বিজেপির বিরুদ্ধে পালটা চার্জশিট দিল তৃণমূল।

চার্জশিটের লড়াই

পদ্মের চোখ অনুপ্রবেশেই

কলকাতা, ২৮ মার্চ : ‘ছাব্বিশের ভোটে রাজ্যে পরিবর্তন হবেই’- ব্রিগেডে হুংকার দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একধাপ এগিয়ে শনিবার সেই পরিবর্তনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর মুখে শোনা গেল আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা, আগামী ৬ মে নবান্নে বসতে চলেছে বিজেপি সরকার। এমনকি, হেরে গেলে প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে কী বলবেন তৃণমূল নেত্রী, তাও জানিয়ে দিলেন তিনি।

শা’র একদিনের সফর ছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির চার্জশিট প্রকাশ উপলক্ষ্যে। নিউটাউনের

একটি বিলাসবহুল হোটেলে শনিবার প্রকাশিত সেই চার্জশিটে মূল অভিযোগ ছিল, রাজ্যে অনুপ্রবেশ। যার জন্য বাংলার জনবিন্যাস পালটে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন মোদি। সেই সমালোচনার বর্শামুখ আরও শানিত করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

অনুপ্রবেশকারীরাই তৃণমূলের ভোটব্যাংক- একথা বারবার বলে থাকে বিজেপি। শনিবার শা বলেন, ‘অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় ঢোকাতে সুপ্রিম কোর্টে ছুটেছে তৃণমূল।’ অনুপ্রবেশের কথা উঠলে তৃণমূল যুক্তি দেয়, সীমান্তে নজরদারির দায়িত্বে বিএসএফ। এই আধাসেনা বাহিনী সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে। সেজন্য অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যর্থতার দায় কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে থাকে তৃণমূল।

শনিবার ওই অভিযোগের জবাব দিলেন শা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তাঁর কথায়, ‘সীমান্তে বিএসএফকে জমি দেননি আপনি। আমি নিজে আপনার অফিসে গিয়েছি, আমাদের হোম সেক্রেটারি গিয়ে দেখা করেছেন। তবুও ৬০০ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া তৈরির জন্য আপনি জমি দেননি। তবে দিদি, আপনার হাতে সময় কম। ৬ মে আমাদের সরকার আসবে, আমরাই অনুপ্রবেশ আটকাব।’

তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরের ‘দুর্নীতি ও অপশাসন’-এর বিরুদ্ধে মেগা চার্জশিট পেশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যে সীমান্ত সুরক্ষায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে কেন্দ্রকে জমি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। অনুপ্রবেশ বা মেরুকরণের মতো বিজেপির পরিচিত অ্যাজেন্ডার সঙ্গে বিজেপির চার্জশিটে যুক্ত হয়েছে তৃণমূল সরকারের প্রশাসনিক এবং নারী সুরক্ষার মতো বিষয়ে ব্যর্থতা।

কামদুনি থেকে আরজি কর মেডিকেল- বাংলায় নারী নিগ্রহের প্রতিটি ঘটনার উল্লেখ করে শা হুঁশিয়ারি দেন, মহিলাদের বিরুদ্ধে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শাহি-অস্ত্রে পালটা বাণ

কলকাতা, ২৮ মার্চ : অমিত শা কলকাতা ছাড়তেও পারলেন না, তার আগে পালটা চার্জশিট প্রকাশ করে ফেলল তৃণমূল। যে চার্জশিটের মূল নিশানা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই। তাঁর প্রকাশিত বিজেপির ৩৫ পাতার বদলা তৃণমূলের ১৫ পাতার চার্জশিটের শিরোনাম ‘মোটা ভাই, জবাব চাই।’ মোদি মন্ত্রীসভার দু’নম্বর কর্তার জবাব দিতে তৃণমূল এগিয়ে দিল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে।

চার্জশিট প্রকাশ করতে গিয়ে একের পর এক অভিযোগে তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন শা। তাঁর উদ্দেশে তৃণমূল ভবনের সাংবাদিক বৈঠকে পালটা ব্রাত্য বলেন, ‘মনে হচ্ছে, বিচারক ও দাগি আসামি একই আসনে বসে রয়েছেন। আপনি অভিযোগ করছেন। আমরা জবাব দিচ্ছি। কিন্তু গুজরাটের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হারিন পান্ডিয়া কার কাছে জবাব চাইবেন? বিচারপতি লোয়া কোথায় চাইবেন? মানসী সোনিই বা কার কাছে যাবেন? আদালত যেন কাকে তড়িপার বলেছিল?’

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশিত ‘জনতার চার্জশিটে’ অন্যতম অভিযোগ, বাংলায় নারীদের সুরক্ষা একেবারে নেই। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর জবাবে উঠে এল মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মণিপুরের প্রসঙ্গ। তাঁর হাতিয়ার হয়ে গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেরই রিপোর্ট। ব্রাত্যর ভাষায়, ‘আপনাদের হিসেবই বলছে, দেশে নারীদের জন্য সবথেকে অসুরক্ষিত রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। তারপর মহারাষ্ট্র ও রাজস্থান। তিনটিই বিজেপিশাসিত রাজ্য।’

তাঁর কটাক্ষ, ‘ধর্ষকদের মালা পরিয়ে আনেন আপনারা। ব্রিজভূষণের মতো লোককে আপনারা ছাড় দেন। আপনাদের মুখে নারী সুরক্ষার কথা মানায় না।’ বিজেপি বিরোধী চার্জশিট প্রকাশে ব্রাত্যকে যেন যোগ্য সংগত করলেন মহুয়া। তাঁর কথায়, ‘আদালত যাঁকে তড়িপার বলেছে, তিনি দিচ্ছেন অন্যকে চার্জশিট! বাংলায় নারী নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়। কিন্তু মণিপুরে কী হচ্ছে গত তিন বছর ধরে? পহলগামে ২৬ জনকে সন্ত্রাসবাদীরা মারল। কোথায় ছিলেন আপনারা? আপনারা বলেছিলেন, ৩৭০ উঠে গেলে কাশ্মীর শান্ত হবে। কী হচ্ছে সেখানে?’

শা’র মুখে অন্যতম অভিযোগ ছিল বাংলায় অনুপ্রবেশ। ব্রাত্য জবাব দিলেন, ‘আমরা ভয়ে আছি। আবার কবে দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণ, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা হবে।’

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সুন্দরী সান্দাকফু। রাতভর তুষারপাতের পর শনিবাসরীয় সকালে।

মেয়রের ঢঙে গৌতম শুনলেন অভিযোগ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : ‘টক টু মেয়র’-এর ধাঁচেই এবার গৌতমকে বলো অর্থাৎ ‘টক টু গৌতম’ কর্মসূচির সূচনা করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌতম দেব। শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে নতুন স্থান ও ফোন নম্বর দেওয়া হলেও কর্মসূচির ধাঁচ এতটুকু বদল হয়নি। নিজের বাড়িতে বসেই ফোনে একপ্রকার টক টু মেয়রের ধাঁচেই গৌতম দেব সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনে তা সমাধানের বার্তাও দেন। তবে এদিনের কর্মসূচিতে তাঁর আশপাশে পুরনিগমের কোনও আধিকারিক ছিলেন না। পরিবর্তে উপস্থিত ছিলেন জনাকয়েক দলীয় কর্মী।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা টক টু গৌতমে ৩২ জন ফোন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ রাস্তা থেকে শুরু করে পানীয় জলের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। কেউ আবার চায়ের দোকানে মদ বিক্রির অভিযোগ তুলে ধরেন। এসবের মাঝেই পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ঠিকাদার সন্তোষ সাহা গৌতমকে ফোন করে বকেয়া টাকা পরিশোধের দাবি জানান।

সন্তোষের স্ত্রী কিডনির সমস্যা নিয়ে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ফোনে সন্তোষ জানান, পুরনিগমের কাছে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। কমিশনার সহ মেয়রকে একাধিক চিঠি পাঠানো হলেও কোনও লাভ হয়নি। জবাবে গৌতম দেব দ্রুত বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দেন। তবে শুধু তাঁর টাকা বকেয়া রয়েছে এমন নয়, শিলিগুড়ি পুরনিগমের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ইটাহার প্রেমে ইতি, নেইয়ের দগদগে ঘা

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে হরিরামপুর

ভোটের অঙ্ক

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ২৮ মার্চ : পূর্বে জলশূন্য টাঙনের হাহাকার আর পশ্চিমে জঙ্গলে ঢাকা শ্রীমতীর অস্তিত্ব সংকটের মাঝখানে হরিরামপুরের লড়াইটা ভিন্ন। সমস্যাটির চরিত্র উঠে এল বালিহারা গ্রামের সাহিদুল ইসলামের কথায়, ‘আমাদের রোজকার জীবন বাঁধা ইটাহার ব্লকের সঙ্গে। কিন্তু বিডিও অফিস যেতে হলে যেতে হয় হরিরামপুর। আদালতে যেতে হলে আরও দূরে বুনিয়াদপুরে।’

এই দুর্দশা একদিন-দু’দিনের নয়, টানা ৩৪ বছরের। ১৯৯২ সালের ১ এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর ভেঙে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর- দুটো জেলা গঠনের দিন থেকে দুর্ভোগের শুরু। জেলা ভাগ যেন অভিশাপ হয়ে নেমে আসে হরিরামপুরে। কেমনভাবে অভিশাপ এল? কুরবানপুর গ্রামের লুৎফর রহমানের ভাষায়, ‘আমরা চেয়েছিলাম ইটাহার ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হতে। কারণ ইটাহার বিডিও অফিস তিন কিলোমিটার দূরে। অথচ হরিরামপুর বিডিও অফিস, হাসপাতাল ১৩ কিলোমিটার দূরে।’

নামেই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। পরিষেবা বলতে সেই অর্থে কিছুই মেলে না।

হরিরামপুর ব্লকের সৈয়দপুর পঞ্চায়েতের বেজপুকুর, কালোমাটিয়া, বিমলপাড়া, কুরমানপুর, ও উত্তর সৈয়দপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের এই হয়রানি নিত্যদিনের। প্রতিবাদে আন্দোলন কম হয়নি। প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণাও কম ছিল না। সব ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে গিয়েছে। থেকে গিয়েছে শুধু স্থানীয়দের মনে ক্ষোভের পাহাড়। বহু পুরোনো প্রসঙ্গ উঠতেই সেই ক্ষোভ আছড়ে পড়ল হাবিবুর রহমানের গলায়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ক্ষতে প্রলেপ দিতে দায়িত্ব পাপিয়াকে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : তিনি দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির (সমতল) প্রাক্তন জেলা সভানেত্রী। বর্তমানে কোর কমিটির সদস্য। অথচ প্রার্থী ঘোষণার পর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারের ময়দানে দেখা মেলেনি তাঁর।

শিলিগুড়িতে অনুপস্থিতি নিয়ে বিস্তর জলঘোলা শুরু হয়। এমনকি, হাওয়ায় ভেসে বেরিয়েছে দল বদলের জল্পনাও। অবশেষে সক্রিয় হলেন নেত্রী। তিনি পাপিয়া ঘোষ।

কনভেনার হয়ে ডাকলেন বৈঠক

তৃণমূল কংগ্রেসের এককালের দাপুটে নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পর ‘অবসর’ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন রবি। পাপিয়ার ভূমিকা দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন, হয়তো বাবার মতোই বিবাগী হলেন তিনি। অভিমানের ক্ষতে প্রলেপ পড়ল শুক্রবার রাতে।

দলের তরফে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার জন্য নির্বাচনি কমিটি গড়া হয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

প্লাস্টিক আচ্ছাদনে উত্তরে সবজি চাষ

পূর্ণেন্দু সরকার,

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : গুনগতমান বাড়াতে এবং রোগপোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে প্লাস্টিক মালচিং বা প্লাস্টিকের আচ্ছাদন দিয়ে সবজি চাষ শুরু করেছে উদ্যানপালন দপ্তর। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রায় ১ হাজার রোল প্লাস্টিক শিট চাষিদের মধ্যে বণ্টন করা হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫০ রোল প্লাস্টিক শিট বণ্টন করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের মণ্ডলঘাট এলাকায় প্লাস্টিক শিট দিয়ে ঢেকে চাষাবাদ।

প্লাস্টিক মালচিং পদ্ধতিতে চাষাবাদে কৃষকদের অনেক সুবিধা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার উদ্যানপালন দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম বলছেন, 'এই প্লাস্টিক শিট লম্বায় ৪০০ মিটার হয়। চওড়ায় ১.২ মিটার হয়। শিটের একপাশ কালো এবং অন্যদিক রুপালি রংয়ের হয়। এক-একটি প্লাস্টিক মালচিং শিটের দাম ৬ হাজার টাকা করে। এই পদ্ধতিতে চাষাবাদে ভরতুকি দিচ্ছে সরকার।'

এই পদ্ধতিতে চাষের জমি একটু উঁচু করে তার উপর প্লাস্টিক শিট বিছিয়ে দেওয়া হয়। প্লাস্টিকের উপরে ফুটো করে লতানো সবজি ক্যাপসিকাম, লাউ, কুমড়ো ছাড়া অন্য লতানো সবজি চাষ করা হয়। প্লাস্টিক মালচিং পদ্ধতিতে চাষাবাদে গাছের চারপাশে আগাছা জন্মাতে পারে না। এছাড়া জলসেচ কম লাগে। এই পদ্ধতিতে চাষে সবজির উৎপাদনশীলতাও বাড়ে এবং উন্নত গুনগতমানের সবজিও উৎপাদন করা যায় বলে জানিয়েছেন জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মণ্ডলঘাটের সবজিচাষি শরৎ রায় বলছেন, 'প্লাস্টিক মালচিং পদ্ধতিতে চাষ করে উন্নতি হচ্ছে। রোগপোকার আক্রমণ একেবারে নেই।' এই প্লাস্টিক রোল শিটগুলি ১০০ মাইক্রন পুরু হয়। তাছাড়া একবার সবজি চাষ করার পরও পরের বারের জন্য প্লাস্টিক রোল শিট ব্যবহার করা যায়। তাতে চাষির কৃষিকাজের খরচ কমে যায় বলে জানিয়েছেন খুরশিদ আলম।

> এক-একটি প্লাস্টিক মালচিং শিটের দাম ৬ হাজার টাকা করে। এই পদ্ধতিতে চাষাবাদে ভরতুকি দিচ্ছে সরকার।
>
> **খুরশিদ আলম**
> সহকারী অধিকর্তা, উদ্যানপালন দপ্তর

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যক্তিগত কাজে বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। এ সপ্তাহে রাস্তাঘাটে খুব সতর্ক হয়ে চলাফেরা করবেন। স্বজনের আগমনে আনন্দ। ব্যবসার জন্য এ সপ্তাহে ঋণ করতে হতে পারে। পরিবারে কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে খরচের মাত্রা বাড়বে। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ এ সপ্তাহেই। আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

বৃষ : কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। কারণ আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ না করাই ভালো হবে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। হারানো দ্রব্য ফিরে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের শেষভাগে কোনও আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আনন্দলাভ। অপ্রত্যাশিতভাবে জ্ঞাতিদের কাছ থেকে কিছু টাকা পেতে পারেন।

মিথুন : ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা নিতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। সন্তানের পড়াশোনার জন্য বেশ কিছু অর্থ খরচ করতে হবে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। সহজ কোনও কাজ করতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে পারেন। খেলোয়াড়রা নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। বাইরে কোনওরকম তর্কবিতর্কে জড়াবেন না। রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব এবং চাপ দুইই বাড়বে। অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে পরিবারে আনন্দ।

কর্কট : সামান্য কারণে সংসারে অশান্তি হওয়ায় মানসিক কষ্ট। নতুন কোনও গাড়ি কেনার ইচ্ছে পূরণ হবে। সংসারে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। দূরের কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। প্রেমে শুভ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে মানসিক শান্তি পাবেন। জমি কেনাবেচায় পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে নিন।

সিংহ : অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। অপ্রিয় সত্য কথা বলে সমস্যায়। সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথা শুনে বিচার করতে গিয়ে সমস্যায়। বাড়িতে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ। অতিরিক্ত উচ্চাশা ও অহংকার ত্যাগ করতে না পারলে ঘরে-বাইরে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

কন্যা : ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। কোনও গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। কাউকে বিশ্বাস করতে যাবেন না। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধান থাকুন। কথাবার্তায় সংযমী থাকুন। সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে ব্যবসায় উন্নতি। শেয়ার, ফাটকা থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল।

তুলা : চাকরিপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা। নিজের প্রচেষ্টায় বহুদিনের আটকে থাকা কোনও কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরে তৃপ্তি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বেশ কিছু অর্থ খরচ হবে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিয়ে সমস্যায়। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

বৃশ্চিক : ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কোনও গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আসায় সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নিজের শরীর নিয়ে বেশি সচেতনতা কাজের ক্ষতি করবে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য হতে পারে। মূল্যবান কোনও জিনিস হারাতে পারে। বাড়ি সারাইয়ের কাজে নেমে সমস্যায়। বুধবারের পর আর্থিক উন্নতি ধীরে ধীরে বাড়বে।

ধনু : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ। মায়ের শরীর নিয়ে সপ্তাহটা উৎকণ্ঠায় কাটবে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। ছেলের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি হবেন। পথে চলতে খুব সাবধানে থাকতে হবে। নতুন কোনও অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। খুব শান্ত মাথায় থাকুন। কোনও আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

মকর : দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন এবং সাফল্য আসবে। ব্যবসার জন্য বেশ কিছু টাকা ধার করতে হতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য অযথা দুশ্চিন্তা। নতুন বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বাবার শরীর নিয়ে কিছুটা চিন্তা থাকবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে নিকটজনের সঙ্গে বিরোধ চরমে উঠবে এবং আইনের সাহায্য নিতে হতে পারে।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। খুব তাড়াতাড়ি কোনও কাজ করতে যাবেন না। রাস্তায় খুব সতর্ক হয়ে চলুন। বন্ধুর সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই মনোমালিন্য হওয়ায় কষ্ট পাবেন। নতুন ব্যবসার কারণে বেশ দূরে যেতে হতে পারে। পেটের কারণে ভোগান্তি। সামান্য কথার জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। কাউকে ভালো উপদেশ দিতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন।

মীন : সপ্তাহটি যাবে খুব পরিশ্রমে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একটা ব্যবসা দাঁড় করিয়ে আজ আনন্দ। জলকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে জনপ্রিয় হবেন। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা কমবে। নতুন বাড়ি কেনার পরিকল্পনা সার্থক হবে। চটজলদি কোনও সিদ্ধান্তে অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ৮ চৈত্র, ২৯ মার্চ ২০২৬, ১৪ চ'ত, সংবৎ ১১ চৈত্র সুদি, ৯ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৩৮, অঃ ৫।৪৭। রবিবার, একাদশী দিবা ৮।৫১। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ৩।৪১। ধৃতিযোগ রাত্রি ৭।২৩। বিষ্টিকরণ দিবা ৮।৫১ গতে ববকরণ রাত্রি ৮।১৫ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৩।৪১ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ৮।৫১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ৮।৫১ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ১০।১১ গতে ১।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১।১১ গতে ২।৪০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ৮।৫১ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৩৯ গতে বিদ্যারম্ভ, দিবা ৩।৪১ গতে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (কামদা)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১৫ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ১।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৬ গতে ৭।২২ মধ্যে ও ১২।১ গতে ৩।৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১৫ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৬ মধ্যে।

ট্রেকিংয়ে গিয়ে সান্দাকফুতে মৃত্যু

রণজিৎ ঘোষ,

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : ট্রেকিংয়ের নেশায় সান্দাকফুতে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের চৌরঙ্গি লেনের বাসিন্দা ওই পর্যটকের নাম ইমরান আলি (৩৯)। তিনি বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেকিং করে সান্দাকফু যাওয়ার জন্য এসেছিলেন। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান জানিয়েছেন, মৃতদেহ দার্জিলিংয়ে ময়নাতদন্তের পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য জিটিএ'র তরফে সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

ফাইল চিত্র

সান্দাকফু ট্রেকিংয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে গত ২৪ মার্চ শিলিগুড়িতে আসেন ইমরান এবং তাঁর বন্ধু রোহিত শেখর। পরের দিন তাঁরা মানেভঞ্জনে পৌঁছান। সেখানে একদিন কাটিয়ে শুক্রবার সকালে সান্দাকফু যাওয়ার জন্য তৈরি হন। বৃষ্টি এবং তুষারপাতের পরিস্থিতি দেখে স্থানীয়রা তাঁদের সান্দাকফু না যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেইমতো দুই বন্ধ টংলু পর্যন্ত গিয়ে সেখানেই রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর বন্ধু রোহিত শেখর বলেছেন, 'রাতে ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া করে শুয়েছিলাম। সকালে ঘুম ভাঙার পর একাধিকবার ইমরানকে ডাকাডাকির পরেও সাড়া পাইনি। এরপরেই আশপাশের লোকজনকে ডাক দিই। তাঁরা এসে দ্রুত গাড়ির ব্যবস্থা করে তাঁকে সুখিয়াপোখরি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসকরা ইমরানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকদের অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ সুখিয়াপোখরি ব্লক হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্তের জন্য দার্জিলিং জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে জিটিএ-র ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান সেখানে পৌঁছান। তাঁর কথায়, 'প্রাথমিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু বলে জানানো হয়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ময়নাতদন্তের পরেই দেহ কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

- কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের চৌরঙ্গি লেনের বাসিন্দা ওই পর্যটকের নাম ইমরান আলি (৩৯)
- তিনি বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেকিং করে সান্দাকফু যাওয়ার জন্য এসেছিলেন, টংলুতে রাত্রিবাস করেন তাঁরা
- রাতে ঘুমের মধ্যেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন

১১ হাজার ৯২৯ ফুট উঁচু পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ স্থানটি ট্রেক রুট হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানেভঞ্জনে পৌঁছানোর পর সাধারণত ট্রেকিং শুরু হয়। সান্দাকফুতে ট্রেকিংয়ে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা অবশ্য এই প্রথম নয়। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে সান্দাকফু ঘুরতে গিয়ে মারা যান কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা আশিস ভট্টাচার্য (৫৮)। এর আগে ২০২২ সালে অক্টোবর মাসে ইজরায়েলের এক পর্যটক মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু পর্যন্ত ট্রেকিং করতে গিয়েছিলেন। রাতে টেন্টে ঘুমের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। সান্দাকফুতে ট্রেকিংয়ে গিয়ে এতগুলো মৃত্যুর পরও স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনও পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি সেখানে।

পাত্র চাই

■ SC, 28/5'-2", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা। যোগ্য পাত্র কাম্য। 9609770669. (C/113742)

■ বিশ্বাস (শীল), 24+/5'-5", B.Sc., D.El.Ed. Pass, ফর্সা। সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। জলঃ, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9362774536. (B/S)

■ 47, আসানসোল, বিধবা, সরকারি কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9123690109. (K)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, ৩৬, আসামের শিলচর N.I.T-র ডঃ অধ্যাপিকার জন্য সুযোগ্য স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 9733483528 (রাত্রি ৮-১১টা)। (C/120866)

■ কায়স্থ, 36/5'-4", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। সত্বর বিবাহ। M+W/Ap : 8876253612, 9434319935. (C/112743)

■ রায় (শীল), 45/5'-3", B.A., পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। সন্তান সহ বিপত্নীক বিবেচ্য। (M) 9641585182 (6 P.M. - 10 P.M.). (S/M)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর, M.Sc., প্রাইভেট স্কুল ও কর্মরতা, ভালো গান জানে। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9382769159. (C/121262)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Sc., B.Ed., সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9832125114. (C/121262)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ২৭, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 8637896519. (C/121262)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., B.Ed., গানে বিশারদ, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। 9382435745. (C/121262)

■ পাল, 30/5'-3", M.A., B.Ed., শ্যামবর্ণা পাত্রীর উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। 8509914223. (C/121264)

■ রাজবংশী, ২৬+/৫'-৬", M.Sc., B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য Govt. A/B Grade পাত্র কাম্য। মোঃ 9832596963. (C/120639)

■ সাহা, 34/5'-2", সুশ্রী, গ্র্যাজুয়েট, ১টি সন্তান রয়েছে, ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি, পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। ফোন-9609990218. (C/121265)

■ Brahmin girl, 29+/5'-6", Govt. job in Bihar, cannot move from Bihar. Mob : 7004421108. (K)

পাত্র চাই

■ বয়স 29+, উচ্চতা 5'-3", ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা পাত্রীর জন্য ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত পাত্র চাই। শুধুমাত্র প্রকৃত অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (M) 8761879127 (W). (C/120869)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, ২৭, M.A., B.Ed. ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে চাকরিরতা, পিতা রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/121151)

■ বয়স ২৯, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা হোমমেকার। এইরূপ পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/121151)

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের কন্যাসন্তান, ২৭, M.Tech. ও বর্তমানে ব্যাংক-এ চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121151)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরতা। পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121151)

■ কায়স্থ (রায়), 30, ফর্সা, 5'-1", সুন্দরী, শিক্ষিতা, Civil Eng., Private Job কর্মরত, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী, কোচবিহার সংলগ্ন এলাকার পাত্র কাম্য। (M) 8170052269. (C/120638)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, ২৪+, M.Com. প্লাস ও বর্তমানে প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পিতা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/121151)

■ জন্ম ১৯৯৬, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী এবং ফ্যামিলি বিজনেস-এর সাথে জড়িত। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা হোম মেকার। পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121151)

■ উত্তরবঙ্গ, ২৫, পাত্রী ব্যবসায়ী (Kinder Garten School), পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121151)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 34/5'-3", SC, MNC Bangalore-এ কর্মরতা। Bangalore/Hyderabad MNC-তে কর্মরত, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। Mobile No. 9434208006. (C/121151)

■ দেবনাথ, 31/5'-4", BDS ডাক্তার (শিলিগুড়িতে নিজস্ব চেম্বার), কনভেন্ট এডুকেটেড, ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9832015615. (C/121151)

পাত্র চাই

■ Gen, 23/5'-3", M.A. Running, সুন্দরী, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র কাম্য। 9734485015. (C/121151)

■ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা, 36/5'-3", কায়স্থ, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9832056340. (C/120154)

■ SC, 5'-3", Graduation complete, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, একমাত্র কন্যার জন্য দাবিহীন সুপাত্র চাই। 9330848518. (C/121151)

পাত্র চাই

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/119772)

■ পাত্রী সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, M.A., B.Ed., 34/5'-5", পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা। স্বাস্থ্যবান যোগ্য পাত্র কাম্য। মা ও বাবা দুজনেই শিক্ষক। প্রকৃত অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (M) 9474718039. (C/120629)

পাত্র চাই

■ Gen., 28/5'-3", সুশ্রী, ফর্সা, শান্ত, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য ভদ্র পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্র পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। Mob : 8597635530. (C/120842)

■ খুব সুন্দরী, ব্রাহ্মণ, শিলিগুড়ি, 50, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক, সঃ চাকরি/ভালো ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 7679620203. (C/113738)

■ কায়স্থ, 29/5'-5", M.Sc., B.Ed., Pvt. School শিক্ষিকা পাত্রীর শিলিগুড়িস্থ উপযুক্ত পাত্র চাই। 7001373445. (C/121136)

পাত্র চাই

■ মুসলিম, 38+/5'-5", M.A., B.Ed. (JU), ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য 45-50 মধ্যে সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। (M) 8670447918. (C/121241)

■ কায়স্থ, 31+/5', B.Sc. (CU), ফর্সা, সুন্দরী, কেঃ সঃ চাঃ (Group-C), পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। মালদা অগ্রগণ্য। ঘটক/ম্যাট্রিমনি বাদে। (M) 8972794026. (C/121241)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন, ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিত, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব 33+ পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে। Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/121258)

■ Gen, 35/5'-7", MBA, কন্ট্রাকচুয়াল সরকারি চাকরি, বেতন Rs. 10,000/-. এরূপ পাত্রের ৩০-এর মধ্যে গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা পাত্রী চাই। (M) 9002561144. (C/120868)

■ কায়স্থ, দাস, দেবারি, 30/5'-4", M.Sc., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, শিলচরে অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট/মাস্টার্স, অনূর্ধ্ব 27 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9531630217. (C/120152)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫ বছর, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9382769159. (C/121262)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এইরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832125114. (C/121262)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9382435745. (C/121262)

■ WB কায়স্থ, 31/5'-8", B.A. (3rd. yr.), নরগণ, নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, দাবিহীন, পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক), উঃ 24 পঃ সোদপুরে ও উত্তরবঙ্গ আলিপুরদুয়ারে পৈতৃক নিজ গৃহ। ১মাত্র পুত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, H.S. পাত্রী কাম্য। কোনও সংস্থা নহে। 7488967877, 9430792302. (K)

■ Divorcee, ব্রাহ্মণ, 39+/5'-10", Graduate, ম্যানেজার হিসাবে MNC-তে কর্মরত, ঘরোয়া, সুশ্রী, নম্র, ভদ্র, 35-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। Prefer early marriage. Caste no bar. (M) & (W/A) : 8582881680. (K)

পাত্রী চাই

■ 32, তিলি পাল, নরগণ, 5'-5", সুপ্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9735917361. (C/121152)

■ পাত্র Ph.D., কলকাতায় কর্মরত (Pvt. Comp.), বয়স 31, 5ft. 6", উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9434873996.

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ দেব, ৩১/৫'-৬", Pvt. Co.-তে কর্মরত (পিতা অবসরপ্রাপ্ত রাঃ সঃ কর্মী), মাতা শিক্ষিকা। ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। বয়স ২৫-২৭'এর মধ্যে। (M) 9832683800. (C/121152)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, B.Tech. & MBA পাশ ও বর্তমানে গভঃ ব্যাংক-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/121151)

■ বয়স ৩৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্র ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেকটর পদে কর্মরত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/121151)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩৬, MBA ও সেন্ট্রাল গভঃ-এর অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121151)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, MCA ও বর্তমানে নামী IT কেম্পানিতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121151)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech. পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ এয়ারপোর্ট অথরিটিতে কর্মরত। পিতা ও মাতা গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9330394371. (C/121151)

■ উত্তরবঙ্গ, ৩৪+, ডিভোর্সি, হিন্দু বাঙালি, পাত্র গভঃ কলেজ-এর অধ্যাপক। পিতা ও মাতা উভয়েই অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/121151)

■ উত্তরবঙ্গ, ২৮+, MBA ও পাত্র প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী (মডার্ন ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচার ও শোরুম)। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/121151)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-10", B.Tech., M.Tech., সরকারি চাকুরে (ইঞ্জিনিয়ার) পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা/চাকরিরতা পাত্রী চাই (অসবর্ণ চলবে)। (M) 9002153527. (C/121151)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-4", B.A., বেসরকারি কর্মরত, একমাত্র সন্তানের জন্য স্নাতক, সুন্দরী সুপাত্রী কাম্য। সত্বর সরাসরি যোগাযোগ করুন। (M) 8016333533.

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 38/5'-8", নরগণ, M.Tech. Engr., বেঙ্গালুরু MNC-তে Sr. Eng. (30 L/A), মাথাভাঙ্গায় নিজস্ব বাড়ি। বেঙ্গালুরুতে থাকতে চায় এমন শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। দেবারিগণ চলবে না। কায়স্থ চলবে। মোঃ 9800125799 (5-9 P.M.). (C/121151)

■ পাত্র Neuro Therapist, একমাত্র পুত্র, ২৩ বছর বয়সি, নিজ বাড়ি। ১৯-২০ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পাশ, ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত/গরিব পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ নম্বর-9832632808. (C/121151)

■ 31/5'-9", M.Tech., গভঃ বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মরত, বনেদি পরিবারের পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিত, ভালো পরিবারের পাত্রী চাই। 9733066658. (C/121151)

■ ঘোষ, 33, B.Tech., রেলে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 7407777995. (C/121151)

■ ব্রাহ্মণ, কোচবিহার নিবাসী, 5'-10"/34, Self Employed, Free-lancer, শিক্ষিত, সুউপায়ী, সুদর্শন, ভদ্র, নেশাহীন ও সচ্ছল আভিজাত্য পরিবারের একমাত্র ছেলের জন্য ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা, সুদর্শনা ভালো মানসিকতার, অনূর্ধ্ব 28, উপযুক্ত পাত্রী চাই। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। Mob.No. 8348519441. (C/120632)

■ বসাক, 27, B.Com., 5'-5", একমাত্র পুত্র, ফোটোগ্রাফার, শিলিঃ, বসাক পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 9064384669. (C/113739)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৬, এমবিএ, ৬', ITC কর্মরত, নরগণ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। মোঃ ৬২৯৫৯৪২৭৪৯, ৬২৯৭৮৫৮৮০৩, (নো ম্যাট্রিমনি)। (C/120850)

■ সাহা, মালদা নিবাসী, 35/5'-7", হাইস্কুল শিক্ষক। স্বঃ/অসঃ শিক্ষিত, সংস্কারী, সুন্দরী, 30-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। (M) 9474797022. (C/121237)

■ বণিক, জন্ম 7.12.1984/5'-3", H.S., Real Estate ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি ও আশপাশে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8972287832. (K/D/R)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/121132)

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার, কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। পুরোপুরি অফলাইন। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9007016088. (C/121131)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686. (C/121152)

প্রচার নিয়ে সমস্যা

স্বপ্নার ইস্তফা নিয়ে মুকুলের বার্তায় বিভ্রান্তি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : রেলের চাকরি থেকে ইস্তফা নিয়ে জট কাটল না স্বপ্না বর্মনের। শনিবার সকালে তাঁর অন্যতম উপদেষ্টা তথা নমশূদ্র উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য স্বপ্না রেল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করলেও বাস্তবে রেল আরও কিছু নথি চেয়েছে বলে সূত্রের খবর। যদিও নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে (এনএফআর) কর্তারা কেউই এ বিষয়ে মুখ খুলছেন না।

শুক্রবার আদালতের নির্দেশ জারি হওয়ার পর স্বপ্না ডিআরএম (আলিপুরদুয়ার) অফিসে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে রেলের আধিকারিকদের কী কথা হয়েছে, সে নিয়ে স্বপ্না মুখ খুলতে চাইছেন না। এরই মধ্যে শনিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুকুলের ভিডিওবার্তায় বিভ্রান্তি ছড়ায়। তিনি সেই বার্তায় বলেন, 'স্বপ্না হাইকোর্টে লড়াই করে রেল দপ্তর থেকে ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছেন। রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের বলছি, আপনারা সবুজ আবির মাখা শুরু করে দিন। স্বপ্না তাঁর বিজয় যাত্রা শুরু করে দিলেন।'

প্রশ্ন উঠেছে এখানেই। শুক্রবার স্বপ্না যদি চাকরির ছাড়পত্র পেয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে শনিবার প্রচারে নামলেন না কেন? এই প্রসঙ্গে মুকুল বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি রেলের আধিকারিকরা স্বপ্নার বাড়িতে এসে তাঁর হাতে ইস্তফা গ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি তুলে দেবেন।'

রেল সূত্রে খবর, যেহেতু আদালতের নির্দেশে সোমবার পর্যন্ত সময় রয়েছে, সে কারণে আইন মেনে পদ্ধতিগতভাবেই রেল এ বিষয়ে নিজেদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

অভিযোগ, নিয়ম মেনে স্বপ্না রেলের চাকরি থেকে ইস্তফা দেননি। নেননি এনওসিও। চাকরিরত অবস্থাতেই স্বপ্না তৃণমূলে যোগদান করেন। সেইসঙ্গে তৃণমূলের তরফে রাজগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী হিসেবেও স্বপ্নার নাম ঘোষণা করা হয়। রেলের নিয়ম ভাঙার কারণে স্বপ্নার ইস্তফা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেনি। এরপরেই স্বপ্না আদালতের দ্বারস্থ হন। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে স্বপ্নার দায়ের করা মামলার শুনানি হয়। সেখানে আদালত রেলকে নির্দেশ দেয়- সোমবারের মধ্যে স্বপ্নাকে তাদের জানাতে হবে ইস্তফার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তারা। একইভাবে স্বপ্নাকে সশরীরে রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে হাজির হতে হবে বলেও নির্দেশ দেয় আদালত।

- শনিবার সকালে মুকুল সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেন স্বপ্না রেল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন
- প্রশ্ন উঠছে-স্বপ্না যদি ছাড়পত্র পেয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে প্রচারে নামলেন না কেন
- সূত্রের খবর, রেল আইন মেনে এ বিষয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে
- বিষয়টি নিয়ে স্বপ্না, রেলকর্তারা মুখ খোলেননি
- ছাড়পত্র না পাওয়ায় এদিনও ভোট প্রচারের ময়দানে নামতে পারেননি স্বপ্না

এদিকে ছাড়পত্র না পাওয়ায় এদিনও ভোট প্রচারের ময়দানে নামতে পারেননি স্বপ্না। একদিকে যখন বিজেপি এবং সিপিএম প্রার্থীরা দিনরাত এক করে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তখন কার্যত বাড়িতে বসেই দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁকে। প্রার্থী প্রচারে না নামায় দলীয় কর্মীরাও প্রচার করতে অস্বস্তি বোধ করছেন।

সে চু ছাম, সাগচেন দর্জি গুম্ফাতে মুখোশ নাচ। কালিম্পংয়ের পেডংয়ে। ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বংশীবদনের সংগঠনে ডামাডোল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৮ মার্চ : কলকাতায় শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্যদের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে বসে বিজেপিকে সমর্থন করার কথা জানিয়েছিলেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বংশীবদন বর্মন। অপরদিকে সংগঠনের কনভেনার গিরিজাশংকর রায় সেখানে বিজেপির পতাকাও হাতে নেন। এদিকে, নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করার খেসারত হিসাবে এবার নিজের সংগঠনেই বড়সড়ো বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন বংশীবদন বর্মন সহ এই দুই নেতা। শনিবার তাঁর সংগঠনের বিভিন্ন নেতা কোচবিহারে সাংবাদিক বৈঠক করে বংশীবদন বর্মন ও গিরিজাশংকরকে ছাড়া সংগঠনকে আলাদা করার কথা জানান। যদিও বংশীবদন বর্মন তাঁদের কথাকে কোনও গুরুত্ব দিতে চাননি। তবে বংশীবদন তাঁদের কথাকে গুরুত্ব দিতে না চাইলেও বংশীপন্থী গ্রেটার কোচবিহার সংগঠন যে ফের দুই ভাগ হতে চলেছে, সেটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের ভোট কোচবিহারের নির্বাচনি ময়দানের অন্যতম নির্ণায়ক। এই অবস্থায় গ্রেটারের বিভিন্ন সংগঠন থাকলেও মূলত নগেন রায় ও বংশীবদনপন্থী গ্রেটার কোচবিহার সংগঠন চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। দুটি সংগঠনেরই যথেষ্ট কর্মী-সমর্থক রয়েছেন। এই অবস্থায় নগেন বিজেপির সাংসদ হলেও তিনি তৃণমূলের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। অপরদিকে, বংশীবদন বর্মনের সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তৃণমূল নগেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোয় বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নিচ্ছিলেন না বংশী। অপরদিকে নগেনের তৃণমূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোয় বিষয়টি একেবারে ভালোভাবে নেয়নি বিজেপি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অবস্থায় বংশী যেমন চাইছিলেন তৃণমূলকে কিছুটা চাপে রাখতে, তেমনি বিজেপিও আবার নগেনকে কিছুটা চাপে রাখতে চাইছিল।

> তৃণমূল চক্রান্ত করে এসব করাচ্ছে। আমার সংগঠন আগে যেরকম ছিল সেরকমই রয়েছে। পাশাপাশি আমি যেভাবে দায়িত্ব সামলে আসছি সেভাবেই দায়িত্ব সামলাব।
>
> **বংশীবদন বর্মন**

এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় বিজেপির রাজ্য স্তরের নেতাদের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে বংশীবদন বর্মন ও সংগঠনের নেতা গিরিজাশংকরকে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখা যায়। এর মধ্যে বংশীবদন বিজেপিকে সমর্থনের কথা বললেও গিরিজাকে বিজেপির পতাকা হাতে নিতে দেখা যায়। সংগঠনের দুই শীর্ষ নেতাকে বিজেপির কাছাকাছি যেতে দেখে বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি সংগঠনের একটা বড় অংশ। যা নিয়ে বংশীর গ্রেটার সংগঠনের মধ্যে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়।

এই অবস্থায় শনিবার সংগঠনের কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে কোচবিহার প্রেসক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন বংশীর সংগঠনের প্রচার সম্পাদক পরিমল বর্মন। তিনি বলেন, 'বংশীবদন বর্মন সহ ওই দুই নেতা সংগঠনের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করেই বিজেপির সঙ্গে গিয়ে সংগঠন বিরোধী কাজ করেছেন। ফলে, যেহেতু তাঁরা নিজেরাই সংগঠন থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন, তাই আমরা তাঁদেরকে বাদ দিয়ে আলাদাভাবে সংগঠন করব। উত্তরবঙ্গের মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে কোচবিহার পর্যন্ত সংগঠনের প্রায় সকল নেতৃত্ব মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। খুব শীঘ্রই আমরা সংগঠনের নতুন কমিটি গঠন করব।'

যদিও এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাননি বংশীবদন বর্মন। তিনি বলেন, 'যাঁরা এগুলো বলেছেন তাঁরা কেউ আমাদের দলের তেমন সক্রিয় নেতা নন। যিনি এগুলো বলেছেন, তিনি হলেন মাথাভাঙ্গার তৃণমূলের প্রার্থী সাবলু বর্মনের জ্যাঠতুতো ভাই। তাই তৃণমূল চক্রান্ত করে এসব করাচ্ছে। আমার সংগঠন আগে যেরকম ছিল সেরকমই রয়েছে। পাশাপাশি আমি যেভাবে দায়িত্ব সামলে আসছি সেভাবেই দায়িত্ব সামলাব। সবাই আমার সঙ্গেই রয়েছে।' পাশাপাশি তিনি জানান, তিনি বিজেপিকে সমর্থন করার কথা বলেছেন, বিজেপিতে যোগ দেননি।

দিল্লিতে রিপোর্ট সংঘের

রামনবমীর উন্মাদনায় সন্তুষ্টি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : হিন্দুদের মন পেতে সক্রিয় হোক অন্য রাজনৈতিক দলগুলোও, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এই লক্ষ্য দীর্ঘদিনের। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে সেই সাধ যেন অনেকটাই পূর্ণ হল।

শনিবার শিলিগুড়িতে সংঘের সদর দপ্তর মাধব ভবনে উত্তরের প্রত্যেক বিধানসভায় জাগরণের দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে অংশ নেন সংঘের কেন্দ্রীয় পদাধিকারী রামদত্ত চক্রধর। প্রতিটি বিধানসভা ধরে ধরে রামনবমীর মূল শোভাযাত্রা ক'টা হল এবং সেগুলোতে অংশগ্রহণ কেমন ছিল- সেই হিসেব নেওয়া হয়েছে। এরপর রিপোর্টটি পাঠানো হয় দিল্লিতে। সেই দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছে সংঘের শীর্ষমহল। এমনকি '২৬-এর মহারণে উত্তরে আসন বৃদ্ধির আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে বিজেপি।

বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবার গোটা রাজ্যের মতোই উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি শহরে রামভক্তদের উন্মাদনা বহুগুণ বেশি চোখে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলে প্যান্ডেল বানিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে পুজো হয়েছে।

ভোটারদের মন পেতে জেলায় জেলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী থেকে নেতারা ভক্তি জাহির করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। শিলিগুড়িতে কাঁধে পতাকা, মাথায় পাগড়ি পরে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তোলা থেকে ভক্তিগীতি গাওয়া- কিছুই বাদ রাখেননি গৌতম দেব। পুজো দিয়েছেন সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীও। রামকে ঘিরে তৈরি হওয়া আবেগে বিজেপির একচেটিয়া দখলদারিকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা যেন। কমবেশি একইরকম ছবি দেখা গিয়েছে অন্য জেলাতেও।

এটাকে নিজেদের সাফল্য হিসেবে দেখছে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। যদিও সংগঠনের নেতাদের একাংশের যুক্তি, হিন্দুদের মন পেতে পথে নামলেও ভোটবাক্সে এর লাভ সবাই পাবে না। কারণ, মানুষ বোঝেন, কারা কোন উদ্দেশ্যে পথে নেমেছিলেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অনুপকুমার মণ্ডল যেমন বলছিলেন, 'বিজেপিই তো জাতীয়তাবাদের কথা, হিন্দুত্বের কথা বেশি বলে। ফলে মানুষ ভাববেন, তাঁরা কাকে ভোট দেবেন। আমরা হিন্দুত্বের পক্ষে। রামনবমীর সাফল্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঘরে তোলার চেষ্টা করছে। এবার মানুষই ঠিক করবেন, তাঁরা কাকে বেছে নেবেন।'

শেষ বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে ৫৪টির মধ্যে ৩০টি আসনে জিতলেও রাজ্যের অন্য অংশে আশানুরূপ ফল হয়নি পদ্মের। এর সম্ভাব্য কারণ খুঁজতে সংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ দাবি করেছিল, হিন্দুত্বের হাওয়া আরও জোরদার করে তুলতে হবে। সে সময় থেকেই তারা আসরে নামে। রামনবমীর ভিড় দেখে সংঘ মনে করছে, এবারের আবহওয়া অনেকটাই অনুকূলে। তবে, শেষ অবধি পরিস্থিতি একই থাকে কি না, সেই নিয়ে সন্দেহও আছে।

প্রায় সব জায়গাতেই রামনবমীর আয়োজনের মূল দায়িত্বে থাকেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা-কর্মীরা। শিলিগুড়িতে বেশ কয়েকমাস ধরে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। কোন এলাকা থেকে কারা, কীভাবে শোভাযাত্রায় শামিল হবেন, সবটাই ছিল তাঁদের পরিকল্পিত। ফলে, শোভাযাত্রায় অন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নিলেও রাশ হাতছাড়া করেনি পরিষদ। সিতাই, ইসলামপুর সহ কয়েকটি জায়গায় মিছিলে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই বিষয়টিকেও 'হিন্দুদের বাধা' বলে আখ্যা দিয়ে বিজেপির পালে হাওয়া টানার চেষ্টা চলছে।

এদিন জনসংযোগে আরও জোর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন সংঘকর্তা। সংগঠনেরই উত্তরের এক নেতা অবশ্য দাবি করলেন, 'রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের দিকে আমরা খেয়াল রাখি না। হিন্দুত্ব আর জাতীয়তাবাদের প্রচারই লক্ষ্য। মানুষকে ভোট দিতে বলাই আমাদের জাগরণ।'

- শনিবার উত্তরের প্রত্যেক বিধানসভায় জাগরণের দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিয়ে বৈঠক সংঘকর্তার
- প্রতিটি বিধানসভা ধরে ধরে রামনবমীর শোভাযাত্রা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ
- হিন্দুত্বের হাওয়া তোলা ও অন্য পার্টিগুলোকে ময়দানে নামানোই উদ্দেশ্য ছিল আয়োজকদের

> আমরা হিন্দুত্বের পক্ষে। রামনবমীর সাফল্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঘরে তোলার চেষ্টা করছে। এবার মানুষই ঠিক করবেন, তাঁরা কাকে বেছে নেবেন।
>
> **অনুপকুমার মণ্ডল**
> *উত্তরবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ*

মঙ্গল ছাড়া গতি নেই শ্রাদ্ধে

পলাশবাড়ি, ২৮ মার্চ : 'ওহে নাইয়া, এস নাইয়া, পার কর আমায়।' রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাড়িতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্মে যখন করুণ সুরে এই গান করেন মঙ্গল বর্মন, তখন উপস্থিত সকলের চোখে জল চলে আসে। বছর চুরাশির মঙ্গল এখনও পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কীর্তন করেছেন। এখনও তাঁর যেন বিরাম নেই। দলে একসময় পাঁচজন ছিলেন। দুজন মারা গিয়েছেন। দুজন বার্ধক্যজনিত কারণে কীর্তনে আর যান না। তবে মঙ্গলকে যেতেই হয়। সঙ্গে মাঝবয়সি দুজনকে নিয়ে যান। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির এই বাসিন্দা কিন্তু পেশায় কীর্তনিয়া নন, কৃষিজীবী। তবু ৫০ বছর ধরে গান করেন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে।

কথা প্রসঙ্গে মঙ্গল জানালেন, আট বছর বয়স থেকে গানের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। তখন গ্রামে ছোটদের কীর্তনের দল ছিল। সেই দলে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। খোলকরতাল বাজানো শেখেন। বয়স কিছুটা বাড়লে জড়িয়ে পড়েন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কীর্তনে। এই কীর্তনে তাঁর গুরু ছিলেন গ্রামেরই অক্ষয়চন্দ্র বর্মন ওরফে খোকা গিদাল। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েই পাঁচজনের দল গড়ে তোলেন মঙ্গল। তবে রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাড়ির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কীর্তনের দলে হারমোনিয়ামের ব্যবহার হয় না। খোলকরতাল বাজিয়েই কীর্তন হয়। গড়ে প্রতি মাসে পাঁচটি করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কীর্তন করেন মঙ্গল। এই হিসেবে ৫০ বছরে তিন হাজার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কীর্তন করেছেন।

যদিও মঙ্গলের কথায়, 'এসব তো আমি লিখে রাখিনি। তবে মাসে গড়ে পাঁচটা কীর্তনের ডাক পাই। আর গুরুর থেকে মুখে শুনেই ৬০টি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কীর্তনের গান মুখস্থ করেছি। সেগুলি দিয়েই গোটা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সব ক্রিয়াকর্ম চলে যায়।'

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মনের মন্তব্য, 'মঙ্গল বর্মন গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের গর্ব। এই বয়সেও যে উনি খোল বাজিয়ে এমন কীর্তন করে চলেছেন এটাই আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি।'

নিখোঁজ ছেলে ফিরলেন চার বছর পর

মেখলিগঞ্জ, ২৮ মার্চ : দীর্ঘ চার বছরের অন্ধকার শেষে মাটির টানে ঘরে ফিরলেন নিখোঁজ তরুণ। হারানো ছেলেকে আনন্দাশ্রুর সঙ্গে কাছে টেনে নিলেন মা। ঘরের ছেলে ঘরে ফেরায় স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া পরিবার থেকে গোটা গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোগরা ফুলকাডাবড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত বর্মন ওরফে সুব্রত চার বছর আগে হঠাৎই বাড়ি ছেড়ে চলে যান। আত্মীয়পরিজন থেকে বন্ধুবান্ধব, সব জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজলেও তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি সেসময়। শেষে কুচলিবাড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করে পরিবার। এদিকে রঞ্জিত দেশের নানা জায়গায় ভবঘুরের মতো ঘুরে পৌঁছে যান রাজস্থানে। মাসকয়েক আগে রাজস্থানের করোলিতে তাঁকে উদ্ধার করে আশ্রয় দেয় স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এরপর তারাই উদ্যোগ নিয়ে রঞ্জিতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

অবশেষে রাজস্থানে কর্মরত ওই একই গ্রামের তরুণ কৃষ্ণ বর্মনের হাত ধরে শনিবার রাতে নিজের ভিটেয় ফেরেন রঞ্জিত। এতদিন পর তাঁকে দেখতে রীতিমতো ভিড় জমান পাড়াপ্রতিবেশীরাও। রঞ্জিতকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য কৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় রঞ্জিতের পরিবার।

রঞ্জিতের কথায়, 'রাজস্থানে পৌঁছানোর পর আর বাড়ি ফিরতে পারছিলাম না। বাড়ির কারও ফোন নম্বরও মনে ছিল না। বাড়ির লোকের কথা এই চার বছরে খুব মনে পড়েছে।' মা সুমিত্রা বর্মন বলেন, 'কৃষ্ণর সহযোগিতায় ছেলে বাড়ি ফিরে এল। ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ছেলেকে ফিরে পেয়ে এতদিন পর একটু শান্তি পেলাম। ওর ফিরে আসার খবর আমরা থানায় জানাব।'

অন্যদিকে কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'রঞ্জিতকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পেরে আমিও আনন্দিত। রাজস্থানের ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটিও নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে।

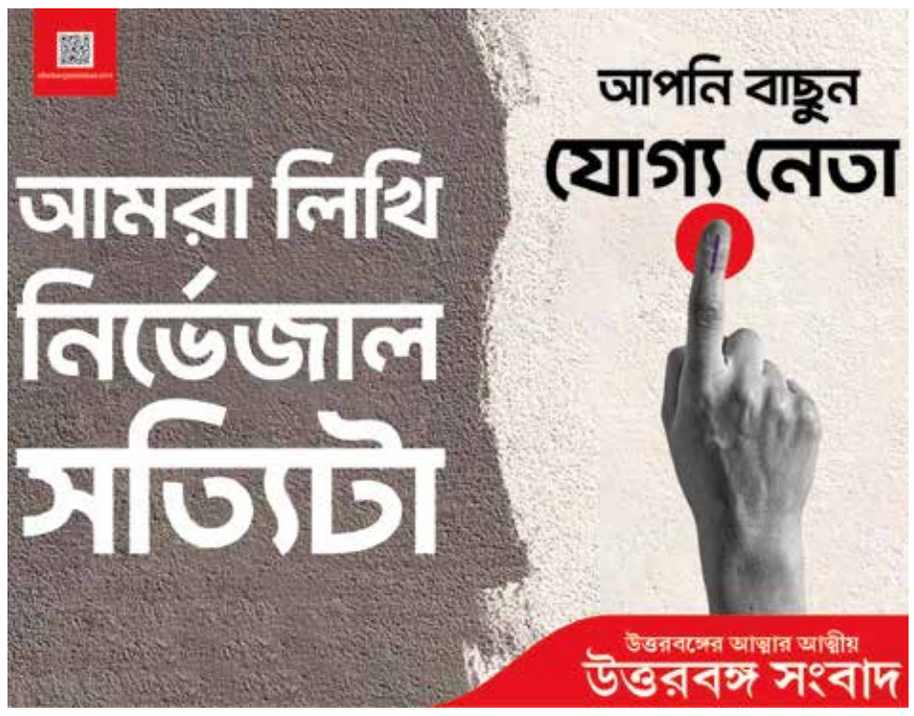

সুকান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে তৃণমূল

বালুরঘাট, ২৮ মার্চ : কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ডেরেক ও'ব্রায়েন নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাস বলেন, 'সুকান্ত মজুমদার বিভিন্ন জায়গায় উসকানিমূলক বক্তব্য রাখছেন।' তৃণমূলের অভিযোগে, বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ রায়কে পাশে নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বিভ্রান্তিকর এবং উসকানিমূলক বক্তব্য রাখেন। এ বিষয়ে সুকান্ত মজুমদারকে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি তোলেননি। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকারের বক্তব্য, 'তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করছে।'

পুরুষের ভিড়ে একমাত্র নারী মুহুরি

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৮ মার্চ : কুমারগঞ্জের গোপালগঞ্জ এলাকায় বিএলঅ্যান্ডএলআরও (ভূমি) দপ্তরের সামনে প্রতিদিন বহু মুহুরি বসে কাজ করেন। জমিজমা সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিপত্র তৈরি, পরামর্শ দেওয়া সহ সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সহায়তা করাই তাঁদের প্রধান কাজ। এই ভিড়ের মধ্যেই ব্যতিক্রম এক চিত্র— সবার মাঝে একমাত্র মহিলা মুহুরি হিসেবে গত আট বছর ধরে কাজ করে চলেছেন বছর বত্রিশের অনুরূপা টুডু।

অনুরূপার বাবা রবিন টুডু দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে একই জায়গায় মুহুরির কাজ করে আসছেন। বাবার দেখানো পথেই অনুপ্রাণিত হয়ে অনুরূপা এই পেশায় আসেন। পুরুষপ্রধান এই পেশায় নিজের জায়গা তৈরি করে নেওয়া সহজ ছিল না বলেই মনে করেন অনুরূপা। প্রথম দিকে বিভিন্ন রকম সামাজিক চাপ এবং কটূক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন, আবার কেউ কেউ সরাসরি নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করতেন। তবে ধীরে ধীরে নিজের দক্ষতা, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের জোরে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন অনুরূপা। বর্তমানে স্থানীয় মানুষজন তাঁর কাজে আস্থা রাখেন এবং নিয়মিত তাঁর কাছে নানান সমস্যার সমাধান করতে আসেন। অনুরূপা বলেন, 'এখানে এখন প্রায় ২০ জন মুহুরি বসেন। আমিই একমাত্র মহিলা। প্রথম যখন কাজ শুরু করি, তখন অনেকেই বলেছিল— এতগুলো ছেলের মধ্যে তুই কীভাবে কাজ করবি? পারবি না। কিন্তু আমার নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল, আমি পারব।' সেই আত্মবিশ্বাসের জোরেই এতদিন ধরে তিনি এই জায়গায় কাজ করে চলেছেন।

কুমারগঞ্জের ভূমি দপ্তরের সামনে কাজে ব্যস্ত অনুরূপা টুডু। -সংবাদচিত্র

অনুরূপা প্রমাণ করে দিয়েছেন, ইচ্ছাশক্তি আর অধ্যবসায় থাকলে কোনও কাজই অসম্ভব নয়। তাঁর এই সাফল্য অনেক মহিলার কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করেন স্থানীয়রা। তাঁর সহকর্মী এক মুহুরি অভ্রজিৎ সরকার বলেন, 'অনুরূপা দিদি বহুদিন ধরে কাজ করছেন। ভালোই কাজ করেন।' অনুরূপার এই কাজের প্রশংসা করে রামকৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের প্রধান মিনতি দাস বলেন, 'পুরুষদের পাশাপাশি একজন মহিলাও সমানভাবে কাজ করছেন দেখে ভালো লাগে। ওঁর সাফল্য কামনা করি।' ভবিষ্যতেও তিনি এই কাজ চালিয়ে যেতে চান এবং আরও দক্ষতার সঙ্গে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান বলে জানালেন অনুরূপা। পাশাপাশি সমাজের অন্য মহিলাদেরও এগিয়ে এসে স্বনির্ভর হওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি।

কুমারগঞ্জের মতো একটি এলাকায় অনুরূপার এই লড়াই এবং সাফল্যের গল্প নিঃসন্দেহে এক সাহসিকতার উদাহরণ হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা ক্রিনাঞ্জন নিয়োগী - কে 30.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 85L 36134 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার মনে হয় আমি ডিয়ার লটারির আশীর্বাদধন্য যা এই সমাজের বহু মানুষের ত্রাতা হয়ে উঠেছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে চাই যাতে তারা এই পরিষেবা দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে কোটিপতি তৈরি করতে পারে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আধিকারিকের দেহ উদ্ধার

হিলি, ২৮ মার্চ : হিলি স্থলবন্দরের শুল্ক দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্টের রহস্যমৃত্যু। শনিবার ভাড়াবাড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান, হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ওই ঘটনায় এদিন স্থলবন্দরে বন্ধ থাকল আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য। হিলি থানার আইসি সূর্যশংকর মণ্ডল বলেন, 'দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

মৃত মধুসূদন দত্ত পৃথ্বীরাজ মোড় এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে একাই থাকতেন। ওই বাড়িতে অন্য আধিকারিকরাও ভাড়া থাকতেন। শনিবার সকালে অফিসের সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁর ঘর বন্ধই ছিল। সহকর্মীরা ফোন করে এবং বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়েও সাড়া পাননি। এরপর হিলির পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে কাস্টমস কর্তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। তারপরে চিকিৎসার জন্য হিলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ভোটের জন্য বাসে টান, শঙ্কা পরিষেবায়

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : বিধানসভার প্রথম দফার ভোটের বড় প্রভাব পড়তে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) বাস পরিষেবায়। রাজ্যে প্রথম দফার ভোট রয়েছে ২৩ এপ্রিল। শুধুমাত্র আধাসেনার যাতায়াতের জন্যই দুশো বাসের রিক্যুইজিশন জমা পড়েছে পরিবহণ সংস্থাটিতে। পাশাপাশি, ভোটকর্মীদের যাতায়াতের জন্যও বাসের রিক্যুইজিশন আসছে। ফলে আগামী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পরিষেবায় ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'আধাসেনার যাতায়াত ছাড়াও নানা কাজে বাস নেওয়া হবে। আর কত প্রয়োজন, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে সবমিলিয়ে ৭০০ বাস রয়েছে। এর মধ্যেই দশ শতাংশ বাস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিষেবার বাইরে রাখা হয়। সংস্থার কর্মীদের কথায়, অন্য বাসের তুলনায় এবার আধাসেনার যাতায়াতের জন্য বাসের রিক্যুইজিশনের সংখ্যাটাই ভোটের মধ্যে যাত্রী পরিষেবার যাবতীয় হিসেবনিকেশ পালটে দিয়েছে। নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের

> **আধাসেনার যাতায়াত ছাড়াও নানা কাজে বাস নেওয়া হবে। আর কত প্রয়োজন, তা নিয়ে কমিশনের সঙ্গে কথা হচ্ছে।**
>
> **দীপঙ্কর পিপলাই**
> ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনবিএসটিসি

কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্য বলছেন, 'একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, আমাদের চালক ও কনডাক্টরের সংখ্যার অভাব রয়েছে। তাই শুধু বাসের সংখ্যা দেখলেই হবে না। গতবার ভোটকর্মী ও আধাসেনা মিলিয়ে দুশোরও কম বাস নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এবারে শুধুমাত্র আধাসেনার জন্যই যে পরিমাণ বাস নেওয়া হচ্ছে, তাতে প্রতিটি লাভজনক রুটেই প্রভাব পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।' শিলিগুড়ি-কোচবিহার, শিলিগুড়ি-ইসলামপুর সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে দিনে প্রায় দশটি বাস যাতায়াত করে। এমন রুটগুলিতে বাসের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কায় রয়েছে কর্মীদের বড় একটা অংশ। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকারের বক্তব্য, 'আগামী মাসে পরিষেবা কতটা দেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে আমরা ভীষণভাবেই আশঙ্কিত রয়েছি। কিন্তু এটা তো নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। তাই বাস দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও নেই।'

সবমিলিয়ে, প্রথম দফার ভোট যত এগিয়ে আসবে, ততই সংকটের ছবিটা স্পষ্ট হবে। কেননা, সবমিলিয়ে কত বাস প্রয়োজন হবে ভোটে, তা এখনও পরিষ্কার নয়।

মাথাভাঙ্গায় রামনবমীর মিছিলে নিশীথ প্রামাণিক। -ফাইল চিত্র

কাঠগড়ায় নিশীথ

বাহিনীর অপব্যবহারের অভিযোগ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৮ মার্চ : মাথাভাঙ্গার বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বেআইনিভাবে প্রচারের কাজে লাগানোর অভিযোগে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার তৃণমূলের তরফে ডেরেক ও'ব্রায়েন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে নিশীথের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন।

তৃণমূলের অভিযোগ, নিশীথ একসঙ্গে প্রচুর সিআইএসএফ জওয়ানকে নিয়ে এলাকায় যাচ্ছেন। সেখানকার রাস্তাঘাট আটকে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন নিশীথ। তাঁর বক্তব্য, 'এগুলো ভিত্তিহীন কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আমি জেড ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা পাই। ফলে তাঁরা আমার সঙ্গে থাকেন।'

তৃণমূলের অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, মাথাভাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনি প্রচারে যাওয়ার সময় বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক প্রচুর পরিমাণে সিআইএসএফ জওয়ানদের নিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকটি গাড়ির কনভয় যাওয়ার সময় সিআইএসএফ জওয়ানরা রাস্তা ঘিরে রেখে সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য যানবাহনের চলাচলে বাধা তৈরি করছেন। এতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এলাকার মানুষজনকে। পাশাপাশি নিশীথের সভাগুলোতেও তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা মোতায়েন থাকছেন। ডেরেক ও'ব্রায়েনের অভিযোগ, নিশীথ প্রামাণিক আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। সিআইএসএফ সেই দপ্তরের অধীনেই কাজ করে, যা বর্তমানে বিজেপি সরকার দ্বারা পরিচালিত। এই প্রভাব খাটিয়েই বিজেপি নির্বাচনি প্রচারে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে।

তৃণমূলের তরফে নির্বাচন কমিশনের কাছে এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার দাবি করা হয়েছে। নিশীথ প্রামাণিক বরাবরই কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা পান। তাঁর সঙ্গে সবসময়ই সাত-আটজন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সহ একাধিক গাড়ির কনভয় থাকে। তিনি সবসময় কনভয় ব্যবহার করেই যাতায়াত করেন। এই 'স্টারডম'-ই নিশীথের জনপ্রিয়তার অন্যতম কৌশল। মাথাভাঙ্গার পদ্ম প্রার্থীকে প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে জনসংযোগ করতে দেখা যাচ্ছে। তবে কর্মীসভাই হোক কিংবা মিছিল, সবসময় তাঁকে ঘিরে থাকে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এবার সেই নিরাপত্তা নিয়েই সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

> **নিশীথ আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। সিআইএসএফ সেই দপ্তরের অধীনেই কাজ করে। এই প্রভাব খাটিয়ে বিজেপি নির্বাচনি প্রচারে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে।**
>
> **ডেরেক ও'ব্রায়েন**

আজ টিভিতে

টেকনিকাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস
বিকেল ৩.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ বিধাতার লেখা, দুপুর ২.০০ তুমি আসবে বলে, বিকেল ৪.১৫ কী করে তোকে বলবো, রাত ১১.০০ হাঙ্গামা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ মস্তান, সন্ধে ৭.৩০ তুলকালাম, রাত ১০.১৫ চ্যালেঞ্জ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ পবিত্র পাপী, বেলা ১১.৩০ আশ্রয়, দুপুর ২.০০ টক্কর, বিকেল ৫.০০ সুখ দুঃখের সংসার, রাত ৮.০০ হীরক রাজার দেশে, ১০.৩০ তুমি যে আমার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নিমন্ত্রণ, রাত ৮.৩০ ভানু পেল লটারি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দাদাঠাকুর
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ঠিকানা রাজপথ
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩০ আখিয়োঁ সে গোলি মারে, বিকেল ৩.২৫ মেহন্দি, সন্ধে ৬.৫০ লক্ষ্মী, রাত ৯.৪৮ ওম শান্তি ওম
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ৯.৩৯ ধড়ক, দুপুর ১২.১৫ অখণ্ড, ২.৪৫ গীতা গোবিন্দম, বিকেল ৫.১৮ কোয়লা, সন্ধে ৭.৫৯ সিম্বা, রাত ১০.৫৬ ১৯২০ লন্ডন
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.০৬ স্ত্রী-টু, দুপুর ১.০১ সন অফ সর্দার-টু, বিকেল ৪.০০ ভুল ভুলাইয়া, রাত ১০.৫৯ ডাকু মহারাজ
জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৯ পুষ্পা-টু, বিকেল ৪.২৫ জওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ রেইড-টু, রাত ১০.৪৪ দবং-টু

কন এয়ার রাত ৮.৩৫
স্টার গোল্ড থ্রিলস

বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় গান শোনাবেন **সোহিনী মুখার্জি। গুড মর্নিং আকাশ** সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

সন অফ সর্দার-টু দুপুর ১.০১ **স্টার গোল্ড**

Address of the Postal Voting Centre (PVC) venue for postal ballot voting for Absentee voters in the category of persons employed in essential services (AVES) in General Election to the WBLA, 2026

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Address Facilitation of Centre	Dates & time fixed for voting	Returning Officer
1	15-Dhupguri (SC)	Office of the Returning Officer, 15-Dhupguri (SC) AC & SDO, Dhupguri, RMC Building, Principal Market Yard, Dhupguri, PIN - 735210	17th to 19th March, 2026, From 9.00 am to 5.00 pm	Sd/-
2	16-Maynaguri (SC)	Office of the Returning Officer, 16- Maynaguri (SC) AC, Collectorate Building, Collectorate Avenue, Jalpaiguri, PIN - 735101		Sd/-
3	17-Jalpaiguri (SC)	Office of the Returning Officer, 17-Jalpaiguri (SC) AC & SDO, Sadar, Jalpaiguri, PIN – 735101		Sd/-
4	18-Rajganj (SC)	Office of the Returning Officer, 18-Rajganj (SC) AC, Collectorate Building, Collectorate Avenue, Jalpaiguri, PIN - 735101		Sd/-
5	19-Dabgram Fulbari	Office of the Returning Officer, 19- Dabgram Fulbari AC, Collectorate Building, Collectorate Avenue, Jalpaiguri, PIN - 735101		Sd/-
6	20-Mal (ST)	Office of the Returning Officer, 20-Mal (ST) AC & SDO, Mal, Mal Bazar, Jalpaiguri-735221		Sd/-
7	21-Nagrakata (ST)	Office of the Returning Officer, 21- Nagrakata (ST) & Office of the SDO, Mal, Jalpaiguri-735221		Sd/-

REQUIRED STAFF FOR TRISHAKTI ARMY PRE- PRIMARY SCHOOL, SHIVMANDIR

1. Application are invited for the following vacancies for various post at TRISHAKTI ARMY PRE- PRIMARY SCHOOL, SHIVMANDIR on contractual basis for a period of 11 (eleven) months with effect from 01 Jul 2026 (date of appointment). Selected Candidates will appear before a selection board on date and time fixed by the board (expected date of interview is after first week of June 2026).

Name of Post	Number of Vacancies	Minimum Qualification	Age Limit	Working Hours
Teachers	06	1. Graduate or above in any discipline with min 50% marks. 2. Diploma in Nursery Teacher edn/Pre school education/Early childhood education pgme (D.E.C.Ed) of min two yrs duration or B.Ed from NCTE recog institution. 3. Basic knowledge of computer applications and operations. 4. Good communication skill in English is mandatory. 5. Experience in conducting activities for children aged 2-6 yrs is preferred. 6. Creativity, energetic and excellent interpersonal skills.	1. Min 25 years 2. 55 Years on 01 Apr 2026 for experience holders of at least 5 years in last 10 years.	08:00am to 13:00pm (Monday to Friday)
Clerk	01	1. Commerce graduate or 10–15 years service as accounts clerk in Defence Services. 2. 5–10 yrs experience as accounts clerk in reputed organization. 3. Basic computer application course of Army/Diploma in computer applications (min one year). 4 Speed – 12000 key depression per hour. 5. Knowledge of double entry system of accounting, excel sheet and accounting software. 6. Should not have any disciplinary case against him in the entire service. 7. Computer savvy – MS Office etc. 8. Good communication skill.	Min 35 Years	
Ayah	04	1. Preferably 8th pass or experience with young children in a school/day care. 2. Medically fit and police verified. 3. Freshers may also apply.	55 years Below	07.30 a.m to 13:30 pm (Monday to Saturday)

2. Interested candidates may apply on prescribed application which can be collected from TRISHAKTI ARMY PRE- PRIMARY SCHOOL, SHIVMANDIR (free of cost) during working hours (08:00 AM to 12:30 PM). Applications duly filled are required to be deposited by 30 April 2026 at TRISHAKTI ARMY PRE-PRIMARY SCHOOL, SHIVMANDIR.
3. Contact No : 2530 (Army), 8179307430, Sep D Ravi
4. Accommodation/transport will not be provided by the School.

PIAGGIO
Applications are invited in following locations of ALIPURDUAR and JALPAIGURI DISTICT FOR SUB-DEALERSHIP OF PIAGGIO AUTO/CARGO
1. FALAKATA
2. DHUPGURI
3. MAYNAGURI
4. RAJGANJ/FATAPUKUR
5. MALBAJAR
6. BIRPARA
7. BAROBISHA/ KAMAKSHAYAGURI
8. JAYGAON
INTERESTED PERSON MAY CONTACT:- 8942211050/9064688145
ON MAY MAIL :- maasantoshi_coochbehar_ceo@pvplcvdealer.co.in

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসএন্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : এসএন্ডটি/এপিডিজে/৬২ এন্ড ৬৩, তারিখ : ২৬-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং -১; টেন্ডার নম্বর : এপি-এসটি-৬২-২০২৫-২৬; কাজের নাম : এ ও বি শ্রেণির স্টেশন (কোকরাঝাড়, দিনহাটা, ধূপগুড়ি) -এ মেইনলাইন পয়েন্ট ও ক্রসিং ইত্যাদি আচ্ছাদনকারী ইয়ার্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য : ৮৮,৫৭,৯৭১.২০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,৭৭,২০০/-টাকা; সম্পন্নের মেয়াদ : ৩৬৫ দিন। ক্রম নং -২; টেন্ডার নম্বর : এপি-এসটি-৬৩-২০২৫-২৬; কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১৯টি স্টেশনে হিতাচি মেকের ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের তিন (০৩) বছর অর্থাৎ ৩৬ মাসের জন্য সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য : ৩,৮১,৩৩,৬৭৭.১৬/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৭,৬২,৭০০/- টাকা; সম্পন্নের মেয়াদ : ৩৬ মাস। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি বন্ধের তারিখ ও সময় ২০-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ২০-০৪-২০২৬ তারিখে, বন্ধের পরে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রগতি চিরে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা
Now showing at BISWADEEP
DHURANDHAR : THE REVENGE
*ing : Ranveer Singh, Sara Arjun, Sanjay Dutt
Time : 12:45 & 5 P.M. (2 Shows)

TUITION

■ Math, Sc., Computer ব্যাচে/বাড়ি গিয়ে পড়ানো হয়। (V-XII)। (CBSE/ICSE/W.B)। M : 9832034289. (C/113745)
■ Home Tuition V-XII, Math, SCN, CBSE, ICSE, WB, Siliguri, M : 8637042170. (C/121014)
■ CBSE, ICSE-5-7 (all sub), 8-10 (Eng, Beng, S.Sc etc), 11-12 (Eng, Beng, Hist, Pol.Sc) exp. teacher (M.A. Triple, B.Ed) Siliguri. M : 9564244215. (C/12147)

শ্রীশ্রী রামঠাকুর মন্দির
দীক্ষাদান
শ্রীশ্রী কৈবল্যধামের স্বরূপ শ্রীমৎ কালীপদ ভট্টাচার্য সপ্তম মহন্ত মহারাজ আগামী ৩রা এপ্রিল নিউ জলপাইগুড়ি শ্রীশ্রী রামঠাকুর মন্দিরে শুভ পদার্পণ করবেন এবং ৪ঠা এপ্রিল, শনিবার শ্রীনাম (দীক্ষা) প্রদান করবেন। শ্রীনাম প্রার্থীদের শ্রীমন্দিরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
- সেক্রেটারি, মন্দির কমিটি
গেটবাজার, নিউ জলপাইগুড়ি

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার সহজ পদ্ধতি। ৩ মাসের অভিনব কোর্স। সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি। ফোন : 97335-65180. (C/121151)

আবশ্যক

■ Land Required for Promoting and Developing at Siliguri. Ph : 98323-78910. (C/113729)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি, গেট বাজার সূর্যসেন কলোনি, ব্লক 'ডি' বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। (সরকারি চাকরিজীবী) Mo-9641523998. (C/113740)
■ Godown rent 4000 (1 No) & 3000 SQFT (3Nos.) at Sevoke Road, Opp. Northern Flower Mill, Siliguri. M :9476159354.
■ Ground flr 2 big Marble room with attached bathroom rent for small family 7000/- M : 9832492627, Hakimpara, Slg. (C/121151).

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Nachhmira Begam-আমার আধার কার্ডে ভুলবশত Majmila Begam থাকায় গত ইংরাজি 4/11/25 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Nasmira Begam. Nachhmira Begam ও Majmila Begam এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। সোনাখালি, সজনাপাড়া, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। (A/B)
■ আমি Mahasena Parvin D/o. Mobarak Hussain আমার জন্মশংসাপত্রে Mohochena Parvin ও পিতার নাম Md. Mobarak Hossain থাকায় গত ইংরাজি 13/3/26 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mahasena Parvin ও Mohochena Parvin একই ব্যক্তি এবং Mobarak Hussain ও Md. Mobarak Hossain একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। কলাবাড়ি T.G. নাগরাকাটা. (A/B)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/7364855525. (A/K)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ ভাগিরথী দুধের জন্য নতুন ডিস্ট্রিবিউটার চাই মাথাভাঙ্গায় যোগাযোগ - 9332959008/9064131254 (C/121152)
■ R.O পানীয় জল কারখানা করে, মাসিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করুন। 6291409300/7890737045. (K)

কিডনি চাই

■ MS Shikha Sarkar-এর AB+ কিডনি আবশ্যক। যে কোনও রক্ত গ্রুপের কিডনি দাতা যথাযথ প্রমাণাদি ও অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। মোঃ 7872420723. (C/120634)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/121148)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসের হোটেল Fortune-এর পিছনে ফাপড়িতে 1 1/2 কাঠা জমির উপর বাড়ি বিক্রয়। M : 9832096748. (C/121154)
■ ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশীঘর থেকে সাহুডাঙ্গি হাট যাওয়ার মেন রোডে পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেন দিয়ে 3,4,5 কাঠা প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে। 9332492359. (C/121148)
■ শিলিগুড়ি নৌকাঘাট মোড়ের কাছে (N.H)-এর পাশে 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। M : 6296224328. (C/121252)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি ঘোঘোমালিতে SBI-এর পাশে Ward-37 সম্পূর্ণ বাড়ি সহ জমি বিক্রয় হইবে। M-7430099823. (C/121207)
■ Flat for sale in South Bharat Nagar, Siliguri. First Floor 3bhk 1350 sqft. 3rd floor 3Bhk 1050 sqft & 2 bhk 700 sqft. Ph: 9933042000. (C/121234)
■ Shop for sale, F-20', Area-160 Sqft, Raja Ram Mohan Roy Rd. Gupta Market, G. Floor, Slg, M : 98323-72872. (C/121249)
■ Land for sale near DPS School Fulbari. Cont. - 9531566168. (C/121251)
■ কলকাতার হাতিবাগান মার্কেটের পাশেই ৯০০ স্কো. ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়, দালাল নিষ্প্রয়োজন 9434041356, 9932404008. (C/120867)
■ শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস নাগ নার্সিংহোমের কাছে পাঁচ কাঠা জমি বিক্রয়। ঠিক Tata OSL Motor Workshop-এর বিপরীতে। কাঠা প্রতি ৭০ লাখ। যোগাযোগ-৮৮২৬৯২৫৭০৭. (C/121257)
■ জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়ায় বাড়িসহ 5.76 কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9749571265. (C/121146)
■ শিলিগুড়ির পুরোনো ও প্রতিষ্ঠিত ই-কমার্স ব্যবসা বিক্রি হবে। ভাল প্রফিট আছে, দামও যুক্তিসঙ্গত। বিস্তারিত জানতে WhatsApp করুন 7001818007. (C/113741)
■ জলপাইগুড়ির পঞ্চায়েত এলাকায় ৯ কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন - 7812088464. (C/121259)
■ Garage for sale 105 sq.feet. Bidyapith Road, Deshbandhupara. Ph. 7980988782. (C/121148)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া শিবরামপল্লি ওয়ার্ড নাম্বার ৩৯ দুই কাঠা জমির উপর তিনতলা বাড়ি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9609970044. (C/121150)
■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের পাশে 10' পাকা রাস্তা পাশে 3 কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। M : 7908604517. (C/120870)
■ শিলিগুড়ি শান্তিনগরে সোয়া দুই কাঠা গেট ও বাউন্ডারি দেওয়া 16 ফুট রাস্তার ধারে জমি বিক্রয়। M : 92327-31429. (C/121151)
■ জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডে নতুন 2 BHK ফ্ল্যাট (2nd ফ্লোর) গ্যারাজ সহ/ছাড়া বিক্রয় হবে, দাম মাত্র 3000/sq. ft. Mob - 7318794323. (C/120871)
■ First floor 870 sqft 2 BHK flat for sale in North Bharat Nagar near Tarun Tirtha Club. Ph : 9434377864. (C/121270)

কর্মখালি

■ কোচবিহার খাগড়াবাড়ি NIIS কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে English & Computer Teacher চাই @-10-13 K.M : 9733116424. (C/120637)
■ নেট ক্যাফেতে কাজের জন্য কম্পিউটার জানা ছেলে /মেয়ে চাই। মাইনে 10000/- মোবাইল ডট কম, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি। Ph - 7047322646. (C/121253)
■ জুয়েলারি শোরুমে কাজের জন্য H.S. Pass মেয়ে চাই। কাজের সময় - সকাল 10টা থেকে রাত্রি 8.30 পর্যন্ত। ফোন - 9434327396. (C/121255)
■ রায়গঞ্জ এলাকার এটিএম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১ জন পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। Mob : 9475718780. (C/121261)

কর্মখালি

■ শ্রী মন্দির দার্জিলিং-এর মন্দিরের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন। মাসিক বেতন Rs. 8,000/-10,000/- মধ্যে থাকার সুব্যবস্থা আছে। যোগাযোগের জন্য - 700 1237599/9733306560/9434142928.
■ শিলিগুড়ি, হাকিমপাড়ায় ডাক্তারের চেম্বারে অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই। অনধিক - উঃ মাঃ, পুরুষ প্রার্থী স্বহস্তে লিখিত বায়ো-ডাটা W/A করুন - 8972759052. (C/121152)

কর্মখালি

■ ভাগিরথী দুধ কোম্পানির জন্য পুরুষ এবং মহিলা (মার্কেটিং-এর জন্য) লোক চাই, বাইক বা স্কুটি থাকতে হবে। যোগাযোগ 9332959008/9064131254. (C/121152)
■ সার্জিক্যাল দোকানের জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই। জীবনপ্রকাশ দিনবাজার, জলপাইগুড়ি, ফোন : ৯৮৩২০-০৬১১৭. (C/121151)

কর্মখালি

■ Gangtok, Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের - পরিশ্রমী লোক চাই। (S) - 30, 000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/121151)
■ শিলিগুড়িতে আমূল দুধের গাড়ি চালানোর জন্য লাইসেন্স সহ ড্রাইভার চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। M : 98324-94825. (C/121151)
■ শিলিগুড়ি সেবক রোডের হোটেলে -Receptionist, Waiter, সাফাই কর্মী চাই। M : 9641967972. (C/121152)

SA VISA CENTRAL IS HIRING!
SA VISA CENTRAL IS LOOKING FOR ADMIN EXECUTIVE / MARKETING EXECUTIVE STAFF FOR SILIGURI BRANCH
(Contact us / share your CV on ↓)
Email: enquiry@savisacentral.com
Contact: +91 7051002662, +91 8899902662

অরণ্য সহায়ক ও সুকন্যা সমৃদ্ধি পদে সবুজ ভূমির অধীনে প্রচুর সংখ্যক যুবক/ যুবতির নিয়োগ চলছে।
মার্চ ২০২৬ থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
নিয়োগ সমিতি ও ব্যক্তি স্বাগত।
এ বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
www.sobujbhumifoundation.com
7477754782
7384517873

URGENT REQUIRED
A reputed organization is hiring a Facility Manager to handle daily operations and maintenance. Candidates should know English, Hindi, and Bengali, have good communication skills, and preferably experience in facility management. The role involves supervising maintenance and housekeeping, coordinating with vendors and residents, and ensuring smooth facility operations. Location: Uttorayon Residency Apartments. Apply via email with resume:- residencyuttarayon@gmail.com

Sister Nivedita Foundational School, Bakshirhat, Coochbehar
JOB VACANCY
Invites applications for the following positions:
Principal - 01 (Female)
Admission Counsellor - 01 (Female)
Teacher (PRT/PPRT) - 04 (Female)
Office Assistant - 01
Support Staff/Group-D - 02
Driver - 01
Lady Attendant - 04 (Female)
Mail your CV before 30th March 2026 to:
Email: sncsbakshirhat@gmail.com and snfs.bxt@gmail.com
WhatsApp: 8371866005

REQUIRED
Mount Litera Zee School, Islampur invites applications for the following positions.
1. Human Resource Manager
Qualification: BBA/MBA/PGDM
Experience: Minimum 3 Years
Responsibilities:
i. Manage recruitment, training and employee relations.
ii. Develop HR policies and producers
iii. Ensure compliance with labour laws.
2. Supervisor
Qualification: Graduate in any discipline.
Experience: Minimum 3 Years
Salary will not be a constraint for eligible candidates.
Interested candidates may mail on principal.islampur@mountlitera.com or WhatsApp on 8391009776

MODELLA NURSERY SCHOOL
Church Road ● Siliguri
WANTED
■ Assistant Teacher
for our pre primary section. Preferably convent educated female teacher with a pleasant personality and should be passionate about teaching.
The suitable candidates can appear for the interview at our office on 30th March 2026 from 10 a.m. onwards with CV and testimonials.
Principal
MODELLA NURSERY SCHOOL
27, Church Road, Siliguri.

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইডি'র হানা

জমি দখল মামলায় কলকাতা ও শহরতলির একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাল ইডি। একটি সংস্থার দপ্তর ও তার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকের দপ্তরেও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা।

প্রশ্নে আধা সেনা

বীরভূমের সিউরির জেলা তৃণমূল পার্টি অফিসে ক্যারম খেলতে ব্যস্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সম্প্রতি ভিডিও ভাইরাল হতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি কমিশনকে জানিয়েছে বিজেপি।

হেনস্থায় ধৃত ২

ভোট প্রশিক্ষণে বিডিওর উপস্থিতিতে শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার তাঁদের আদালতেও তোলা হয়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

বিপাকে হুমায়ুন

নির্বাচনি কাজের জন্য দলীয় অফিস খুলতে চেয়ে বাড়ি ভাড়ার অগ্রিম টাকা দিলেও তা পেলেন না হুমায়ুন কবীর। ফলে কাটোয়ায় দলের কাজকর্ম নিয়ে বিপাকে পড়ল হুমায়ুনের দল। দুষলেন বিজেপিকে।

সব লক্ষ্মণরেখা পার, ক্রুদ্ধ মমতা

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

রানিগঞ্জ, ২৮ মার্চ : এসআইআর ও ভোটার তালিকা নিয়ে আবারও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রানিগঞ্জ, রঘুনাথপুর এবং কাশীপুরে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে তিনটি জনসভা করেন তিনি। তিনটি জনসভাতেই একের পর এক ইস্যুতে কড়া ভাষায় কমিশন এবং বিজেপিকে নিশানা করেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি বলেন, 'এক এক বুথে ৫০০ নাম থাকলে ৪০০ বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা কি মজা হচ্ছে? সমস্ত লক্ষণরেখা, সব সীমা পার করেছে বিজেপি।' শুক্রবারই দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। মমতার সাফ কথা, 'কেউ তাঁর নামের বানান কী লিখবে সেটা তাঁর নিজস্ব অধিকার। কমিশন এআই দিয়ে ভুল করছে। আর মানুষকে হেনস্তার মুখে ফেলছে। এদের লজ্জা হওয়া উচিত।'

মমতার হুংকার, 'ওরা বাংলাকে টার্গেট করেছে, আর আমি করছি দিল্লিকে। পারলে সামলে নিও। এসআইআর তোমাদের মৃত্যুবাণ হতে চলেছে। বাংলার সর্বনাশ করতে গিয়ে তোমরা এবার দেশের ক্ষমতা হারাবে।' তিনি বলেন, 'বিজেপির চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে। মানুষকে ভোটাধিকার দিতে হবে। সব ধর্মকে সম্মান করি। এনআরসি করে ডিটেনশন সেন্টারে পাঠিয়ে দেবে বলছে। আমি করতে দেব না। আমার ক্ষমতা কেড়েছে। আমার ক্ষমতা মানুষ।' রঘুনাথপুর ও কাশীপুরের জনসভায় দাঁড়িয়ে মমতা বলেন, 'মা-বোনেরা বলুন। বিনা পয়সায় র‍্যাশন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, তপশিলি বন্ধু চান? ভালোভাবে বাঁচতে চান? এখনও তালিকা বের করতে পারেনি। ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে। ওরা এলে জিজ্ঞাসা করবেন আমার ভোট কাটার অধিকার তোমায় কে দিল? তোমরা ঠিক করবে আমরা থাকব কি না? আমরা নাগরিক কি না! অত্যাচারী দল। একটা লোককেও তাড়াতে দেব না। তার আগে বিজেপিকে তাড়াব। আগে বাংলা থেকে তাড়াব। তারপর সব দল নিয়ে দিল্লি থেকে তাড়াব।'

রানিগঞ্জের প্রচার সভায় পৌঁছে দর্শকদের অভিবাদন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

শুক্রবার রঘুনাথগঞ্জে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনায় সরাসরি নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, 'আমার অফিসারদের সরিয়ে দিয়ে বিজেপি ও কমিশন পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা করিয়েছে।' প্রশাসনে রদবদল ঘটানোর বিরোধিতা করে মমতা

> **ওরা বাংলাকে টার্গেট করেছে, আর আমি করছি দিল্লিকে। পারলে সামলে নিও। এসআইআর তোমাদের মৃত্যুবাণ হতে চলেছে। বাংলার সর্বনাশ করতে গিয়ে তোমরা এবার দেশের ক্ষমতা হারাবে।**
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বলেন, 'এখন ক্ষমতা আমার হাতে নেই বলে অস্ত্র নিয়ে মিছিল হচ্ছে, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু কাউকে ছাড়া হবে না।' সংঘর্ষ থামাতে ব্যর্থ প্রশাসনের হয়ে এদিন মঞ্চ থেকে ক্ষমাও চেয়ে নেন তিনি। এদিন রানিগঞ্জের ধসপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের জন্য বড়সড়ো পুনর্বাসন প্যাকেজ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। খনি অঞ্চলে ধস রানিগঞ্জের দীর্ঘদিনের সমস্যা। এদিন সেই আবেগকেই হাতিয়ার করেছেন নেত্রী। তিনি ঘোষণা করেন, ধসপ্রবণ এলাকার মানুষের জীবনের দাম সবকিছুর ওপরে। পুনর্বাসনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা এবং প্রয়োজনে দু'টি করে ফ্ল্যাট দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। মমতার কথায়, 'ইতিমধ্যেই ৭০০ কোটি টাকা খরচ করে ৬ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে, আরও ৪ হাজার হচ্ছে। টাকা বড় কথা নয়, জীবন বাঁচানোই আমাদের লক্ষ্য।' জোর করে নয়, বরং ভালোবেসে বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে আসার আবেদন জানান তিনি।

বিজেপিকে 'দেশ বিক্রির দল' বলেও তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন অফিসারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমাকে দেখতে হবে না। কাজ করতে চাইলে মানুষকে দেখুন।' ছাপ্পা রুখতে মহিলাদেরও এগিয়ে আসার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পুলিশের পোশাক পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কেউ যদি ছাপ্পা দিতে আসে তাহলে রুখে দাঁড়াবেন। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। তাই প্রয়োজন হলে হাত পাখা, রুটি বেলার বেলন নিয়েও প্রস্তুত থাকুন।' বিজেপি দেশ বেচে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও নিশানা করেন তিনি। কাশীপুরে মমতা বলেন, 'তৃণমূল সমুদ্র। বিজেপি জলাশয়ও নয়।'

অতিরিক্ত তালিকায় ধন্দ, অনিশ্চিত ট্রাইবিউনাল

কলকাতা, ২৮ মার্চ : কমিশনের প্রকাশিত ২০ লক্ষের দ্বিতীয় অতিরিক্ত তালিকায় বিভ্রান্তি থেকেই গেল। প্রথম দফায় ১০ লক্ষের তালিকা প্রকাশের পর শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় ১২ লক্ষের নিষ্পত্তি তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। কিন্তু তালিকা প্রকাশের পর বাদের তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। বাদ পড়ারা ট্রাইবিউনালে কবে আবেদন করতে পারবেন, তা নিয়েও নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি সিইও দপ্তর। শনিবার রাতে তৃতীয় তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। নাম বাদের তালিকায় রেহাই পাননি সাংসদ, বিধায়ক, এমনকি প্রিসাইডিং অফিসাররাও।

দু'দফায় অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের পর ৩৪ শতাংশ ভোটারের নাম বাতিলের তালিকায় রয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত বিচারাধীন প্রায় ৩৮ লক্ষ। রাজ্যে দু'দফায় ভোটের আগে মনোনয়ন জমার শেষ তারিখ যথাক্রমে ৬ ও ৯ এপ্রিল। তার পরেই ভোটার তালিকা '২৬-এর বিধানসভার ভোট পর্যন্ত ফ্রিজ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ এর পরে নিষ্পত্তি হলেও তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা যাবে না। যদি না এব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ কোনও নির্দেশ দেয়। এই সংশয়ের মধ্যে দ্বিতীয় অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের পরেও শাসক দলের মন্ত্রী, বিধায়কদের থেকে ভোটের প্রার্থীরাও এখনও বিচারাধীনের তালিকায় থেকে গিয়েছে। শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, বিদায়ি মন্ত্রী শশী পাঁজার নাম তালিকায় উঠেছে। শশী ছাড়াও বীরভূমের হাসন কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ, তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও তালিকায় উঠেছে। তবে এখনও ১০ তৃণমূল প্রার্থীর ভাগ্য ঝুলে রয়েছে। এদিকে রাজ্যের প্রাক্তন এসইউসি সাংসদ তরুণ মণ্ডলের নাম নিয়ে জট এখনও কাটেনি। শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করে তিনি একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। পরে তিনি বলেন, 'আমার নাম ওঠেনি। এব্যাপারে সিইও-কে সবই জানিয়েছি। কিন্তু ওঁর কথা শুনে মনে হল উনি নির্বিকার। বলেছেন, এখন যা করার ট্রাইবিউনালই করবে।' অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মুর কাছে অভিযোগ জানাতে চলেছেন তরুণ। এদিকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ নিয়ে কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছিল তৃণমূল। মালদায় চার বিধানসভায় বিজেপি নেত্রীর স্বামী আইপিএস অফিসার জয়ন্ত কান্তকে পর্যবেক্ষক করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বদল করতে বাধ্য হয় কমিশন। শুধু মালদা নয়, মুর্শিদাবাদ, আসানসোল, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা মোট ৬ পুলিশ পর্যবেক্ষককে বদল করার এদিন নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

নালিশের জেরে ৬ পুলিশ পর্যবেক্ষক বদল

ভোট প্রক্রিয়াকে নিশ্ছিদ্র করতে ত্রিস্তরীয় নজরদারির আওতায় আনছে কমিশন। প্রথম স্তরে রিটার্নিং অফিসারের ঘরে থাকবে কন্ট্রোল রুম। দ্বিতীয় স্তরে জেলা শাসক নজরদারি চালাবেন তাঁর কন্ট্রোল রুম থেকে। তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তরে কন্ট্রোল রুম হবে সিইও দপ্তরে। থাকবে ৬৬০টি টিভি স্ক্রিন। একইসঙ্গে ১২টি বুথের লাইভ ছবি দেখা যাবে। নজরদারির দায়িত্বে থাকবে ২৩৫২ জন মাইক্রো অবজার্ভার এবং প্রায় ১০০০ সহকারী অবজার্ভার।

শা'র চার্জশিটে গুরুত্ব পদ্মের ভরসার উত্তরে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ মার্চ : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে নবান্ন দখলের 'ম্যাজিক ফিগার'-এ পৌঁছতে বিজেপির সবচেয়ে বড় ভরসা সেই উত্তরবঙ্গই। আর তাই উত্তরের ৫৪টি আসনের মধ্যে অন্তত ৪৫টিতে জয় নিশ্চিত করতে এবার রীতিমতো কোমর বেঁধে আসরে নামলেন স্বয়ং অমিত শাহ। শনিবার তৃণমূল সরকারের গত ১৫ বছরের 'অপশাসন' ও 'বঞ্চনা'-র বিরুদ্ধে ৩৮ পাতার যে মেগা-চার্জশিট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাতে উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। দলীয় বিধায়ক ও সাংসদদের কাছে শাহের স্পষ্ট বার্তা, রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়তে পারলে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে উত্তরবঙ্গকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শুধু তৃণমূলের সমালোচনা নয়, উত্তরের মানুষের মন পেতে এবার উন্নয়নের এক সুনির্দিষ্ট ব্লু-প্রিন্ট বা রোডম্যাপ সামনে আনতে চাইছে গেরুয়া শিবির।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপির এই প্রতিশ্রুতির নেপথ্যে রয়েছে নিজেদের অতীত ব্যর্থতা ঢাকার এক চরম বাধ্যবাধকতা। বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পেতে ২০১৯ সালের লোকসভা থেকে শুরু করে একুশের বিধানসভায় উত্তরবঙ্গের মানুষ দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছিল পদ্ম-শিবিরকে। একুশেই উত্তরবঙ্গ থেকে ৩০ জন বিজেপি প্রার্থী বিধায়ক নির্বাচিত হন। কিন্তু কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও উত্তরের মানুষের ভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি। ডাবল-ইঞ্জিন তত্ত্বের ফাঁপা বুলিতে উন্নয়নের দিশা দেখাতে কার্যত ব্যর্থ হয়েছেন গেরুয়া জনপ্রতিনিধিরাই। ফলে আমজনতার যে মোহভঙ্গ হচ্ছে এবং তরাই-ডুয়ার্সের প্রায় ৩০০ চা-বাগানে বিজেপির পায়ের তলার মাটি যে ক্রমশ আলগা হচ্ছে, তা আলিপুরদুয়ারের রাজনৈতিক সমীকরণেই স্পষ্ট। বিজেপি নেতৃত্ব বিলক্ষণ বুঝেছে, শুধু তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলে এবার আর চিঁড়ে ভিজবে না। তাই আসন্ন 'সংকল্প পত্র'-এ উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে পরিকাঠামো, শিল্প ও শিক্ষার প্রসারে বিশেষ অধ্যায় রাখার মেগা-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শা।

বিজেপির পেশ করা চার্জশিটের ৩৪ নম্বর পাতায় উত্তরবঙ্গকে 'বঞ্চনার এক করুণ অধ্যায়' এবং কার্যত একটি 'পরিত্যক্ত উপনিবেশ' বা কলোনি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুকৌশলে সমতল বনাম পাহাড়ের বৈষম্যের রাজনীতিকে খুঁচিয়ে দিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে চা ও কাঠ শিল্পে সিন্ডিকেট রাজ চালানোর মারাত্মক অভিযোগ আনা হয়েছে। চার্জশিটের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিজেপির দাবি, সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গে চা উৎপাদন এক ধাক্কায় ১৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। বন্ধ চা-বাগান খোলা তো দূর, উলটে চা-পর্যটনের নামে শ্রমিকদের অর্থনীতি বদলে দেওয়ার ভাঁওতাবাজি চলছে। বাধা দেওয়া হচ্ছে তিস্তা সেতুর পরিকাঠামো উন্নয়নেও। এর পাশাপাশি, মালদার কালিয়াচক থেকে শিলিগুড়ি করিডর পর্যন্ত জাল নোট, মাদক চোরাচালান এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের রমরমা নিয়ে নবান্নকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, সরকারের প্রত্যক্ষ মদতেই এই অঞ্চলগুলি আজ সমাজবিরোধীদের 'স্বর্গরাজ্য' হয়ে উঠেছে। বঞ্চনা ও অপশাসনের এই জোড়া ফলাকে হাতিয়ার করেই এবার উত্তরবঙ্গের হারানো বিশ্বাস ফেরাতে মরিয়া গেরুয়া শিবির।

ধর্ষকদের যারা মালা পরায়, তাদের হাত ধরায় আপত্তি

কলকাতা, ২৮ মার্চ : আরজি করের সেই অভিশপ্ত রাত আর 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান— একসময় জনস্রোত বয়েছিল কলকাতার রাস্তায়, আজ তা রাজনীতির চোরাবালিতে। পানিহাটির সেই ছোট্ট পরিবারের লড়াই এখন আর বিচার পাওয়ার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই, তা পৌঁছে গিয়েছে ভোটের ময়দানে। অভয়ার মায়ের বিজেপি প্রার্থী হওয়া নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়, ঠিক তখনই মুখ খুলল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট। তাদের সাফ কথা, যে লড়াই ছিল অরাজনৈতিক, তা কি এখন ক্ষমতার অলিন্দে পথ হারাল?

প্রশ্ন তুলছে জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট

সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া বিবৃতি দিয়ে জুনিয়ার ডাক্তাররা জানিয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবে কে কোন দলে যোগ দেবেন তা তাঁর সিদ্ধান্ত। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে সেই দলকে নিয়ে, যারা ভিন রাজ্যে নারী নির্যাতনে অভিযুক্তদের গলায় মালা পরিয়ে আনন্দ করে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এমন একটি দলের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন, যারা ধর্ষকের গলায় মালা পরিয়ে উল্লাস করে।' ফ্রন্টের দাবি, যে ব্যবস্থায় একজন সন্তানহারা মাকে বিশ্বাস করানো হয় যে ক্ষমতার চেয়ারে না বসলে বিচার পাওয়া অসম্ভব, সেই ব্যবস্থাই আসল অপরাধী। আরজি করের বিচারের লড়াইকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করা নিয়ে এখন সমাজমাধ্যমেও চলছে তীব্র চর্চা।

অন্যদিকে, পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথের দাবি, তাঁর মেয়ে রাজনীতি পছন্দ না করলেও আজ মেয়ের বিচারের জন্যই তাঁকে ময়দানে নামতে হয়েছে। কোথাও মহিলারা তাঁকে জড়িয়ে ধরছেন, কোথাও উলুধ্বনিতে স্বাগত জানানো হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন তুলছেন আন্দোলনকারীরাই। তাঁদের বক্তব্য, যাঁরা টানা বৃষ্টিতে ভিজে রাত জেগে সুবিচারের দাবিতে রাস্তায় পড়েছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য কোনও নির্বাচনি স্বার্থ ছিল না। অপরাধের পিছনে থাকা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেক্সাসকে সামনে আনাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির নারী নির্যাতনের রেকর্ডের কথা মনে করিয়ে দিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের আশঙ্কা, এই পথে ন্যায়বিচার পাওয়া আসলে 'সোনার পাথর বাটি'। শাসকের হাত থেকে বাঁচতে আর এক শাসকের শরণাপন্ন হওয়া কি আদেও অভয়ার বিচার আনবে? নাকি গোটা আন্দোলনটাই শেষমেশ ভোটের সমীকরণে পিষ্ট হবে? এই যন্ত্রণাই এখন কুরে কুরে খাচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

নির্বাচনি প্রচারে টালিগঞ্জ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী। শনিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ডিএ দিতে ছুটির দিনেও তৎপর নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ মার্চ : সামনেই বিধানসভা ভোট, আর তার ঠিক আগে বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) মেটাতে নজিরবিহীন তৎপরতা শুরু হল নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শনি ও রবিবার ছুটির দিনেও খোলা রাখা হয়েছে অর্থ দপ্তরের অ্যাকাউন্টস বিভাগ। লক্ষ্য, ৩১ মার্চের মধ্যে সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র প্রথম কিস্তির টাকা তাঁদের জিপিএফ অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া। তবে প্রশাসনের এই 'যুদ্ধকালীন' তৎপরতার 'সুফল' আপাতত শুধু রাজ্য সরকারের স্থায়ী কর্মী ও পেনশনভোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পুরসভা, পঞ্চায়েত, সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলির কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পেনশনভোগীরা।

বকেয়া ডিএ মেটাতে গত শুক্রবার অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্রকে এই কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে রাজ্য সরকারের এ, বি এবং সি গ্রুপের স্থায়ী কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের টাকা পাঠানোর কাজ চলছে। কিন্তু শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পুরসভা বা পঞ্চায়েত কর্মীদের ক্ষেত্রে কোনও হেলদোল নেই। অর্থ দপ্তরের এক কর্তার অবশ্য দাবি, 'সরকারি কর্মীদের পরেই অন্যদের টাকা মেটানো হয়ে থাকে। প্রস্তুতি চলছে, সকলেই টাকা পাবেন।'

তবে সরকারি আশ্বাসে চিঁড়ে ভিজছে না। বিরোধী কর্মী সংগঠনগুলির অভিযোগ, ৩১ মার্চের ডেডলাইন ছুঁতে গিয়ে তড়িঘড়ি যে কাজ হচ্ছে, তাতে অনেক স্থায়ী কর্মীর পোর্টালে হিসাব মিললেও শনিবার সন্ধ্যাপর্যন্ত অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। সিপিএমের কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, 'অল ইন্ডিয়া কনজিউমার ইনডেক্স অনুযায়ী ডিএ দেওয়ার কথা থাকলেও রাজ্য তঞ্চকতা করছে। নিয়ম মানা হচ্ছে না, আমরা অর্থ দপ্তরকে চিঠি পাঠাচ্ছি।' বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতা স্বপন মণ্ডল বলেন, 'নবান্ন ছুটির দিনে খোলা থাকলেও শিক্ষা দপ্তরের হেলদোল নেই। সরকার চাইছে সিংহভাগ কর্মী যাতে টাকা না পান। এটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানানোর শামিল।'

পালটা তৃণমূল সমর্থিত সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক বলেন, 'বিরোধী সংগঠনগুলি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।'

অভিষেকের মঞ্চে অগ্নিকাণ্ড

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ২৮ মার্চ : বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বীরভূমের লাভপুরে একটি নির্বাচনি জনসভা করেন তিনি। অভিষেক সভা শেষ করে চলে যেতেই মঞ্চের এক কোণায় আগুন লাগে। হুলুস্থুলু পড়ে যায় সভাস্থলে উপস্থিত তৃণমূল নেতাকর্মীদের মধ্যে। দমকল কর্মীরা কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। কেউ অবশ্য আহত হননি এই ঘটনায়। তবে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিটের ফলেই ওই অগ্নিকাণ্ড।

শনিবার বীরভূমের লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্যতম সতীপীঠ ফুল্লারা মন্দির সংলগ্ন মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের প্রার্থী অভিজিৎ সিং ওরফে রানা, কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল, বোলপুরের প্রার্থী ও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, রামপুরহাটের প্রার্থী ও বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল সহ প্রমুখ। বীরভূমের দুবরাজপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার মতই, এই সভাতেও বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ অনুপস্থিত ছিলেন। এদিন অভিষেক বলেন, রামনবমীর নামে বহু জায়গায় দাঙ্গা লাগানো শুরু করেছে বিজেপি। বিজেপিকে ৫০-এর নীচে নামানোর চ্যালেঞ্জও দেন তিনি।

আগুন লাগার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুর ফুল্লারা মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন। বড় ধরনের অঘটন না ঘটলেও জনসভার মঞ্চে আগুন লাগার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

দাঁড়িপাল্লা হাতে প্রার্থী

বাঁকুড়া, ২৮ মার্চ : 'দাদা, একদম টাটকা, নিয়ে যান!'— সাতসকালে ঝিলিমিলির পাড়াড়ি হাটে গিয়ে এভাবেই হাঁক পাড়লেন রানিবাঁধের বিজেপি প্রার্থী ক্ষুদিরাম টুডু। পরনে ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর গলায় গেরুয়া উত্তরীয়, কিন্তু হাতে ধরা দাঁড়িপাল্লা! কখনো কুমড়ো ওজন করছেন, আবার কখনো পুঁইশাকে জলের ছিটে দিচ্ছেন দক্ষ বিক্রেতার মতো।

কৃষক পরিবারের সন্তান ক্ষুদিরামের দাবি, ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে হাটে সবজি বেচতেন, তাই পুরনো স্মৃতি ঝালিয়ে নিতেই এই উদ্যোগ। তবে এই 'মাটির টান' নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল।

তাদের মতে, পরাজয় নিশ্চিত জেনেই এসব 'নাটক' করে মানুষের মন ভোলানোর চেষ্টা করছেন বিজেপি প্রার্থী। ভোট বড় বালাই, তাই হাটের সবজি বিক্রেতা থেকে খদ্দের— সবার নজর এখন এই 'সেলসম্যান' প্রার্থীর দিকেই!

সকালে 'মাই লর্ড' বিকেলে বন্ধুগণ, ভোট-ময়দানে আইনজীবীরা

বাংলার রায়

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ মার্চ : ঘড়ির কাঁটা ১০টা বাজলেই জাস্টিস রাধাবিনোদ পাল সরণিতে শুরু হয়ে যায় এক আজব 'ডবল রোল'। ঠিক যেন টলিউডের কোনো মশলাদার সিনেমার চিত্রনাট্য! সকালে রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে কালো কোর্ট পরে যারা গম্ভীর গলায় 'মাই লর্ড' বলে সওয়াল করছেন, ঠিক সূর্যাস্তের পর সেই একই মানুষগুলোকেই দেখা যাচ্ছে পাড়ার মোড়ে কিংবা গলি-ঘুপজিতে। তখন গলা চড়িয়ে তাঁদের ডাক একটাই— 'বন্ধুগণ'।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল, বিজেপি আর বাম—তিন শিবিরই যেন হাইকোর্ট পাড়াকেই প্রার্থীদের 'নার্সারি' বানিয়ে ফেলেছে। কোর্টের বারান্দায় সকালে যারা একে অপরের পিঠ চাপড়ে চা খাচ্ছেন বা চাঞ্চল্যকর মামলা নিয়ে গুরু-শিষ্যর মতো টিপস দিচ্ছেন, বিকেলের দিকেই তাঁরা একে অপরের হাঁড়ির খবর বের করতে ব্যস্ত। আদালতের কালো জোব্বা ঝেড়ে ফেলে রাজনৈতিক উত্তরীয়র আড়ালে এখন তাঁরা একে অপরের কড়া প্রতিপক্ষ।

হাইকোর্ট থেকে এবার অন্তত ১১ জন লয়ার ভোট-ময়দানে সরাসরি অবতীর্ণ। রাজনৈতিক মতাদর্শে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও, মজার কথা হল, এঁদের মধ্যে পেশাগত সৌজন্যে এখনও কিন্তু মরচে ধরেনি।

সেয়ানে সেয়ানে... প্রচারে সিপিএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াংকা টিব্রেওয়াল ও তৃণমূলের শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

যেমন ধরা যাক দুঁদে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথা। বহু জুনিয়র আইনজীবীর কাছে তিনি বটগাছের মতো। অথচ সেই বিকাশবাবু যখন যাদবপুরের বাম প্রার্থী হিসেবে প্রচারে নামেন, তখন তাঁরই 'পছন্দের' জুনিয়ররা অন্য কোনও শিবিরের হয়ে লড়ছেন। বিকাশবাবু অবশ্য হেসেই কুপোকাত! তাঁর মতে, 'আইন আর লড়াই তো সমার্থক। শুধু এজলাস থেকে বেরিয়ে লড়াইটা এখন রাস্তার ধুলোবালি মেখে।'

আবার উত্তরপাড়ায় তৃণমূলের শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবার রাজনীতির নবীন 'ক্যাপ্টেন'। তাঁর উলটো দিকে বাম ও বিজেপি, দুই দলই হেভিওয়েট যোদ্ধা নামিয়েছে। শীর্ষণ্যর রসিকতা, 'আদালতেও তো বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করি, এবার ময়দানটা একটু বেশি বড়, এই যা পার্থক্য!'

রাজারহাট-গোপালপুরের বিজেপি প্রার্থী তরুণজ্যোতি তিওয়ারিও পিছিয়ে নেই। বন্ধু শীর্ষণ্যকে এক গাল হাসিমুখে শুভেচ্ছা জানালেও, নিজের জেতার ব্যাপারে তিনি কিন্তু হাইকোর্টের রায়ের মতোই অটল।

তবে এই দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে গিয়ে উকিলবাবুদের কিন্তু কালঘাম ছুটছে। কেউ সকালের শুনানি শেষ করে দুপুরে সটান স্টেশনে দৌড়াচ্ছেন, কেউ আবার ভার্চুয়ালি কোর্ট সামলে ডাব হাতে প্রচারে নামছেন। এই অসম লড়াইয়ে মুশকিল আসান হিসেবে দেখা দিচ্ছেন তাঁদের স্ত্রীরা। ব্যারাকপুরের কৌস্তভ বাগচি যখন স্লোগান দিচ্ছেন, তখন তাঁর সব মামলার ফাইল গুছিয়ে রাখছেন তাঁর স্ত্রী প্রীতি। আবার মহেশতলার সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে দেওয়াল লিখন থেকে জনসংযোগ—সবটাই আগলে রেখেছেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী।

এন্টালির প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল থেকে উত্তর দিনাজপুরের বিরাজ বিশ্বাস—সবার একটাই কথা, 'আদালতে আমরা সবাই ভাই-ভাই, কিন্তু ভোটে কাউকেই দেব না ঠাঁই!' দিন শেষে গলার স্বর বসে গেলেও, কোর্ট চত্বরের আড্ডায় উকিলবাবুরা কিন্তু বলছেন, 'ভোটের ফল যাই হোক, জাস্টিস সরণির সেই কালো কোর্টের টানটাই শেষ কথা।'

শক্তির সন্ধিক্ষণ

বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মধ্যপ্রাচ্যের রণদামামা এ দেশের সাধারণ মানুষের হেঁশেলে সরাসরি আঘাত হানছে। জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতি অন্ধ নির্ভরশীলতা কেবল আর্থিক বোঝা বাড়ায় না, বরং জাতীয় অর্থনীতিকে ‘জ্বালানি দারিদ্র্য’-র দিকে ঠেলে দেয়। হরমুজ প্রণালীর অচলাবস্থা থেকে কৃত্রিম মজুতদারি—সব মিলিয়ে সাধারণের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। এই সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র চাবিকাঠি হল ‘জ্বালানি সার্বভৌমত্ব’ অর্জন। সৌরশক্তি, বায়ুবিদ্যুৎ কিংবা জৈব বর্জ্য থেকে উৎপন্ন মিথেনই আগামীর পাথেয়। সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষায় জীবাশ্মের চিতা ছেড়ে অক্ষয় শক্তির আশ্রয়ে ফেরা এখন আর কেবল আদর্শগত বিলাসিতা নয়, বরং টিকে থাকার কঠিন লড়াই। উত্তর সম্পাদকীয়-র জোড়া প্রতিবেদনে আজ এই জ্বলন্ত বিষয়টিই খতিয়ে দেখা হল।

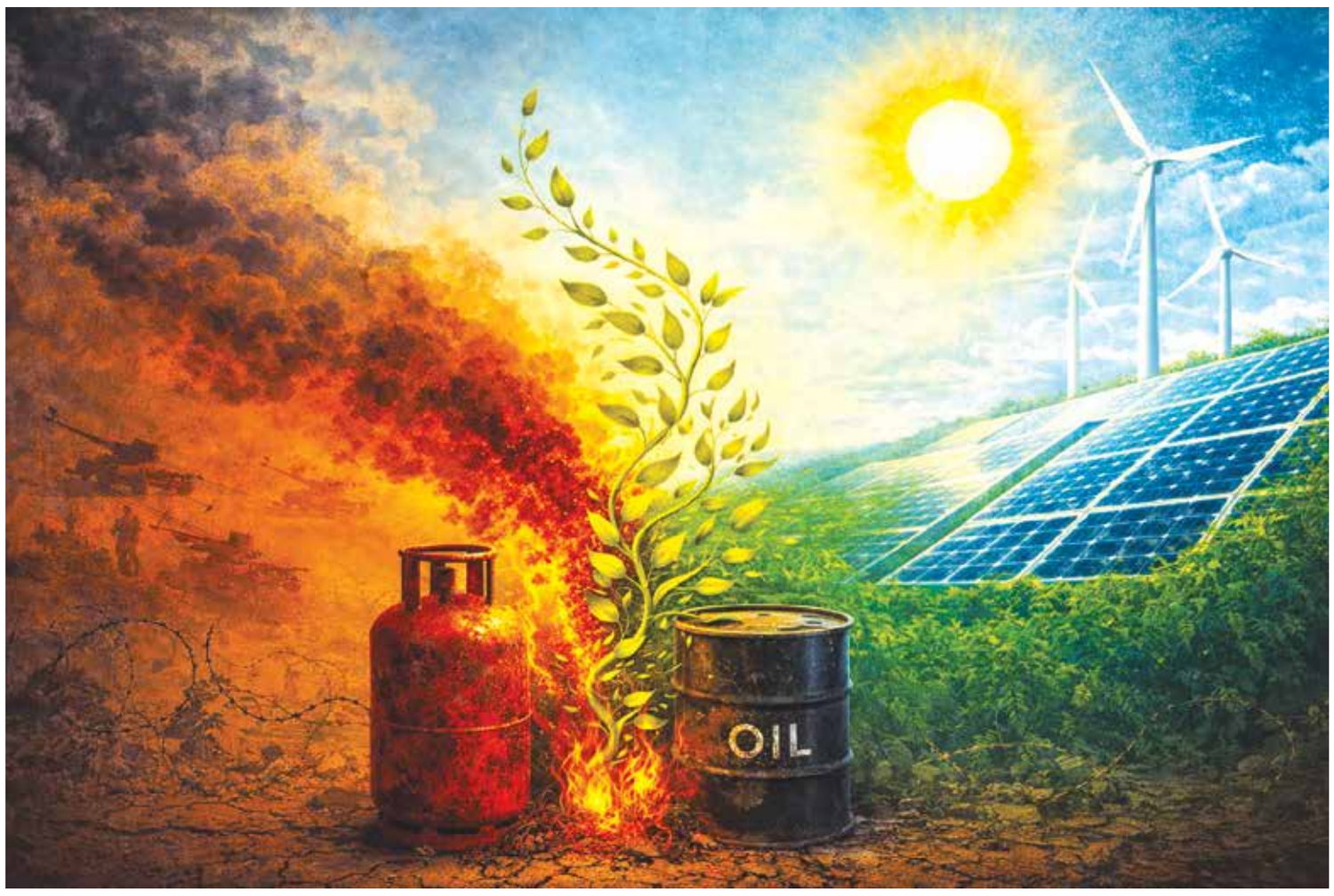

অগ্নিমূল্য জ্বালানি, বিকল্পই ভবিষ্যৎ

আবীর লাল মন্ডল

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে যখন ক্ষমতার আস্ফালন তীব্র হয়, তখন ভারতের মতো দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ইরান, ইজরায়েল এবং আমেরিকার মধ্যে যে জটিল ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত ও ছায়াযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার প্রত্যক্ষ কোপ এসে পড়েছে এদেশের কোটি কোটি মানুষের রান্নাঘরে। রান্নার গ্যাসের জন্য দেশজুড়ে যে হাহাকার দানা বেঁধেছে, তা নিছক কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এক বহুমুখী অর্থনৈতিক সংকটের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। পরিসংখ্যানে চোখ রাখলে দেখা যায়, ভারত তার বার্ষিক এলপিজি বা তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের চাহিদার এক বিশাল অংশ, প্রায় ষাট শতাংশেরও বেশি, মূলত পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো থেকে আমদানি করে থাকে। তেহরান এবং তেল আভিভের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে আন্তর্জাতিক পণ্য বাজারে অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের দামে আগুন লেগে যায়।

বিশ্বের মোট এলপিজি এবং তেল সরবরাহের অন্যতম প্রধান ধমনী হিসেবে পরিচিত হরমুজ প্রণালী। বর্তমানে সেখানে সামরিক উত্তেজনা এমন এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ওই পথ দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই বিপুল ঝুঁকির কারণে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বিমা সংস্থাগুলো পণ্যবাহী জাহাজগুলির জন্য ‘ওয়ার রিস্ক প্রিমিয়াম’ বা যুদ্ধকালীন ঝুঁকি শুল্ক অভাবনীয় হারে বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, বিদেশ থেকে গ্যাস আমদানির পরিবহণ খরচ এক ধাক্কায় আকাশছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম মেনেই, এই বর্ধিত ব্যয়ের চূড়ান্ত বোঝা এসে পড়ছে ভারতের সাধারণ ও মধ্যবিত্ত ক্রেতার কাঁধেই। এর সঙ্গে দোসর হিসেবে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির ক্রমাগত পতন। যেহেতু ভারতকে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বহুমূল্য ডলার খরচ করে এই গ্যাস কিনতে হয়, তাই রুপির মান কমে যাওয়ায় একই পরিমাণ গ্যাস আমদানি করতে সরকারকে কয়েক গুণ বেশি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ইন্ডিয়ান অয়েল, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম বা ভারত পেট্রোলিয়ামের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলো এই বিপুল আর্থিক লোকসান সামাল দিতে গ্যাসের ভরতুকি কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। পরিণামে, খুচরো বাজারে সিলিন্ডারের দাম আজ এমন বিন্দুতে পৌঁছেছে, যা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির মাসিক বাজেটের মেরুদণ্ড আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে দিচ্ছে।

এই সুদূরপ্রসারী ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার মারাত্মক আঁচ আজ সরাসরি এসে লেগেছে বাঙালির হেঁশেলে। সংসারের বাজেট সামলাতে বাড়ির গৃহিণীরা এখন নিজেদের অভ্যস্ত রান্নার ধরনে আমূল পরিবর্তন আনতে বাধ্য হচ্ছেন। মহার্ঘ গ্যাসের নীল শিখা বাঁচাতে তাঁরা চিরাচরিত রান্নার বদলে দ্রুত সেদ্ধ হওয়া পদের দিকেই বেশি ঝুঁকছেন। পরিস্থিতি এতটাই সংঘাতময় হয়ে উঠেছে যে, একুশ শতকের আধুনিক ও ডিজিটাল ভারতের স্লোগানকে ছাপিয়ে চারদিকে যেন আবার প্রাচীন ও অস্বাস্থ্যকর রান্নার পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার ফতোয়া জারি হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রাম তো বটেই, এমনকি মফসসল বা আধা-শহুরে এলাকাগুলোতেও পুনরায় মাটির উনুন তৈরি করার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। ঘুঁটে, শুকনো কাঠ, বাঁশের কঞ্চি কিংবা পাতা জ্বালিয়ে ধোঁয়াময় পরিবেশে রান্না করার আদিম পদ্ধতিকে আধুনিকতার খাতিরে আমরা পেছনে ফেলে এসেছিলাম। আজ চরম নিরুপায় হয়ে মানুষ সেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই নিজেদের আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হচ্ছেন। এর পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক। কাঠ বা ঘুঁটের ধোঁয়ায় রান্না করার ফলে গৃহস্থালির নারীদের ফুসফুসের স্বাস্থ্য ও চোখের দৃষ্টির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। পাশাপাশি প্রতিদিনের এই জ্বালানি সংগ্রহের পেছনে গ্রামীণ মানুষের অতিরিক্ত কায়িক শ্রম ও অমূল্য সময়ের বিশাল অপচয় হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে এবং নারীদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে দেশজুড়ে ‘উজ্জ্বলা যোজনা’-র মাধ্যমে ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরের যে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল, তা আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির কূটচালে এক বড়সড়ো ব্যর্থতার মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, এটি আসলে একটি ‘এনার্জি পভার্টি’ বা জ্বালানি দারিদ্র্যের অশনিসংকেত। যখন একটি উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ নাগরিককে তার আয়ের একটি বড় অংশ কেবল দু’বেলা অন্ন সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি জোগাড় করতেই ব্যয় করতে হয়, তখন সেই পরিবারের জীবনযাত্রার মান ও পুষ্টির হার নিম্নগামী হতে বাধ্য। এই সংকট থেকে চিরস্থায়ী মুক্তির প্রধান শর্ত হল এলপিজি বা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অতি-নির্ভরশীলতা কমিয়ে জ্বালানি সার্বভৌমত্ব অর্জন করা। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ আজ এই বিকল্প পথে হেঁটে সাফল্য লাভ করেছে, যা ভারতের সামনে দৃষ্টান্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আইসল্যান্ডের কথা বলা যায়। তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাদের ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক তাপ বা ‘জিওথার্মাল এনার্জি’-কে ব্যবহার করে রান্নার কাজ থেকে শুরু করে ঘর গরম রাখার প্রায় সমস্ত কাজ মেটায়। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেও তাদের গায়ে আঁচ লাগে না। একইভাবে ডেনমার্ক বা নেদারল্যান্ডসের মতো দেশগুলি সমুদ্র উপকূলবর্তী বায়ুগতি বা ‘উইন্ড এনার্জি’-কে ব্যবহার করে নিজেদের বিদ্যুৎ গ্রিডকে এতটাই শক্তিশালী করে তুলেছে যে, সেখানে রান্নার জন্য গ্যাসের সিলিন্ডারের প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এখানকার মানুষ সম্পূর্ণভাবে ইলেক্ট্রিক ইন্ডাকশন বা স্মার্ট কুকার ব্যবহার করছেন।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করলে আমাদের সবচেয়ে বড় তুরুপের তাস হল সৌরশক্তি। ইজরায়েলের মতো দেশে যেখানে প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়িতে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জল গরম করা হয়, সেখানে ভারতের মতো একটি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সারাবছর পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন সৌর-উনুন বা ‘সোলার কুকিং গ্রিড’ তৈরিতে পিছিয়ে থাকব? ভারতের প্রতিটি পঞ্চায়েত বা ব্লকে যদি ‘কমিউনিটি সোলার কিচেন’ বা গোষ্ঠীভিত্তিক সৌর রান্নাঘর তৈরি করা যায়, তবে আমদানিকৃত গ্যাসের ওপর চাপ বহুগুণ কমবে। এছাড়া জার্মানির মতো দেশগুলো যেভাবে জৈব বর্জ্য থেকে বায়োমিথেন উৎপাদন করে পাইপলাইনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে, ভারতও তার বিশাল কৃষিজাত বর্জ্য এবং গোবর ব্যবহার করে ‘গোবরধন’ বা গ্যালভানাইজিং অর্গানিক বায়ো অ্যাগ্রো রিসোর্সেস ধন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামবাংলার প্রতিটি হেঁশেলকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে। একইসঙ্গে এটি গ্রামীণ অর্থনীতিতে সারের জোগানও নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে, সিঙ্গাপুর বা জাপানের মতো দেশগুলো যেভাবে তাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রান্নার কাজে লাগাচ্ছে, ভারতের নগর সভ্যতাকেও দ্রুত সেই ‘ওয়েস্ট টু এনার্জি’ মডেলে রূপান্তরিত হতে হবে। একইসঙ্গে পিএনজি বা পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস নেটওয়ার্কের ব্যাপক বিস্তার এবং একে সরাসরি দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টিও ভাবা যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরতা কমাতে রাশিয়া বা মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পাইপলাইন চুক্তিতে আসা ভারতের জন্য এক কৌশলগত বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত মুক্তি আসবে তখনই, যখন ভারতের প্রতিটি রান্নাঘর ‘স্মার্ট ইলেক্ট্রিক কিচেনে’ রূপান্তরিত হবে এবং সেই বিদ্যুৎ আসবে সম্পূর্ণ পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে। সরকার যদি ইন্ডাকশন ওভেনের ওপর কর ছাড় দেয় এবং রান্নার জন্য বিশেষ ‘গ্রিন ট্যারিফ’ বিদ্যুৎ বিল চালু করে, তবেই আগামীদিনে সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত বাঙালি তার হেঁশেলের বাজেট সঠিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে।

(লেখক অক্ষরকর্মী ও শিক্ষক)

জীবাশ্মের চিতা থেকে নবায়নের আলো

অনমিত্র বিশ্বাস

মন্দোদরীর বিলাপে বিচলিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র কি লঙ্কার অধিপতি রাবণের চিতা এমন কোনও প্রাকৃতিক গ্যাসের খনিতে প্রজ্বলিত করেছিলেন, যা আবহমান কাল ধরে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে? পুরাণের এই আখ্যান কিংবা প্রাচীন গ্রিসের চিমেরা পর্বতে প্রাকৃতিকভাবে জ্বলতে থাকা অগ্নিশিখা— যা এককালে মানুষের মনে এক অগ্নিপ্রশ্বাসী কাল্পনিক প্রাণীর জন্ম দিয়েছিল— সবই আসলে শক্তির আদিম বিস্ময়। ঋগবেদের প্রথম সূক্তকার তো অগ্নিকেই যজ্ঞের পুরোহিত, দেবতা এবং হোতার মর্যাদা দিয়ে আবাহন করেছিলেন। তুষার যুগে মানুষ যখন গুহার গহ্বরে সূর্যের আলোকে বন্দি করেছিল, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল শক্তির ওপর আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। আজ সেই অপরিহার্য অগ্নিরূপ শক্তির উৎস ছাড়া আধুনিক মানবসভ্যতা আক্ষরিক অর্থেই অচল হয়ে পড়ছে। বিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়কালে যন্ত্রের খাদ্য বোধহয় মানুষের অন্নের চেয়েও বেশি আবশ্যিকতার জায়গা দখল করে নিয়েছে। শক্তির গূঢ় রহস্য ভেদ করে পাতালে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে মানুষের তখনও অনেক দেরি ছিল। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অযুত নিযুত বৎসর ধরে সূর্য প্রদক্ষিণের পথে মাটির তলায় প্রবল তাপে ও চাপে গলে যাওয়া জৈবিক পদার্থ থেকে তৈরি হয়েছে আজকের জীবাশ্ম জ্বালানি।

শিল্পবিপ্লবের আদিপর্বকে মূলত কয়লাই গতি দিয়েছিল। কিন্তু গত শতাব্দীতে, প্রায় দেড় হাজার বছর পরে মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্যবিধাতা যেন আবার নতুন করে মুখ তুলে চাইলেন। সুদূর অতীতে মাটির তলায় চাপা পড়া শৈবাল নিংড়ে বেরোনো জ্বালানি আজ তেলকূপ খুঁড়ে অনায়াসেই ছিনিয়ে আনা হচ্ছে। এটি এক মহার্ঘ ধন, যা ধরিত্রী যুগ যুগ ধরে সযত্নে কবরের গভীরে লুকিয়ে রেখেছিল। এই কালো সোনার টানে আজ গোটা পাশ্চাত্য বিশ্ব আরবের মরুপ্রান্তরে ভিড় জমিয়েছে। আরবের শেখেরা তাঁদের পৈতৃক তাঁবুর পাট চুকিয়ে আজ গগনচুম্বী প্রাসাদে বিলাসিতা করছেন। ভূপৃষ্ঠে আহৃত এই তরলের চাপ কমে গেলে সেই মিশ্রণ থেকে লঘু কার্বন চেনের বিষবাষ্প উৎপন্ন হয়। একসময় তা উড়িয়ে দেওয়া বা পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তবে আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে বহুমূল্য পাইপলাইন কিংবা তরলীকরণের মাধ্যমে সেই প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবহণ ও ব্যবহার আজ সার্বিকভাবে সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন ব্যাবিলন নগরীতে পথ নির্মাণের কাজে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনকি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চিনারা জ্বালানি হিসেবে এর ব্যবহার শুরু করেছিল। সমান্তরালে খনিজ লবণের সন্ধানে মাটি খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া প্রাকৃতিক গ্যাসকে ভূগর্ভস্থ বাঁশের নলের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত করে নুন তৈরির কাজে ব্যবহার করেছিল সিচুয়ান প্রদেশের মানুষ। আজকের আধুনিক সভ্যতার যজ্ঞের সিংহভাগই সম্পন্ন হয় এই পেট্রোলিয়াম কিংবা কয়লা থেকে উৎপন্ন জ্বালানিতে। পরিসংখ্যান বলছে, পৃথিবীর প্রায় আশি শতাংশ সহজলভ্য পেট্রোলিয়াম মধ্যপ্রাচ্যের মাটির তলায় সংরক্ষিত রয়েছে, যার সিংহভাগ রয়েছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইরাক, কাতার ও কুয়েতের মতো আরব দেশগুলোতে। এছাড়া হাইড্রলিক ফ্র্যাকচারিং ও অনুভূমিক ড্রিলিং প্রযুক্তির সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াতেও প্রচুর তেল উৎপাদিত হচ্ছে, যেখান থেকে ভারত তার চাহিদার বড় অংশটি সংগ্রহ করে।

১৯৭৩ সালের ইয়ম কিপ্পুর যুদ্ধে যখন পাশ্চাত্য ও জাপান ইজরায়েলের পক্ষ নেয়, তখন আরব দেশগুলি তেলের রপ্তানি কমিয়ে দিয়ে বিশ্বকে চরম সংকটে ফেলেছিল। আবার ১৯৭৯ সালে ইরানে খোমেইনি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়ে যায়। এই সংকটের পরম্পরা আজও বহমান। এবারের সমস্যাটি অবশ্য কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। পারস্য উপসাগর থেকে তেল ও গ্যাস পশ্চিমে পরিবহণের জন্য সুয়েজ খাল এবং পূর্বে যাতায়াতের জন্য হরমুজ প্রণালীই প্রধান ভরসা। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধের রেশ ধরে ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বের হত্যার প্রেক্ষাপটে ইরান যখন হরমুজ প্রণালী আটকে দেওয়ার হুমকি দেয় বা বাধা সৃষ্টি করে, তখন বিশ্বব্যাপী জ্বালানির আকাল তৈরি হয়। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। কূটনৈতিক তৎপরতায় হরমুজের কপাট সামান্য খুললেও সরবরাহের সংকট পুরোপুরি মেটেনি।

এই আকালের চিত্রটি দেখে পরিচালক মৃণাল সেন কিংবা অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সেই আকালের সন্ধানের কথা মনে পড়ে যায়। ১৯৪৩ সালে যে হীন মানসিকতায় ক্ষুধার্ত বাঙালির মুখের গ্রাস গুদামজাত করা হয়েছিল, আজ পেট্রোল আর প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রেও তার সমান্তরাল চিত্র দৃশ্যমান। হরমুজ প্রণালী আটকে যাওয়ার মাত্র দুইদিনের মধ্যেই গ্যাসের জোগান ফুরিয়ে যাওয়ার কথা নয়। অথচ শোনা যাচ্ছে, উত্তর ভারতের এক প্রভাবশালী নেতার পুত্র নাকি কয়েকটি আস্ত পেট্রোল পাম্প কুক্ষিগত করে রেখেছেন, যাতে বিশ্ববাজারে তেলের অভাব হলেও তাঁর ব্যক্তিগত বিলাসিতায় টান না পড়ে। এই কৃত্রিম সংকটের আঁচ পৌঁছেছে সাধারণ মানুষের হেঁশেলেও। ভিলাইয়ের এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গেটের বাইরে এক এগরোল বিক্রেতা আক্ষেপ করে বলছিলেন, ‘যে সিলিন্ডার আটশো টাকায় কিনছিলাম, রাতারাতি কালোবাজারে তা দু’হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে। ডিমসেদ্ধর দাম দশ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ টাকা না করলে আমার পথে বসার উপক্রম হবে।’

কিন্তু আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে অন্য একটি বিষয়। একদিন এই যক্ষপুরীর তরল সোনা চিরতরে ফুরিয়ে যাবে। দধীচির চিতা থেকে উদ্গীরিত এই চালিকাশক্তি নিঃশেষ হলে সভ্যতার হাতে পড়ে থাকবে কেবল প্রস্তর যুগের উপাদান। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক, কারণ আমাদের দেশের পেট্রোলিয়াম চাহিদার মাত্র আঠারো শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়, বাকিটা বিদেশ থেকে চড়া দামে আমদানি করতে হয়। পরমাণুর হৃদয় বিদীর্ণ করে বিকল্প ব্যবস্থার চেষ্টা হলেও ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডারও কিন্তু সীমিত। এক্ষেত্রে জাপানের উদাহরণটি প্রাসঙ্গিক। ধানের চাষের চেয়ে চাল আমদানি করা সেখানে সস্তা হলেও সরকারি উদ্যোগে আজও কৃষিকাজকে বিপুল উৎসাহ দেওয়া হয়। কারণ ভাতের মতো আবশ্যিক চাহিদায় তারা ভিনদেশের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে চায় না।

বিকল্প শক্তির সন্ধানে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বেলুড় মঠ। সেখানে ভোগের আয়োজন চলছে মিথেন গ্যাসে, যা তৈরি হচ্ছে রান্নার উচ্ছিষ্ট থেকে। জলাভূমির কর্দমাক্ত বাস্তুতন্ত্রে যে মার্শ গ্যাস বা মিথেন আলেয়া তৈরি করে, তাকেই আজ বায়োরিয়্যাক্টরে বশ করে পরিশীলিত পুতুলনাচ সংগঠিত করা হচ্ছে। কৃষিবর্জ্য, উচ্ছিষ্ট ও গোবরের মতো জৈব পদার্থে ব্যাকটিরিয়ার অবায়বীয় পরিপাকের মাধ্যমে উৎপন্ন এই গ্যাসকে আধুনিক প্রযুক্তিতে শোধন করে যানবাহন ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। ডন কুইক্সোট একদা উইন্ডমিলগুলিকে দৈত্য ভেবে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু আজ সেই বায়ুতাড়িত শক্তিই উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের প্রধান ভরসা। ডেনমার্ক তার মোট বিদ্যুতের প্রায় চল্লিশ শতাংশ বাতাস থেকে আহরণ করে। ভারতেও এই বায়ুশক্তির বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও তা মূলত পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ। এছাড়া রয়েছে স্রোতচালিত বিদ্যুৎ ও সৌরশক্তি। সেমিকনডাক্টর পদার্থের ফোটোভোলটাইক এফেক্টের মাধ্যমে সূর্যের উত্তাপকে বিদ্যুতে পরিণত করে আফ্রিকার দেশগুলি প্রভূত উন্নতি করছে। ভারতের মতো দেশে কিছু প্রাথমিক বিনিয়োগের বিনিময়ে অত্যন্ত সস্তায় সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। যেদিন সূর্যের আলো বা হাওয়ার গতি থেমে যাবে, সেদিন মহাকালের খাতায় সভ্যতা হয়তো শূন্যে পর্যবসিত হবে। কিন্তু ততদিন এই ভাণ্ডার অফুরান। তাপবিদ্যুতের চুল্লিতে পরিবেশের শ্বাসরোধ না করেও সভ্যতার চালিকাশক্তির বিকল্প উৎসমুখগুলি অনায়াসেই আজ মানুষের আশ্রয় হতে পারে।

(লেখক আইআইটি ভিলাইয়ে অঙ্কের গবেষক)

ছবি : এআই

পাথেয় পাঁচ

■ আইসল্যান্ডের ভূ-তাপীয় শক্তি

আইসল্যান্ড তার ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক তাপকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। তারা এই তাপ ব্যবহার করে রান্নার কাজ থেকে শুরু করে ঘর গরম রাখা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় সমস্ত চাহিদা মেটায়। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে খনিজ তেলের দাম বাড়লেও দেশটির সাধারণ মানুষের ওপর তার কোনও প্রভাবই পড়ে না।

■ ডেনমার্কের উইন্ড টু ইলেক্ট্রিক কিচেন

উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের দেশ ডেনমার্ক বাতাসকে শক্তিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক। তারা তাদের বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি বায়ুকল থেকে সংগ্রহ করে। এই সস্তা ও দূষণমুক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ডেনমার্কের অধিকাংশ গৃহস্থালি এখন এলপিজি সিলিন্ডারের ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে সম্পূর্ণ ‘ইলেক্ট্রিক স্মার্ট কিচেন’-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

■ ইজরায়েলের সৌরশক্তি বিপ্লব

ইজরায়েলের প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়িতে আজ সৌরশক্তি ব্যবহার করে জল গরম করা এবং রান্নার কাজে প্রাথমিক তাপ সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। মরুবেষ্টিত এই দেশটি সূর্যালোককে সম্পদে পরিণত করে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বিশ্বের সামনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

■ জার্মানির বায়োমিথেন নেটওয়ার্ক

জার্মানি তাদের বিশাল পরিমাণ জৈব বর্জ্য ও কৃষিজাত অবশিষ্টাংশ থেকে বায়োমিথেন গ্যাস উৎপাদন করে। এই গ্যাস পরিশোধনের পর পাইপলাইনের মাধ্যমে সরাসরি হেঁশেলে পৌঁছে দেওয়া হয়। এতে একদিকে যেমন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহজ হয়, অন্যদিকে আমদানিকৃত এলপিজি-র খরচও বহুলাংশে কমে আসে।

■ সিঙ্গাপুরের ওয়েস্ট-টু-এনার্জি মডেল

স্থানাভাব এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে জয় করতে সিঙ্গাপুর তাদের শহরের প্রতিদিনের আবর্জনা পুড়িয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এই বিদ্যুৎ রান্নার আধুনিক সরঞ্জাম পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়, যা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর দেশটির কৌশলগত নির্ভরশীলতা কমিয়ে ‘জ্বালানি সার্বভৌমত্ব’ নিশ্চিত করছে।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পদ্মে উদয়নের ভাইপো

দিনহাটা ও চোপড়া, ২৮ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দিনহাটার রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা উসকে দিল এক দলবদল। বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করলেন তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহর ভাইপো জয় গুহ। এদিন দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের বাসভবনে আয়োজিত এক কর্মসূচিতে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন তিনি।

গত কয়েক মাস ধরেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন জয় গুহ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছিল। শুক্রবার রামনবমীর শোভাযাত্রাতেও তাঁকে বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের পাশে দেখা যায়, যা নিয়ে তখন থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছিল। সেই জল্পনারই অবসান ঘটে শনিবারের এই যোগদানের মাধ্যমে।

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর জয় গুহ বলেন, 'বিজেপির উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং কাজের উপর আস্থা রেখেই আমি এই দলে যোগদান করেছি। মানুষের জন্য কাজ করাই আমার লক্ষ্য।'

এদিনই ডিওয়াইএফআই-এর চোপড়া উত্তর লোকাল কমিটির সম্পাদক আবদুল মান্নান তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হামিদুল রহমানের হাত ধরে দলবদল করেন। মান্নানের বক্তব্য, 'বিজেপিকে একমাত্র তৃণমূলই রুখতে পারবে। সেই কারণেই তৃণমূলে যোগ দিলাম।' ডিওয়াইএফআই-এর জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মেহবুব আলম বলছেন, 'মান্নান লোকাল কমিটি হওয়ার ৮ মাসে শুধু একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এমনিতেই সংগঠনে সক্রিয় ছিলেন না। দলবদলে সংগঠনে প্রভাব পড়বে না।'

পুলিশের বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী মাসেই উত্তরবঙ্গে আসতে চলেছেন ভিভিআইপিরা। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার বিষয়টাকে সামনে রেখে শনিবার প্রধাননগর থানা এলাকার একটি বিলাসবহুল হোটেলে বিশেষ প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা সহ অন্য পুলিশকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের কর্তারাও। বৈঠক প্রসঙ্গে পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'আগামী মাসের শুরু থেকে ভিভিআইপিরা আসতে চলেছেন। তাঁদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই এদিন যাবতীয় আলোচনা করা হয়।'

বৃষ্টিস্নাত নাকি ঘামে ভেজা

বৃষ্টির মধ্যে পণ্য নিয়ে চলেছেন ভ্যানচালক। শনিবার সকালে শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

কোচবিহারে বিতর্কে তৃণমূল

বিচারককে হুমকি চিঠি, তদন্ত শুরু

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৮ মার্চ : কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে এসআইআর-এর দায়িত্বে থাকা এক বিচারককে হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি এবং কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিকের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রের খবর, নিজের দলীয় লেটারহেডে বিচারককে চিঠি পাঠিয়েছেন অভিজিৎ। এসআইআর-এর প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর জেলার অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রে বহু নাম তালিকায় যুক্ত হলেও কেন দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ৮০ শতাংশেরও বেশি নাম বাদ গিয়েছে চিঠিতে সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ওই বিচারপতি কারও হয়ে কাজ করছেন বলেও চিঠিতে ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বলেই সূত্রের খবর।

ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শোরগোল পরে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনিক মহলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই বিষয়টি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে জানানো হয়েছে। তারপরই আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ওই বিচারপতির নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জেলা পুলিশ

> **মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যেই আধিকারিক থেকে বিচারপতি সকলকেই ধমকান। সেই রেশ ধরেই তাঁর দলের জেলা সভাপতি চিঠি লিখে বিচারপতিকে হুমকি দিচ্ছেন। এই ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।**
>
> **বিরাজ বসু**
> *জেলা সহ সভাপতি, বিজেপি*

সুপার যশপ্রীত সিং। তাঁর কথা, 'আদালতের তরফে আমাদেরকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এক জুডিশিয়াল অফিসারকে চিঠি লিখে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনা হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই ওই আধিকারিকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছি। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আইন মেনেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বেকায়দায় পড়েছে তৃণমূল। তবে ওই বিষয়ে জানতে বহুবার ফোন করা হলেও ফোন ধরেননি অভিজিৎ। দলীয় দপ্তরে গিয়েও তাঁর দেখা মেলেনি। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'আমি কিছুই জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। তবে আইন আইনের পথেই চলবে।'

অন্যদিকে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। দলের জেলা সহ সভাপতি বিরাজ বসুর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যেই আধিকারিক থেকে বিচারপতি সকলকেই ধমকান। সেই রেশ ধরেই তাঁর দলের জেলা সভাপতি চিঠি লিখে বিচারপতিকে হুমকি দিচ্ছেন। এই ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করে দোষীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। যিনি বিচার ব্যবস্থাকে সম্মান করতে পারেন না তিনি ভোটপ্রার্থী হয়ে জনতাকে কীভাবে সম্মান করবেন তা সকলের ভাবা উচিত।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

চোপড়া, ২৮ মার্চ : চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্ধারুগছ এলাকায় শুক্রবার ভুটভুটি ও বাইকের সংঘর্ষে মমিন আখতার (১৬) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। তার বাড়ি স্থানীয় ভিটা-নয়াহাট এলাকায়। এই ঘটনায় বাইকের অপর দুই আরোহী গুরুতর জখম অবস্থায় শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন স্থানীয় তিনজন একটি বাইকে করে দাসপাড়া থেকে কাঁচাকালীর দিকে যাওয়ার পথে সারবোঝাই ভুটভুটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। চা বাগানের শ্রমিকরা উদ্ধার কাজে হাত লাগান। পুলিশ ও স্থানীয় শ্রমিকদের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে নার্সিংহোমে পাঠানো হয়। শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মমিনকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতের কাকা তসিরুল ইসলাম বলছেন, 'মমিন এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। আজ রাজমিস্ত্রির কাজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

জমি বিবাদ

চোপড়া, ২৮ মার্চ : চোপড়া থানার দলুয়া এলাকায় শনিবার জমির মালিকানা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহম্মদ খইরুল ও হাকিমুদ্দিন, দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। এদিন সেই বিবাদকে কেন্দ্র করেই দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় উভয়পক্ষের তিনজন জখম হয়েছেন। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

উলটে গেল লরি

চোপড়া, ২৮ মার্চ : চোপড়া থানার সোনাপুর এলাকায় মহানন্দা সেতু সংলগ্ন জাতীয় সড়কে শনিবার একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উলটে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সারবোঝাই লরিটি ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। সেইসময় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি উলটে যায়। এই ঘটনায় রাস্তার ধারে থাকা দুটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে যায়।

গোরু উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ২৮ মার্চ : ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার হল গোরু ও মোষ। শনিবার ভোররাতে নকশালবাড়ি থানার ছোট মণিরামজোত এলাকা থেকে এসএসবি-র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা ৭টি মোষ ও ৬টি গোরু উদ্ধার করেন। তবে সে সময়ে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, এগুলি নেপাল থেকে ভারতে আনার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

করোনেশন সেতু নিয়েও তর্জা

দ্রৌপদীর অপমান চার্জশিটের ইস্যু

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : রাষ্ট্রপতিকে অসম্মানের অভিযোগ তুলে পথে নেমেছিল বিজেপি। আরএসএস নিজেদের 'জাগরণ' কর্মসূচিতে এই ইস্যুকে যুক্ত করেছিল প্রচারের আলোয় আনতে। এবার পদ্মশিবির সেই অসম্মানকে মহিলাদের অসম্মান এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে চার্জশিট প্রকাশ করল। শনিবার কলকাতায় রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তর থেকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই চার্জশিট প্রকাশ করেন। এদিকে, বিজেপির বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে ভোট রাজনীতি করানোর অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেবকের দ্বিতীয় করোনেশন সেতু ও মাটিগাড়ার লেনিন কলোনির প্রসঙ্গও রয়েছে চার্জশিটে। এনিয়ে দুই ফুলের মধ্যে তর্জাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

সম্প্রতি আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাগডোগরায় এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি। রাজ্য সরকারের তরফে তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রোটোকল না মানা এবং তাঁর সভার একাধিকবার স্থান বদল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি নিজেই। এর প্রতিবাদে পথে নেমেছিল আদিবাসী সমাজ। সেই অসম্মানের অভিযোগকে কাজে লাগাতে ছাড়েনি বিজেপি। এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে দলের চার্জশিটে সেই ইস্যুটিকে সামনে আনা হয়েছে। রাজ্যে ১৬টি আসন তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। তার মধ্যে উত্তরেই ৮টি। আদিবাসী ভোটের প্রভাব রয়েছে আরও ৩০টি আসনে। ফলে সেই এলাকাগুলিকে নজরে রেখে রাষ্ট্রপতির অসম্মানের বিষয় নিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে প্রচার চালানোর কৌশল নিয়েছে তারা।

তবে মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কার দাবি, 'বিজেপি প্রথম থেকেই বিষয়টিকে নিয়ে রাজনীতি করছে। আমাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। তাই আমরা করেছি। কিন্তু বিষয়টি এত দূরে যাবে এবং এমনভাবে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হবে, ভাবতে পারিনি।' পালটা ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু বলছেন, 'রাষ্ট্রপতির অসম্মানকে

উত্তরের ভোট-আয়না

মেনে নেওয়া যায় না। এই অসম্মান সমস্ত আদিবাসী সমাজের অপমান। প্রতিবাদে আবারও পথে নামব।'

বিজেপির চার্জশিটে সেবকের দ্বিতীয় করোনেশন সেতুর কাজ শুরু করতে না পারার দায় রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। রাজ্য জমি অধিগ্রহণ না করার কারণেই সেতুর কাজ শুরু করা যায়নি বলে অভিযোগ। কেন্দ্রের দাবি, তারা টাকা বরাদ্দ করে রেখেছে। কিন্তু রাজ্য জমি দিচ্ছে না। অন্যদিকে, রাজ্যের তরফে দাবি করা হচ্ছে, কেন্দ্র স্থানীয় মানুষের স্বার্থ এবং পরিবেশগত দিকগুলো বিবেচনা না করেই নকশা দিয়েছে। ফলে কাজ আটকে রয়েছে অনেকদিন। ডুয়ার্সের সঙ্গে যোগাযোগে প্রথম করোনেশন সেতুর উপর চাপ বাড়ছে। সেখানে বেশ কিছুদিন থেকে ভারী যান চলাচলে নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ বলছেন, 'করোনেশনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতুর কাজে জমি না দেওয়া উত্তরের বঞ্চনার আর এক নাম। কেন্দ্র বরাদ্দ দিলেও রাজ্য সরকারের উদাসীনতা কাজ শুরু না হওয়ার জন্য দায়ী।' যদিও শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব বলছেন, 'এত বড় একটা কাজে রাজ্য সরকার জমি দেয়নি, এমন হতে পারে না। বিজেপি ভোটের আগে রাজনীতি করছে।'

বিজেপির চার্জশিটে অপরাধীদের আস্তানা এবং অনুপ্রবেশকারীদের ঘাঁটি হিসাবে কালিয়াচকের সঙ্গে মাটিগাড়ার লেনিন কলোনির কথা বলা হয়েছে। জাল নোট, সীমান্তে মাদক পাচার, অনুপ্রবেশের প্রধান কেন্দ্র বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। তাতে শাসকদলের নেতাদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মনের দাবি, 'কেন লেনিন কলোনিতে আর পাঁচটা এলাকার মতো সাধারণ মানুষকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, পুলিশের তদন্ত করা উচিত। শাসক নেতাদের মদত না থাকলে এতটা বাড়বাড়ন্ত হতে পারে না।' পালটা এলাকার অপমান করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ। লেনিন কলোনি নিয়ে গৌতম দেব ভোটের আগে রাজনীতি বলে অভিযোগ তুলেছেন।

বিচারাধীন তকমা ঘুচল রিচার

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-এর দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় বিচারাধীন তকমা ঘুচল রিচা ঘোষের। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য শিলিগুড়ির রিচা ঘোষের নাম বিচারাধীন থেকে ভোটার তালিকায় উঠেছে। রিচা ঘোষের নাম বাদ পড়ার ঘটনায় নির্বাচন কমিশনকে সামনে এসে বার্তা দিতে হয়েছিল। তবে শুক্রবার রাতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় দেখা যায়, রিচার নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে। রিচার পাশাপাশি তাঁর দিদি সোমাশ্রী ঘোষের নামও ভোটার তালিকায় উঠেছে।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

চাকুলিয়া, ২৮ মার্চ : চাকুলিয়া থানার বোচাগাড়ি এলাকায় মহম্মদ শাহানশা (২৮) নামে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার সকালে এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চাকুলিয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহানশার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই সম্পর্কে পরিবারের সদস্যরা মানছিলেন না। শুক্রবার সন্ধ্যায় পরিবারের লোকজন এই বিষয় নিয়ে শাহানশাকে বকাবকি করেন বলে অভিযোগ। এর পরদিন শনিবার সকালে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের কাছে দ্রুত তদন্তের দাবি করেছেন।

ভোটার নন বিএলও

শিলিগুড়ি ব্যুরো

২৮ মার্চ : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-এর দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা থেকে ভূরিভূরি নাম বাদ পড়েছে। বাদ পড়েছে খোদ বিএলও-র নামও। ভারতী হিন্দি বিদ্যালয় (উচ্চমাধ্যমিক)-এর শিক্ষক তথা শিলিগুড়ির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মহম্মদ আনোয়ারের নাম ডিলিটেড হওয়ায় তিনি দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। হাতিঘিসার সেবদোল্লাজোতে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি তথা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরফ আনসারির নাম বাদ গিয়েছে। তাঁর দাবি, শুধু তিনি নন, সেবদোল্লাজোতের ৬৬টি পরিবারের সবার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তিনি বলছেন, 'কী কারণে নির্বাচন কমিশন নাম বাদ দিল, তার জবাব দিতে হবে।'

বিএলও আনোয়ার একা নন, ওই ওয়ার্ডেই ৯০ নম্বর বুথের আরও ৩০০ জনের নাম বাদ পড়েছে। ঘটনায় বিএলও কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। শিলিগুড়ি শহর কেবল নয়, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় অনেকের নাম বাদ চলে গিয়েছে।

মহম্মদ আনোয়ার বলছেন, '২০০২ সালের তালিকায় নাম ছিল। দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে এবছরই প্রথম ৫৪ নম্বর পার্টে বিএলও হিসেবে নিযুক্ত হই। কমিশনের তরফে খসড়া তালিকা প্রকাশের পর জানুয়ারি মাসের শেষদিকে আমাকে নোটিশ পাঠিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়। ৩১ জানুয়ারি কাগজপত্র নিয়ে শুনানিতে হাজির হই। সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর তা থেকে নাম বাদ পড়েছে।' তাঁর কথায়, 'আমার মনে হয় কমিশনের এসআইআর নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা না থাকায় এই সমস্যা হয়েছে। তবে এখন কী করব তা বুঝতে পারছি না।' ৯০ নম্বর বুথে ৩৫০ জন বিচারাধীন ভোটারের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় ৩০০ জনের নাম বাদ গিয়েছে।

এদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ৯১ নম্বর পার্টে ৩১ জনের নাম বাদ পড়েছে। সেই পার্টে নাম উঠেছে ৮ জনের। ৮৬

> **আমার মনে হয় কমিশনের এসআইআর নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা না থাকায় এই সমস্যা হয়েছে। তবে এখন কী করব তা বুঝতে পারছি না।**
>
> **মহম্মদ আনোয়ার,** *বিএলও*

নম্বর পার্টে ১১ জনের নাম বাদ গিয়েছে, ১১ জনের নাম উঠেছে। ৯৩ নম্বর পার্টে ৮ জনের নাম কেটেছে আর ৫ জনের নাম উঠেছে। ৯৮ নম্বর পার্টে ১৬ জনের নাম বাদ গিয়েছে আর ৫ জনের নাম উঠেছে। ৮৭ নম্বর বুথে ৪৭ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। ৮৯ নম্বর পার্টে ৩২ জনের নাম বাদ গিয়েছে। সেই পার্টে ৬৮ জনের নাম উঠেছে। ৯৭ নম্বর পার্টে ৩৬ জনের নাম বাদ গিয়েছে। ৯৮ নম্বর বুথের মলিনা দাস, বৈজনাথ মাহাতো, নিভা দাসদের মতো অনেকের নাম বাদ পড়েছে।

হাসমি চকে ডিওয়াইএফআইয়ের সভা। শনিবার।

সভায় সিংহভাগ চেয়ার ফাঁকা

অস্বস্তিতে ডিওয়াইএফআই

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : যুব সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধির কথা বলা হলেও 'বেকার বিরোধী দিবস' উপলক্ষ্যে ডিওয়াইএফআই আয়োজিত সভায় দেখা গেল অন্য ছবি। সভায় সিংহভাগ চেয়ারই ছিল খালি, যা নিয়ে সংগঠনের অন্তরেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এই ঘটনার আড়ালে সংগঠনে দীর্ঘদিন চাপা থাকা অন্তর্দ্বন্দ্বও প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

রাজ্যের বেকারত্ব ইস্যুকে সামনে রেখে যুবসমাজকে জোটবদ্ধ করাই ছিল এই সভার মূল লক্ষ্য। এদিন হাসমি চকে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের সর্বভারতীয় সম্পাদক হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য চলাকালীন হাতেগোনা কয়েকজন কর্মী, সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। অনেককে আবার সভা মঞ্চের পাশে বসেই মোবাইলে গেম খেলতে দেখা যায়। এ নিয়ে উদ্যোক্তদের দাবি, ওই তরুণরা শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে ডিওয়াইএফআই আয়োজিত 'রান ফর হারমনি'-তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সার্টিফিকেট নিতে এসেছেন।

দলের একাংশের অভিযোগ, এই ব্যর্থতার পিছনে রয়েছে স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ ও সমন্বয়ের অভাব। সাধারণ কর্মী, সমর্থকদের একাংশ বর্তমান নেতৃত্বের কাজ করার ধরন নিয়ে ক্ষুব্ধ, যার প্রভাব সরাসরি সভায় দেখা গিয়েছে। কেন এমন হাল, তা নিয়ে প্রশ্ন করলে বিষয়টিকে এড়িয়ে যান হিমগ্নরাজ। তিনি বলছেন, 'বিধানসভা ভোটের প্রচারের জন্য কর্মী, সমর্থকরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই হাসমি চকে এই কর্মসূচি করা হয়েছে। আমি জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা ঠিকভাবেই সংগঠনের কাজ সামলাচ্ছে।'

সম্প্রতি দলের সম্পাদকমণ্ডলীর পদ ছেড়েছেন একের পর এক নেতা। এদিন যুব সংগঠনের এই চিত্র যে ভোটে সিপিএমের অস্বস্তি বাড়িয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদিনের সভায় অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'বেকারদের কাজ পাওয়ার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে সিপিএম সবসময় লড়াই করেছে।' সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণ নিয়ে জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা বলছেন, 'বৃষ্টির জন্য অনেকে এই সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি।'

সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা ডিওয়াইএফআইয়ের প্রাক্তন সম্পাদক তথা ভোটে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। তবে সভায় শিল্পী আরাত্রিকা সিনহা ও পরিচালক সৌরভ পালোধির আসার কথা থাকলেও তাঁরা উপস্থিত ছিলেন না।

দিলীপকে ক্ষোভ জানালেন বাসিন্দারা

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : সিপিএম প্রার্থীকে সামনে পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয়রা। শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় হেঁটে নির্বাচনি প্রচার করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী দিলীপ সিং। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন। সরকারি কোন কোন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন? এক গৃহকর্ত্রীকে এই প্রশ্ন করেন দিলীপ। উত্তরে গৃহকর্ত্রী জানান, প্রায় দেড় বছর আগে আবেদন করেও তিনি এখনও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাননি। আরেক বাসিন্দার অভিযোগ, এলাকায় যাতায়াতের রাস্তাটি গত পুজোর আগে মেরামত করা হলেও এরই মধ্যে সেই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ শুনে বাম প্রার্থী ক্ষমতায় এলে সমস্ত সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

দোরগোড়ায় ভোট। প্রচারে কোনও খামতি না রেখে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত ছুটছেন বাম প্রার্থী। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কেন লাল ঝান্ডা ফেরানো প্রয়োজন, সাধারণ মানুষের কাছে তা তুলে

■ রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কেন লাল ঝান্ডা ফেরানো প্রয়োজন, তা তুলে ধরছেন সিপিএম প্রার্থী

■ রাজ্যের হাল ফেরাতে হলে বামপন্থাই একমাত্র বিকল্প বলে দাবি দিলীপ সিংয়ের

ধরছেন। দিলীপের কথায়, 'মানুষের দরজায় গিয়ে কথা বললেই তাঁদের সমস্যাগুলি সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়।' তিনি বলেন, 'তৃণমূল, বিজেপি যে শুধু বলে এত উন্নয়ন করছে, আসলে সাধারণ মানুষ কতটা সুবিধা পাচ্ছেন তা তাঁদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাচ্ছে।'

শনিবার হায়দরপাড়ার শিবরামপল্লি এলাকায় প্রচারে বেরিয়েছিলেন দিলীপ। সেখানে তাঁকে দেখেই এক তরুণী এগিয়ে এসে বলেন, 'রাজ্যে চাকরির আশা নেই।' সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ বলেন, 'রাজ্যের হাল ফেরাতে হলে বামপন্থাই একমাত্র বিকল্প।'

শিবরামপল্লিতে প্রচারের সময় এক গৃহবধূ জানলা দিয়ে প্রার্থীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'পুজোর সময় এই রাস্তা ঠিক করা হয়েছিল। সাত মাসের মধ্যেই রাস্তাটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে।'

ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূল কংগ্রেসের পিংকি সাহা সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'ওই এলাকাটি অনেকটাই অনুন্নত। আমি কাউন্সিলার হওয়ার পর ওই এলাকার কয়েকটা নতুন রাস্তা, নিকাশিনালা তৈরি করেছি।'

রেলগেট যেন অভিশাপ, শিবমন্দিরে অসন্তোষ

জনতার কণ্ঠ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৮ মার্চ : দুটি গেট দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে রেল। এখন ভরসা শুধু শিবমন্দির বাজারের রেলগেট। কিন্তু ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির জেরে দিনের অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকছে রেলগেটটি। তৈরি হচ্ছে এলাকায় তীব্র যানজট। যে কারণে কেন রেল ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস তৈরি হবে না, ভোটের মুখে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। এই পথে দৈনিক গড়ে ২৬টি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করে। মালগাড়ি ধরলে সবমিলিয়ে সংখ্যাটা দ্বিগুণের কাছাকাছি। ফলে প্রত্যেকদিন চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয়দের। বিভিন্ন জায়গায় বারবার দরবার করেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। যদিও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিদায়ি বিধায়ক ও এবারেরও বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'আরওবি তৈরি নিয়ে আমি ডিআরএমের সঙ্গে বৈঠক করেছি। এখানে জমি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে বলে রেলের তরফে আমাকে জানানো হয়েছে। তবুও চেষ্টা করছি মানুষের সমস্যা সমাধানের।' তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকার বলছেন, 'কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি গত ১৫ বছরে কোনও কাজ করেনি। হাজার হাজার মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়ছে।'

শিবমন্দির রেলগেট একবার বন্ধ হলে অন্তত ২০ মিনিট থমকে থাকে গাড়ির চাকা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটের

রেলগেটে নিত্যদিনের যানজট।

উলটো দিকের এবং সাইনাথ মোড়ের গেটটি রেল বন্ধ করে দেওয়াতেই দিন-দিন সমস্যা বাড়ছে বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। বুধবার শিবমন্দির বাজারের বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মোটরবাইকচালক সুদীপ দাস বললেন, 'গেটটি আমাদের কাছে অভিশাপ। একেই বাজারের রাস্তা সংকীর্ণ, তার মধ্যে গেট বন্ধ থাকার পর যখন খোলে, তখন আর চলাচল করার উপায় থাকে না। এখানকার জনপ্রতিনিধিরা ভোগান্তি দূর করার চেষ্টা করেন না।' প্রমীলা সিংহ নামে এক গৃহবধূ বলেন, 'ভোটের সময় নেতারা ভোট চাইতে আসেন। সমস্যা মেটানোর কথা বলেন। তারপর সব ভুলে যান।' টোটোচালক ধীরেন বর্মনের বক্তব্য, 'গেট বন্ধ হলে যানজটে দীর্ঘ সময় আটকে থাকতে হয়। যাত্রীরা বিরক্ত হয়। এই ভোগান্তির অবসান কবে হবে, কেউ বলতে পারে না।'

শিবমন্দিরের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে রেললাইনটি। আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ও সিপিএমের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসিতকুমার নন্দী বলেন, 'সাংসদ, বিধায়ক, রেলমন্ত্রী- প্রত্যেককে চিঠি দিয়ে এখানে আরওবি করার আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু কিছু হয়নি। এখানে টানা ১০ বছর বিধায়ক ছিলেন শংকর মালাকার। তিনিও কোনও উদ্যোগ নেননি।' বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলেন, 'এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, আইন কলেজ, পর্ষদ অফিসের পাশাপাশি একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাই আমরা রেলমন্ত্রীকে আরওবি করার জন্য চিঠি পাঠিয়েছি। আশা করছি কাজ হবে।' আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ আন্দোলনের কথা বলছেন। বিরোধীরা আন্দোলন করলে তাঁরা পাশে থাকবেন বলে তিনি জানান।

হঠাৎ ঝড়ে মাঝ রাতে লন্ডভন্ড

তছনছ শিলিগুড়ি শহর

নিতাই সাহা ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : শুক্রবার রাতের আচমকা ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল শিলিগুড়ি শহরে। একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ায় ব্যাহত হয় বিদ্যুৎ পরিষেবা। ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশ কিছু ঘরবাড়িও। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে শুক্রবার রাতেই মোকাবিলায় নামেন পুরনিগম ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। শনিবার দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় চলে গাছ কাটার কাজ। এদিন দুপুরে বিভিন্ন দপ্তরের মেয়র পারিষদদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'এদিন মূলত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইস্যুতে বৈঠক করা হয়েছে। এটা রুটিন বৈঠক। জরুরিভিত্তিক কাজ যেন বন্ধ না হয়, সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে।'

শুক্রবার রাতে কয়েক মিনিটের প্রবল ঝড়ে জংশন এলাকায় যান চলাচল ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। রাস্তার ওপর একটি বহু পুরোনো গাছ ভেঙে পড়ায় ছিঁড়ে যায় বিদ্যুতের তার, ক্ষতিগ্রস্ত হয় খুঁটিও। কাছেই ধর্না মঞ্চে থাকা বিধায়ক শংকর ঘোষ দ্রুত বিদ্যুৎ দপ্তরে ফোন করে বিষয়টি জানান। অন্যদিকে, গভীর রাতে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মেয়র। বিশাল ওই গাছটি ভেঙে পড়ায় এয়ারভিউ মোড় থেকে দার্জিলিং মোড় যাওয়ার লেন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দার্জিলিং মোড়গামী লেন দিয়েই দু'দিকের গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। রাতেই শুরু হয় রাস্তা পরিষ্কারের কাজ। অন্যদিকে, ঝড়ের দাপটে উড়ে আসা টিনে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গিয়ে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগে বিবেকানন্দ রোডে।

ওই এলাকার বাসিন্দা মণীশ বারি বলেন, 'গভীর রাতে হঠাৎ করেই পুলিশ ফোন করে জানায়, আমাদের বাড়ির টিন ভেঙে পড়েছে। এরপর বাইরে বেরিয়ে দেখি, অন্য জায়গা থেকে উড়ে আসা বড় টিনের একটা অংশ পাশের বাড়িতে এসে পড়েছে। অন্য অংশটি দোকানের উপরের তারে ছিঁড়ে পড়ে। ছেঁড়া তার থেকে আগুন লেগে দোকানের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে। পরে দমকল গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।' অন্যদিকে, ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বঙ্কিমনগরে বাড়ির ওপর দুটি গাছ ভেঙে পড়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই বাড়ির একপাশে থাকা মন্দিরও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তাল। তিনি বলেন, 'আমরা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয়ক্ষতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করব।'

> **জরুরিভিত্তিক কাজ যেন বন্ধ না হয়, সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে।**
>
> **গৌতম দেব**
> *মেয়র, শিলিগুড়ি পুরনিগম*

শুক্রবার গভীর রাতের এই ঝড়ে মহাকালপল্লি ও মহিলা কলেজের পাশেও গাছ ভেঙে পড়ে। মহাকালপল্লিতে সূর্য সেন পার্কের কাছে গাছ পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় মাঠের সীমানা প্রাচীর। ঝড়ের দাপট থেকে রেহাই পায়নি পুজোমণ্ডপও। সমরনগরে আয়োজিত বাসন্তীপুজোর প্যান্ডেল এবং বর্ধমান রোডে রামনবমীর একটি প্যান্ডেল ভেঙে পড়ে। এদিকে, আগামীতে এধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে দ্রুততার সঙ্গে কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়ে শনিবারের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করে পুরনিগম। পাশাপাশি রামনবমীর শোভাযাত্রার পর শহরের সাফসাফাই ঠিকমতো হয়েছে কি না, তা নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়।

শুক্রবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড হওয়া শিলিগুড়ি শহর ও চোপড়া ব্লকের ছবি।

ফাঁসিদেওয়ায় ভাঙল ঘর, বিদ্যুতের খুঁটি

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ মার্চ : শুক্রবার রাতের হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টিতে ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগর এলাকার একাধিক গ্রামের প্রায় শতাধিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে মিলিক ঢাকপাড়া এলাকায়। এছাড়াও বাদলাকাটা, ভুরিয়াখালি, মধুপুর এলাকায়ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ঝড়ের দাপটে মিলিক ঢাকপাড়া গ্রামের প্রায় ৪০টির বেশি বাড়ির টিনের চাল উড়ে যায়। ফলে ঘরে থাকা আসবাবপত্র ও খাদ্যসামগ্রী বৃষ্টির জলে ভিজে গিয়েছে। এমনকি বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে ঘরের আসবাব নষ্ট হয়েছে বলেও খবর মিলেছে। এদিকে, শিলাবৃষ্টি হওয়ায় এলাকার আনারস ও ভুট্টা চাষে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বলে চাষিরা জানিয়েছেন।

বেশকিছু এলাকায় রাস্তার উপর গাছ ভেঙে পড়ে। পাশাপাশি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে তার ছিঁড়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় শুক্রবার রাত থেকে পুরো এলাকা বিদ্যুৎহীন রয়েছে। শনিবার সকালে বন দপ্তরের কর্মীরা রাস্তা থেকে গাছ সরানোর কাজ শুরু করেন। বিদ্যুৎ দপ্তরও মেরামতির কাজ শুরু করেছে। যদিও শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশকিছু এলাকায় পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি বলে খবর মিলেছে।

এদিকে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমারেশমি এক্কা। তিনি বলেন, 'ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রিপল ও খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনেকের রান্নাঘর ভেঙে যাওয়ায় শনিবার সকাল থেকে রান্নার কাজ বন্ধ রয়েছে।'

অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কাও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে মহম্মদ শফিক জানালেন, তাঁর তিনটি ঘর ভেঙেছে। তাছাড়া গ্রামে মোট ৪০টি বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। জেরুন বেগমের কথায়, 'ঝড়ে ঘরবাড়ি হারিয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

এখনও 'বিচারাধীন' রব্বানি

তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারিতে ছাড় ভিক্টরকে

ইসলামপুর ও চাকুলিয়া, ২৮ মার্চ: শনিবার রাতে তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। এই তালিকাতেও গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির নাম বিচারাধীন রয়ে গেল। তাঁর নাম বিচারাধীন থাকায় মন্ত্রীর প্রার্থীপদ নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছে না। গোলামের নাম বিচারাধীন অবস্থায় থাকলেও তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজের (ভিক্টর) নাম আছে। তালিকা প্রকাশের পর ভিক্টর বলেছেন, 'তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় আমার নাম আছে। তাই আমার প্রার্থী হতে আর বাধা রইল না।'

মন্ত্রী বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে বড় ষড়যন্ত্র চলছে। অন্য প্রার্থীদের নাম তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারির তালিকায় থাকলেও আমার নাম নেই।' এই কথাগুলো বলার সময় মন্ত্রীর গলায় হতাশা ঝরে পড়ে। এদিন গোয়ালপোখরে নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম না থাকায় মন্ত্রী রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি বলেন, 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-এর সময় সব প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়েছিলাম। তারপরও সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় আমার নাম আসেনি।'

এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি দপ্তরে ই-মেল করেছেন বলে গোলাম জানিয়েছেন। সেই ই-মেলের এখনও কোনও উত্তর আসেনি বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন রাতে তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ হয়। এই বিষয়ে রাত ১১টায় তাঁকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকাতেও আমার নাম নেই। অথচ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল যাঁরা প্রার্থী তাঁদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রার্থীদের নাম আগে ক্লিয়ার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমার নাম এখনও তালিকায় নেই।' তিনি যোগ করেন, 'আমার বিরুদ্ধে রীতিমতো পরিকল্পনা করে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

- দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম না থাকায় মন্ত্রী রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন
- শনিবার রাতে তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। তাতেও মন্ত্রীর নাম নেই
- তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে বলে গোলাম অভিযোগ করেন

এই ঘটনায় গোয়ালপোখরে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মন্ত্রীর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গোলাম নির্বাচন কমিশনকে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

প্রতিবেশী।। *তিস্তা স্পারে ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ি সানুপাড়ার ঈপ্সিত ভৌমিক পাভেল।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

চোপড়ায় আহত ১০, ক্ষতি ফসলের আবাদে

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৮ মার্চ : চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় শুক্রবার রাতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। আচমকা ধেয়ে আসা ঝড়ে মুহূর্তে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে একাধিক এলাকা। ভেঙেছে শতাধিক ঘর। বহু ঘরের চাল উড়ে গিয়েছে। ব্লকজুড়ে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

ঝড়ের দাপটে একাধিক গাছ ভেঙে পড়ে। ফলে একাধিক রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যদিও শনিবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছ সরিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার কাজ শুরু হয়। উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ দেবাশিস মাহাতোর বক্তব্য, 'ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়েছে। সঙ্গে ছিল বজ্রবিদ্যুৎ। কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টিও হয়েছে।'

ঘিরনিগাঁও, সোনাপুর সহ প্রায় সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই ঝড়ের প্রভাব পড়েছে। একাধিক গ্রামে বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। মণ্ডলবস্তি, লালমনগছ, দক্ষিণ হাজারবিঘা, বাবনগছ সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুঞ্জরিয়াগছ এলাকার বাসিন্দা ভূপেন সিংহ জানালেন, আচমকা ঝড়ে তাঁদের ঘরের টিনের চাল উড়ে যায়। তারপর পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। পরিবারের একজন মহিলা সদস্য জখম হয়েছেন। ঘিরনিগাঁওয়ের চাকলাগছ এলাকায় একই পরিবারের তিনজন জখম হয়েছেন। আহতদের মধ্যে জ্যোৎস্না বেগম বলেন, 'টিন উড়ে যাওয়ার সময় দেওয়ালের ইট ভেঙে পড়ে পরিবারের তিনজনের আঘাত লেগেছে।'

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক জানালেন, খেকিপাড়া ও বাতাসুগছ এলাকায় দুজন জখম হয়েছেন। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন শুরু হয়েছে। দুর্গতদের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে, ঝড়ের ফলে প্রায় ২০০টি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে। বহু জায়গায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। ফলে শুক্রবার রাত থেকেই বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ দপ্তরের ইসলামপুর ডিভিশনের তরফে জানানো হয়েছে, মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অধিকাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা আংশিকভাবে চালু করা সম্ভব হয়েছে।

ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে এলাকার কৃষিক্ষেত্রেও। বিঘার পর বিঘা জমিতে গম ও ভুট্টার ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এদিকে পাট, তিলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। ইসলামপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক মেহেফুজ আহমেদ বললেন, 'চোপড়া ব্লকের সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক মৌজায় ভুট্টা চাষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্লকে প্রায় ১০০ হেক্টরেরও বেশি ভুট্টাখেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বিস্তারিত সমীক্ষার কাজ শুরু করা হয়েছে।'

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চোপড়া ব্লক আধিকারিক সঞ্জীবকুমার শর্মা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১০৫টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর মিলেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেও কিছু আবেদন জমা পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রিপল ও ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে।

চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজির কথায়, 'ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান সংগ্রহের কাজ চলছে। প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণ বিলি করা হচ্ছে। প্রশাসন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ও ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে।' এদিন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন এলাকার বিদায়ি বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী হামিদুল রহমান ও সিপিএম প্রার্থী মকলেশ্বর রহমান।

ট্র্যাক্টর-লরির লম্বা লাইনে ভোগান্তি

ইসলামপুর, ২৮ মার্চ : কোল্ড স্টোরেজে আলু রাখার জন্য ট্র্যাক্টর ও লরির লম্বা লাইনের জেরে ইসলামপুর দাড়িভিট রোডের গরহানডাঙ্গা এলাকায় পথ চলাচল কঠিন হয়ে উঠেছে। শনিবারও ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে আলুবোঝাই ট্র্যাক্টরগুলির লাইন ভেঙে রাস্তা দখল করার জেরে যানজট এতটাই মারাত্মক আকার নিচ্ছে যে, বাইক নিয়ে চলাচলও দুষ্কর হয়ে উঠছে। ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেতে সাধারণ মানুষ অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ দাবি করেছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় সিভিক ভলান্টিয়ার থাকলেও কাজের কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।

মামলা দায়ের

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : আইন ভেঙে অস্ত্রমিছিলকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে পড়েছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে ভক্তিনগর থানা এবং শিলিগুড়ি থানার তরফে পৃথক স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী

কমিটি গঠনে অমত গৌতমের

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী গৌতম দেব। শনিবার দার্জিলিং জেলা কার্যালয়ে দলীয় সভায় শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দাবি করেছেন, এবার ২৭ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতছেন তিনি।

এখানে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির মতো নির্বাচনি কমিটি হচ্ছে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন। এরপরই জোড়াফুল শিবিরের অন্দরমহলে কানাঘুষো শুরু হয়েছে, তবে কি শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকায় দলের রাশ হাতে রাখতেই কমিটি তৈরিতে মত দেননি গৌতম? দলীয় নেতৃত্বের তরফে অবশ্য এ প্রসঙ্গে কোনওরকম ব্যাখ্যা মেলেনি।

দার্জিলিং জেলায় সমতলের তিনটি বিধানসভার মধ্যে শুধুমাত্র মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির ক্ষেত্রে নির্বাচনি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে, এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, সেই অনুযায়ী শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার জন্য এমন কমিটি হচ্ছে না বলেই দলীয় সূত্রে জানা গেল।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই অন্য বিধানসভাগুলির কমিটি নিয়ে খোঁজখবর শুরু হয়। দলের নেতা-নেত্রীরা তৃণমূলের ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে নজর রাখেন। কিন্তু এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি বিধানসভা নিয়ে ডাকা বৈঠকে গৌতম জানিয়ে দেন, এখানে কমিটি হচ্ছে না। ফাঁসিদেওয়াতেও হচ্ছে না বলে জেলা নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

শিলিগুড়িতে দ্বন্দ্ব কম নেই। সেটা বিলক্ষণ জানেন গৌতম। তাই প্রথম দিন থেকে নিজের বাছাই করা লোকজনকে নিয়েই বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রচারে বেরোচ্ছেন। তাঁর অনুমতি নিয়েই সাজানো হচ্ছে প্রচার কর্মসূচি। এক্ষেত্রে অন্য কেউ নাক গলাক, চান না বলেই নির্বাচনি কমিটিতে আপত্তি জানিয়েছেন গৌতম। দলের পুরোনো নেতার মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছে ওপরমহলও। ক্ষোভের আঁচ বুঝে এদিন বৈঠকে তিনি নাকি নির্দেশ দিয়েছেন, 'কেউ মনে রাগ, অভিমান রাখবেন না। সবাইকে নিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।'

বিক্ষোভে বিএলও-রা

ইসলামপুর, ২৮ মার্চ : সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম তোলার দাবিতে শনিবার ইসলামপুরে ভোটকর্মীদের একাংশের বিক্ষোভ। সেই বিচারাধীন তালিকায় নাম রয়েছে একাধিক বিএলও এবং শিক্ষকেরও। ইসলামপুর পলিটেকনিকে ভোটকর্মীদের ট্রেনিং শুরু হয়েছে। এদিন ট্রেনিং শুরু হওয়ার আগেই বিচারাধীন তালিকায় থাকা বিএলওরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, ভোট দেওয়ার অধিকার না থাকলে তাঁরা কেন ভোটকর্মী হিসেবে কাজ করবেন? তাঁদের দাবি, সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় তাঁদের নাম তুলতে হবে। দাবি পূরণ না হলে ভোটের ডিউটি করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। পরে অবশ্য নিজেরাই বিক্ষোভ তুলে নেন।

তৃণমূলের সভা

চাকুলিয়া, ২৮ মার্চ : চাকুলিয়ার সমেশপুরে শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিদায়ি বিধায়ক তথা এবারের নির্বাচনে চাকুলিয়া কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিনহাজুল আরফিন আজাদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দলের অন্য নেতারাও ছিলেন এই সভায়। সভা শেষে তরিয়াল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনি প্রচার করা হয়।

বাড়ির পথে 'নিরুদ্দেশ' তরুণী

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : সকাল থেকে আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। বেলা বাড়তেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তার মধ্যে বছর সাতাশের এক তরুণীর মুখে উজ্জ্বল আলো। খুশিতে বারবার নিজের দিদি ও জামাইবাবুকে আঁকড়ে ধরছিলেন ওই তরুণী। থানার ভেতর থেকে আরেক তরুণী বেরিয়ে আসতেই তরুণীর দিদি-জামাইবাবু এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করে বললেন, আপনার জন্যই আমরা মেয়েটাকে ফিরে পেলাম। ভাবিনি আর মেয়েটাকে ফিরে পাব। চোখের জল তখন ধরে রাখতে পারছিলেন না উমা মল্লিক নামে ওই তরুণী। তিনি বলে উঠলেন, 'ওকে খুব মিস করব। তবে মেয়েটা নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে, এর থেকে তো ভালো কিছু হতে পারে না।'

শনিবার দুপুরে এমনই আবেগঘন দৃশ্য ধরা পড়ল ভক্তিনগর থানা এলাকায়। শহরের বাসিন্দা উমার হাত ধরে সাড়ে চার বছর বাড়ির বাইরে থাকার পর এক তরুণী আবার ফিরে গেল ২০০০ কিলোমিটার দূরে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলায়। পরিবারের কাছে 'নিরুদ্দেশ' হয়ে যাওয়া ওই তরুণী শিলিগুড়ি শহরে কীভাবে চলে এসেছিলেন, তা এখনও রহস্য। তবে পরিবারের হারিয়ে যাওয়া সদস্য ফের বাড়ি ফিরে যাওয়ার দৃশ্যে একসঙ্গে আবেগঘন হয়ে পড়ছিলেন তামিলনাড়ু ও ভক্তিনগর থানার পুলিশকর্মীরা।

শনিবার ওই তরুণী পরিবারের কাছে ফিরে গেলেও তাঁর পরিবারের খোঁজ শুরু হয়েছিল এক বছর দুই মাস আগে। উমার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে। তিনি একটি হোমও চালান। ঘোগোমালির সেই হোমেই

ছবি : এআই

তিনি থাকেন। গতবছর জানুয়ারি মাসে হঠাৎ করেই শালুগাড়ার মসজিদ রোড থেকে উমার কাছে ফোন যায়। উমা গিয়ে দেখেন, রাস্তার ধারে এক তরুণী বসে রয়েছেন। মাথায় চুল অগোছাল, মানসিকভাবে অসুস্থ। চোখে জল নিয়েই সেই দিনটার কথা বলছিলেন উমা, 'মেয়েটা নিজের বাড়ির কথাও বলতে পারছিল না। এরপর হোমে রেখেই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের প্রধান নির্মল বেরার কাছে তরুণীকে নিয়ে গিয়েছিলেন উমা। চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সাড়া দিতে শুরু করেন ওই তরুণী। তরুণীর ভাষা শুনে উমা বুঝতে পারেন, তিনি এই রাজ্যের নন। গত অক্টোবর মাসে বাড়ির ব্যাপারে প্রশ্ন করায় ওই তরুণী উমার কাছে বলে বসেন, 'কুম্ভকোনম'। এরপরই ইন্টারনেট সার্চ করে উমা দেখেন, কুম্ভকোনম তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলার একটি শহর। মথুরার এক ব্যক্তির সহযোগিতায় ওই এলাকার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন উমা। মাসদুয়েক আগে হঠাৎ করেই তাঞ্জাভুর জেলা প্রশাসন থেকে ফোন আসে, উমার কাছে। জানানো হয়, ওই জেলার একটি থানায় ওই তরুণীর নামে একটি মিসিং ডায়েরি দায়ের হয়েছিল ২০২২ সালে। কিছুদিনের মধ্যেই ওই তরুণীর পরিবারের সদস্যরা প্রশাসনের সহযোগিতায় যোগাযোগ করেন উমার সঙ্গে। উমা বলছিলেন, 'ভিডিও কলে ধীরে ধীরে নিজের দিদি ও জামাইবাবুকে চিনতে পারেন ওই তরুণী।'

ওই এলাকা থেকে শহর শিলিগুড়িতে ট্রেন সপ্তাহে একদিন করে ছাড়ে। শেষপর্যন্ত শুক্রবার রাতে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছান ওই তরুণীর দিদি ও জামাইবাবু। সঙ্গে আসে স্থানীয় থানার পুলিশও। বোনকে দেখে এদিন চোখে জল নিয়ে দিদি বলেন, 'ওর দুটো সন্তানও রয়েছে। স্বামী দিনের পর দিন অত্যাচার করার কারণে বোন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে থাকতে শুরু করেছিল। এরমধ্যেই হঠাৎ করে ২০২২ সালে প্রথমদিকে বাড়ির থেকে বেরিয়ে যায় বোন। তারপর আর ফিরে আসেনি।' সাড়ে চার বছর পর পরিবারের কাছে ফিরে ওই তরুণী বলেন, 'পরিবার থেকে আর কোনওদিন দূরে যাব না।'

নেইল আর্টে জানতেই হবে

ফ্যাশন আসে ফিরে ফিরে। এ জন্যই এখন আশির দশকের রীতি অনুসরণ করতে দেখা যাচ্ছে নন্দিনীদের। আশির দশকে প্রচলিত সাদাকালো জ্যামিতিক নকশা, গ্লিটার, সিকুইন, একরঙা সাদার প্রাধান্য চলছে নখের সজ্জায়।

এছাড়া চুলের রং ও মেকআপের সঙ্গে মিল রেখে নেইল আর্ট করার প্রবণতাও রয়েছে। ফ্রেঞ্চ টিপ, বোল্ড মেটালিক, রেডিয়েন্ট ওপাল, লেটারিং, ডটেড ডিজিটস, স্পারকাল, ইলেকট্রিক প্রিন্ট, গ্রাফিক লাইনস, মাল্টিকালার স্ট্রাইপসহ বিভিন্ন নকশার ব্যবহার হচ্ছে নেইল আর্টে।

নখের যত্ন

নখ সাজালেই হবে না। নখের সঠিক যত্নও নিতে হবে প্রতিদিন। কারণ, নেইলপালিশ ও রিমুভার ব্যবহার করার ফলে নখের আর্দ্রতা চলে যায়। এ ছাড়া নেইলপলিশের রাসায়নিক দ্রব্যও নখের ক্ষতি করতে পারে। এ জন্য নখের যত্নে কিছু সাধারণ জিনিস সব সময় মনে রাখা উচিত।

নখের যত্নে যা করবেন

● সব সময় ভালো মানের নেইলপালিশ ব্যবহার করা উচিত। ● দুই দিনের বেশি নেইলপালিশ নখে রাখা ঠিক নয়। তাই দু-তিন দিনের মধ্যেই ভালো কোনও রিমুভার দিয়ে নেইলপালিশ তুলে ফেলতে হবে। ● রিমুভার নখের আর্দ্রতা কেড়ে নেয়। তাই ময়েশ্চারাইজার-সমৃদ্ধ রিমুভার ব্যবহার করতে হবে। ● রিমুভার ব্যবহারের পর কুসুম গরম জলে কিছুক্ষণ হাত ভিজিয়ে রেখে ভালো কোনও লোশন লাগাতে হবে। ● নখ সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। পার্লারে গিয়ে নিয়মিত মেনিকিউর করালে ভালো হয়। এ ছাড়া বাড়িতে ঘরোয়া পদ্ধতিতেও মেনিকিউর করতে পারেন। ● প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন।

নখ সাজাবেন যা দিয়ে

ট্রেন্ডি ফ্যাশন অনুযায়ী বিভিন্ন নকশা ও রং দিয়ে নখকে সাজিয়ে নিতে পারেন। পার্লারে গিয়ে এমনকি নিজে নিজেই সেরে নিতে পারেন নখ আঁকা। উজ্জ্বল রংগুলো বেছে নিতে পারেন নখসজ্জার জন্য।

নখ সাজাতে যা প্রয়োজন

কিছু যন্ত্রপাতি আপনাকে ব্যবহার করতে হবে নখ সাজাতে। সেগুলো আপনার হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন। পলকা ডট, ঢেউ, স্ট্রাইপ ইত্যাদি নকশা করতে চাইলে ব্যবহার করতে পারেন চিকন তুলি, আইলাইনারের ব্রাশ, আলপিন, ববি পিন। এছাড়া বাজারে পাওয়া যায় নেইল আর্ট কিটস। এই কিট কিনে সহজেই নখ সাজাতে পারেন। নেইল কিটসে থাকে নানা যন্ত্রপাতি।

গ্যাস বাঁচুক রান্না চলুক

রান্নার গ্যাস বাড়ন্ত। হেঁশেলে টান। জেনে নিন গ্যাস বাঁচিয়ে রান্নার সেরা ১০ উপায়।

সময়, অসময়, দুঃসময়। যুদ্ধের কারণে বাঙালির হেঁশেলে গ্যাসের টান। গ্যাস বাঁচাতে প্রেসার কুকার ব্যবহার থেকে ঢেকে রান্না করা, মাঝারি বা কম আঁচে রান্না করা এবং নিয়মিত বার্নার পরিষ্কার রাখা খুব জরুরি। পাত্রের সাইজ অনুযায়ী বার্নার ব্যবহার এবং রান্না শুরুর আগে সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে গ্যাস বাঁচানো যায় অনেকখানি।

যেভাবে গ্যাস বাঁচাবেন--

• **ঢাকনা দিয়ে রান্না** : কড়াই বা হাঁড়ি ঢেকে রান্না করলে তাপ ভেতরে থাকে এবং খাবার দ্রুত সেদ্ধ হয়, ফলে গ্যাস কম লাগে।

• **প্রেসার কুকারের ব্যবহার** : ডাল, মাংস বা শক্ত সবজি রান্নার জন্য প্রেসার কুকার ব্যবহার করুন। এতে সময় ও গ্যাস— দুটোই বাঁচে।

• **আঁচ মাঝারি বা কম রাখুন** : অতিরিক্ত আঁচে রান্না করলে গ্যাস দ্রুত শেষ হয়, পাশাপাশি পাত্রের তলাও পুড়ে যেতে পারে।

• **বার্নার পরিষ্কার রাখুন** : বার্নার নোংরা থাকলে আগুন ঠিকমতো জ্বলে না, ফলে বেশি গ্যাস খরচ হয়।

• **পাত্রের আকার অনুযায়ী বার্নার** : বড় পাত্রে ছোট বার্নার এবং ছোট পাত্রে বড় বার্নার ব্যবহার করলে গ্যাস নষ্ট হয়।

• **রান্নার প্রস্তুতি** : সবজি কাটা, মশলা বাছাসহ রান্নার আগের যাবতীয় প্রস্তুতি একসঙ্গে করে তারপর ওভেন জ্বালান।

• **ফ্রিজের খাবার সরাসরি না দেওয়া** : ফ্রিজ থেকে বের করা খাবার সরাসরি ওভেনে না চড়িয়ে কিছুক্ষণ সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে তারপর গরম করুন।

• **কম জল ব্যবহার** : ভাতের বা সবজির ক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো জল দিন। বেশি জল সেদ্ধ করতে বেশি গ্যাস খরচ হয়।

• **ফুটন্ত অবস্থায় আঁচ কমান** : তরকারি ফুটতে শুরু করলে বা সেদ্ধ হয়ে এলে ওভেনের আঁচ কমিয়ে দিন।

• **লিক চেক করা** : রেগুলেটর, পাইপ ও ওভেনের নবে লিক আছে কিনা দেখুন।

ইকমিক কুকার

দুঃসময়ে রান্নাঘরে রঞ্জিত মল্লিকের দাদু

ইকমিক ঝিকমিক। জগন্নাথদেবের রান্নাঘর দেখে ভাবনাটা ঝিলিক খেলেছিল মাথায়। জ্বলন্ত উনুন। সেই উনুনের উপর বড়ো হাঁড়ি। তারপর ক্রমশ ছোটো থেকে আরও ছোটো। পরপর ছ-টা হাঁড়ি বসানো রয়েছে। প্রতিটি হাঁড়িতেই হচ্ছে রান্না। নিত্যদিন শয়ে শয়ে মানুষ পুরীর মন্দিরে প্রসাদ পান এই আজব রান্নাঘর থেকে। এ যে জাদু। এইভাবে রান্না হলে জ্বালানির সাশ্রয় হয়। পরিশ্রম বাঁচে। বজায় থাকে খাদ্যগুণ। বেঁচে যায় টাকাও।

বিষয়টা যাঁর চোখে পড়েছিল, তিনি ইন্দুমাধব মল্লিক। মাসকয়েকের চেষ্টাতেই তৈরি করে ফেললেন 'ইকমিক কুকার'। শব্দটা এসেছিল কীভাবে? 'হাইজিনিক'-এর 'ইক', 'ইকনমিক'-এর 'মিক'। সেইসঙ্গে 'কুকার'। সব মিলিয়ে ইকমিক কুকার। বলা ভালো, আজকের প্রেসার কুকারের পূর্বসূরি। বাঙালির হাতেই ইকমিক ঝিকমিকের জন্ম। কিন্তু কে মনে রেখেছে তাঁকে! আজকের এই দুর্দিনে সারা বিশ্বের সহায় হতে পারেন ইকমিক কুকারের আবিষ্কর্তা। শুধু কি ইকমিক কুকার, অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের দাদু ইন্দুমাধব শুধু কুকারের আবিষ্কর্তা নন। একইসঙ্গে তিনি চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, দেশপ্রেমিক, সুলেখক, সমাজসংস্কারক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

যেসব রান্না সহজে করতে পারবেন ইকমিকে

ইকমিক কুকারে অল্প সময়ে ও ঝামেলাহীনভাবে একসঙ্গে ভাত, ডাল, সবজি, মাছের ঝোল বা ডাব চিংড়ি ভাপা রান্না করা যায়। এটি বাষ্প বা ভাপে রান্নার জন্য সেরা, যা পুষ্টিগুণ বজায় রাখে। এছাড়া খিচুড়ি, আলুর দম, ডিম সেদ্ধ, স্যুপ, নুডলস বা বিভিন্ন রকমের স্টু সহজেই তৈরি করা সম্ভব।

● ভাপা পদ : ডাব চিংড়ি, মাছের ভাপা, পনির ভাপা।

● একসঙ্গে রান্না : নীচে জল দিয়ে তার ওপর টিফিন ক্যারিয়ারের বাটিতে ভাত, ডাল ও সবজি একসঙ্গে রান্না।

● ডাল ও ভাত : যেকোনও ধরনের ডাল, পোলাও বা খিচুড়ি।

● তরকারি ও স্টু : সবজির তরকারি, আলুর দম, চিকেন বা ভেজিটেবল স্টু।

● অন্যান্য : ডিম সেদ্ধ, নুডলস, স্যুপ বা গরম দুধ ফোটানো।

এটি মূলত ভাপে রান্নার পদ্ধতি ব্যবহার করে, তাই খাবারের স্বাদ ও সুগন্ধ বজায় থাকে।

যেভাবে কাজ করে

ইকমিক কুকার। বাষ্পীয় বা স্টিম কুকার। যেখানে একসঙ্গে ভাত, ডাল, সবজি ও মাছ বা মাংস রান্না করা যায়। এর ভেতরের আলাদা টিফিন কৌটো বা পাত্রগুলোতে যাবতীয় উপকরণ মাখিয়ে রাখা হয়। তারপর একসঙ্গে স্ট্যাপ করে বাইরের বড় পাত্রে জল দেওয়া হয়। ওভেনে বসিয়ে রান্না করা হয় ভাপে।

ইকমিকে যেভাবে রান্না করবেন--

● শুরুতে : মাছ, মাংস, সবজি বা ডাল আলাদা পাত্রে তেল, মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিন। ভাতের চাল ধুয়ে জল দিয়ে আরেকটি পাত্রে রাখুন।

● সাজান : পাত্রগুলো একটির ওপর একটি রেখে স্ট্যান্ডের সাহায্যে সেট করুন (নীচে শক্ত ও উপরে নরম খাবার রাখুন)।

● জল দিন : বড় বাইরের পাত্রটিতে ১-২ গ্লাস জল দিন। তার মধ্যে সেট করা পাত্রগুলো বসিয়ে ঢাকনা ভালো করে বন্ধ করুন।

● রান্না করুন: কুকারটি ওভেনের ওপর বসিয়ে দিন। বাষ্পে সব খাবার একসঙ্গে সেদ্ধ হয়ে যাবে।

● সময় : সাধারণ প্রেসার কুকারের তুলনায় এতে সময় কিছুটা বেশি লাগলেও, একসঙ্গে সম্পূর্ণ খাবার রান্না করা যায়। খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় থাকে সম্পূর্ণ ভাবে।

শুধু তাই নয়, ইকমিক কুকারে রান্না করা খাবার দীর্ঘক্ষণ গরম থাকে। এই দুঃসময়ে ইকমিকে আপনার সাশ্রয় হবে অনেকখানি।

কাঁচা ডিমে চুলে চারগুণ চমক

ডিম কেবল শরীরের নয়, খেয়াল রাখে চুলেরও। নির্জীব চুলে প্রাণ ফেরানোর পাশাপাশি চুল পড়া বন্ধ করতে কার্যকর ডিমের হেয়ার প্যাক। নিয়মিত কাঁচা ডিমের প্যাক ব্যবহার করলে চুল হবে নরম, মসৃণ ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

ডিমে থাকে প্রচুর প্রোটিন ও মিনারেল। আরও থাকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স যা চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে কাজ করে। এই উপাদানগুলো চুলের গোড়া শক্ত করতে কাজ করে। ডিমে থাকা বায়োটিনের কারণে চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ে কয়েকগুণ। নিয়মিত ডিম ব্যবহার করলে কমে আসে চুল পড়ার পরিমাণ। ডার্মাটোলজি অ্যান্ড থেরাপি জার্নালের গবেষণাপত্রে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

চলুন জেনে নিই চুলের যত্নে ডিম ব্যবহারের কিছু ঘরোয়া উপায় সম্পর্কে।

ডিম ও দুধ

চুলে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে ডিমের হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। এটি চুল মজবুত করে। মাস্কটি তৈরি করার জন্য একটি পাত্রে ২টি ডিম ফেটিয়ে নিন। এর সঙ্গে মেশান এক টেবিল চামচ মধু এবং এক টেবিল চামচ দুধ বা টক দই। সবগুলো উপাদান ভালো করে মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। মাস্কটি পুরো চুল ও মাথার তালুতে ভালো করে লাগিয়ে নিন। এরপর আধঘণ্টা অপেক্ষা করে শ্যাম্পু করে নিন।

ডিম ও অলিভ অয়েল

চুলের গোড়া শক্ত করতে কাজ করে ডিম। এদিকে অলিভ অয়েলও চুলের জন্যে দারুণ কার্যকরী। এই দুই উপাদান মিশিয়ে হেয়ার মাস্ক তৈরি করতে পারেন। এতে অল্পদিনেই উপকার পাবেন। সেজন্য প্রথমে একটি পাত্রে একটি ডিম ফেটিয়ে নিন। এবার তার সঙ্গে টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে নিতে হবে। উপাদান দুটি ভালো করে মিশিয়ে হেয়ার মাস্ক তৈরি করে নিন। এবার সেই মাস্ক চুলে লাগিয়ে নিন। মিনিট বিশেক অপেক্ষা করে শ্যাম্পু করে নিন।

ডিম, কলা ও মধু

বিভিন্ন কারণে চুল প্রাণহীন হয়ে পড়লে সাহায্য নিতে পারেন ডিমের। চুলের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে দিতে কাজ করে ডিমের হেয়ার মাস্ক। তার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে কলা ও মধু। প্রথমে একটি কলা চটকে নিন। এবার তার মধ্যে তিন টেবিল চামচ দুধ ও তিন টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। এরপর তার সঙ্গে মেশান একটি ডিম। সব উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এবার এই হেয়ার মাস্ক চুলে লাগিয়ে নিন। আধঘণ্টা অপেক্ষা করে শ্যাম্পু করে নিন। দিনকয়েকের মধ্যে পরিবর্তন আপনি নিজেই টের পাবেন।

টানা তুষারপাতে বরফে ঢাকা সড়কপথ। স্নো কাটার দিয়ে বরফ সরানোর কাজ চলছে ভদরওয়া-পাঠানকোট রোডে।

‘সংকটে রাজনীতি নয়’

নয়ডা, ২৮ মার্চ : ইরানে যুদ্ধের জেরে ভয়াবহ জ্বালানি সংকটে পড়েছে দেশ। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে টিম ইন্ডিয়া গড়ে সেই সংকটের মোকাবিলার ডাকও দিয়েছেন তিনি। শনিবার জেওয়ারের নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করেন মোদি। সেই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কড়া ভাষায় বিরোধীদের নিশানা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সংকটের সময় আমাদের এমন কোনও মন্তব্য করা ঠিক নয় যা দেশের ক্ষতি করে। যে সমস্ত কাজকর্মে দেশের ক্ষতি হয় তা দেশের নাগরিকরা কখনও বরদাস্ত করবেন না।’ এদিনও দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংকটের মোকাবিলা করার বার্তা দেন মোদি। তিনি বলেন, ‘বিকশিত ভারত গড়তে সবার প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। ১৪০ কোটি ভারতীয়ের উচিত কঠোর পরিশ্রম করা, আর একসঙ্গে আন্তর্জাতিক সংকটের মোকাবিলা করা।’

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পর এবার তিনি সরাসরি কথা বললেন সৌদি আরবের যুবরাজ তথা প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ বিন সলমনের সঙ্গে। ইরানের ক্রমাগত হামলা আর হরমুজ প্রণালীতে নৌ-অবরোধের জেরে যখন বিশ্ব অর্থনীতি টালমাটাল, তখন দুই রাষ্ট্রনেতার এই ফোনালাপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। মোদি স্পষ্ট জানিয়েছেন, নৌ-পরিবহণের পথগুলি সুরক্ষিত রাখা বিশ্বশান্তির জন্য অপরিহার্য। দুই নেতাই একমত হয়েছেন যে, কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের পথ বন্ধ হতে দেওয়া যাবে না। জ্বালানি পরিকাঠামোর ওপর ইরানি হামলার কড়া নিন্দাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই যুদ্ধ সংঘর্ষের মাঝে সৌদিতে থাকা ভারতীয়দের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সলমনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদি।

বিরোধীদের উদ্দেশে মোদি

> সংকটের সময় আমাদের এমন কোনও মন্তব্য করা ঠিক নয় যা দেশের ক্ষতি করে। যে সমস্ত কাজকর্মে দেশের ক্ষতি হয় তা দেশের নাগরিকরা কখনও বরদাস্ত করবেন না।
>
> নরেন্দ্র মোদি

জেওয়ারের বিমানবন্দরটি তৈরির ফলে দিল্লি-এনসিআরে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে বলেও দাবি করেন তিনি। নতুন কর্মসংস্থান এবং আর্থিক উন্নয়নের রথও ছুটবে বলে জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে মোদির সঙ্গে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু প্রমুখ। নয়ডা বিমানবন্দর তৈরিতে অতীতে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার এবং রাজ্যের সপা সরকার বাধা দিয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন নমো। তিনি বলেন, ‘২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত এই প্রকল্পটি ফাইলের আড়ালে রেখে দেওয়া হয়েছিল। দিল্লিতে আমাদের সরকার তৈরির পরও উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির সরকার প্রথম ২-৩ বছর আটকে রেখেছিল।’ নয়ডা বিমানবন্দরকে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কর্মসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উদাহরণ বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, ‘অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার ২০০৩ সালে এই বিমানবন্দর সংক্রান্ত ফাইল অনুমোদন করেছিল। সেইসময় অনেকের হয়তো জন্মও হয়নি। আবার যাঁদের বয়স সেসময় ৩৫ বছর ছিল তাঁরা এতদিনে হয়তো অবসর নিয়ে ফেলেছেন। তবুও বিমানবন্দর তৈরি হয়নি।’

নয়ডা বিমানবন্দর তৈরিতে দেরির নেপথ্যে কুসংস্কারকে দায়ী করেন মোদি। তাঁর কথায়, ‘আগে ভোটে হেরে যাওয়ার ভয়ে নয়ডায় আসতে চাইতেন না এখানকার শাসকরা। আমার মনে আছে, যখন সপা সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন আমি নয়ডা আসার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী চলেননি। আমাকেও ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম এখানকার মানুষের আশীর্বাদ আমাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানুষের সেবা করার শক্তি দেবে। আজ দেখুন, এই এলাকা গোটা বিশ্বকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।’

মিড-ডে মিলে টান, কেন্দ্রের বঞ্চনায় বাংলা

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : বাংলার গরিব পড়ুয়াদের ভাতের থালাতেও কি এবার রাজনীতির টানাপড়েন? সংসদের স্থায়ী কমিটির সাম্প্রতিক রিপোর্টে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে, তাতে কপালে ভাঁজ পড়ারই কথা। রিপোর্ট বলছে, ‘পিএম পোষণ’ বা আমাদের চেনা মিড-ডে মিল প্রকল্পে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গকে একটি পয়সাও কেন্দ্রীয় সহায়তা দেওয়া হয়নি। দিল্লি আর নবান্নের এই দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক ও আর্থিক লড়াইয়ের মাশুল কি তবে স্কুলছুট হতে চলা কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রীকেই দিতে হবে? প্রশ্নটা জোরালো হচ্ছে।

সংসদের শিক্ষা ও শিশু কল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির রিপোর্টে স্কুল শিক্ষার কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে এসেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৬২ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত খরচ হয়েছে তার মাত্র অর্ধেক। কমিটির স্পষ্ট মত— প্রশাসনিক লাল ফিতের ফাঁস, জটিল প্রক্রিয়া আর কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের অভাবই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। পিএম পোষণ প্রকল্পে বরাদ্দ আর খরচের মধ্যে আকাশ-পাতাল

ফারাক থাকায় আলাদা করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কমিটি। পরিসংখ্যান বলছে, দেশজুড়ে এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যাও ২০২২ সালের ১২.১৬ কোটি থেকে কমে ২০২৪-২৫ সালে ১০.৯৯ কোটিতে নেমে এসেছে।

রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ২০২২-২৩ সাল থেকে রাজ্য কোনও কেন্দ্রীয় টাকা পায়নি। এই জট কাটাতে কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে একসঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা দপ্তর যে টাকা চেয়েছিল, তার তুলনায় ১৫ শতাংশ কম বরাদ্দ দিয়েছে অর্থ মন্ত্রক। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া বা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার স্কুলগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে, তা কমিটির মতে কার্যত নামমাত্র। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলোতে ১৭ শতাংশ এবং নবোদয় বিদ্যালয়ে প্রায় ২৯.৫ শতাংশ শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে। সব মিলিয়ে, খাতা-কলম থেকে শুরু করে ভাতের থালা— সর্বত্রই এখন বঞ্চনা আর ধোঁয়াশার পাহাড়।

মাঝআকাশে বিকল ইঞ্জিন

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : মাঝআকাশে আচমকা বিকল ইঞ্জিন! শনিবার সকালে বিশাখাপত্তনম থেকে ১৬১ জন যাত্রী নিয়ে দিল্লিগামী ইন্ডিগোর বিমানে (উড়ান ৬ই৫৭৯) এই যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়তেই চরম আতঙ্ক ছড়ায়। সকাল ১০টা ৫৩ মিনিট নাগাদ এটিসি-তে জরুরি অবতরণের বার্তা পৌঁছতেই দিল্লি বিমানবন্দরে ‘ফুল ইমার্জেন্সি’ জারি করে প্রস্তুত রাখা হয় দমকল। তবে পাইলটের চরম তৎপরতায় সকাল ১১টা নাগাদ বোয়িং ৭৩৭-৮০০ বিমানটি নিরাপদে রানওয়ে ছুঁলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন যাত্রীরা।

বারবার বোয়িং ৭৩৭-এর সিএফএম-৫৬ ইঞ্জিনে এহেন প্রাণঘাতী গোলযোগ আন্তর্জাতিক উড়ান-নিরাপত্তাকেই বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গত মাসেও দিল্লিতে স্পাইসজেটের একটি বিমানে একই ঘটনা ঘটেছিল। এমনকি, এই ত্রুটির জেরে গত বছর আর্জেন্টিনাকেও আটটি বোয়িং বিমান বসিয়ে দিতে হয়। শনিবারের এই ঘটনার পর বোয়িংয়ের নিরাপত্তা-বিতর্ক ফের জোরালো হল।

জখম ৫ ভারতীয়

আবু ধাবি, ২৮ মার্চ : ইরান যুদ্ধের রেশ ছড়াচ্ছে আশপাশের দেশগুলিতে। শনিবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে (ইউএই) আছড়ে পড়েছে মাঝআকাশে ধ্বংস হওয়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আবু ধাবির খালিফা ইকনমিক জোনে এই ধ্বংসাবশেষ আছড়ে পড়ার ফলে অন্তত পাঁচজন ভারতীয় আহত হয়েছেন।

আবু ধাবি মিডিয়া অফিসের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে এই ঘটনায় পাঁচজন ভারতীয় নাগরিক আহত হয়েছেন। তাঁদের আঘাতের মাত্রা মাঝারি থেকে সামান্য।’ ক্ষেপণাস্ত্রটি আকাশপথেই ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল আমিরশাহির এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। তবে সেটির ভাঙা অংশ নীচে পড়লে এলাকায় দুটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

বৃহস্পতিবারও একই ধরনের ঘটনায় একজন ভারতীয় এবং এক পাকিস্তানি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল। সেই সময় ভারতীয় দূতাবাস শোক বার্তায় বলেছিল, ‘নিহত ভারতীয়ের পরিবারকে সব ধরনের সহায়তা দিতে আমরা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখছি।’ আজকের ঘটনার পর সাধারণ মানুষকে গুজব এড়িয়ে শুধু সরকারি তথ্যের ওপর ভরসা রাখার আবেদন জানিয়েছে ইউএই প্রশাসন।

জলমগ্ন রাস্তায় কাজ করে চলেছেন সাফাইকর্মী। শনিবার গুয়াহাটিতে।

২ এলপিজি ট্যাংকারের যাত্রায় ছাড় ইরানের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : ভারতের জন্য হরমুজ প্রণালী মুক্ত। আরও দুটি ভারতমুখী এলপিজি ট্যাংকারের যাত্রায় সবুজ সংকেত দিয়ে নিজেদের অবস্থান ফের স্পষ্ট করে দিল ইরান। ওই দুটি এলপিজি ট্যাংকারে ৯০ হাজার টনেরও বেশি রান্নার গ্যাস রয়েছে। বিডব্লিউইএলএম এবং বিডব্লিউটিওয়াইআর ইতিমধ্যে ওমান উপসাগরের দিকে এগোচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এই দুটির পাশাপাশি অপরিশোধিত তেলভর্তি আরও ৫টি ভারতীয় ট্যাংকার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেগুলিও যাত্রার ছাড়পত্রের অপেক্ষায়। উপসাগরীয় এলাকায় এখনও ২০টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছাড়পত্র

ভারতকে বন্ধুত্বের বার্তা

মেলার আশায় ফাঁকা জাহাজগুলিতে দ্রুত এলপিজি ভরছে ভারত।

সম্প্রতি ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সেদেশের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘাচি জানিয়েছিলেন, চিন, রাশিয়া, ইরাক ও পাকিস্তানের পাশাপাশি ভারতের জাহাজগুলির জন্যও হরমুজ প্রণালীর রাস্তা উন্মুক্ত। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখনও পর্যন্ত চারটি জাহাজ হরমুজ পেরিয়ে ভারতে নোঙর করেছে। গ্যাস সংকটে জেরবার ভারতের কাছে ইরানের এই সবুজ সংকেত একরাশ স্বস্তি দিয়েছে। কারণ, হরমুজ দিয়েই ভারতের জ্বালানির সিংহভাগ আমদানি করে নয়াদিল্লি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ইরানি কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের পরিচয় সুনিশ্চিত করতে এবং ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে ভারতীয় জাহাজগুলো সাধারণ রুট বদলে লারক ও কেশম দ্বীপের মধ্যবর্তী এক বিশেষ পথে চলাচল করছে। এর মধ্যেই ইরানের সবুজ সংকেত নয়াদিল্লির জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বিরাট জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই পদক্ষেপের ফলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভারতে রান্নার গ্যাসের জোগান স্বাভাবিক হবে এবং সাধারণ মানুষের উদ্বেগ প্রশমিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিশুদের জন্য সমাজমাধ্যম নিষিদ্ধ ইন্দোনেশিয়ায়

জাকার্তা, ২৮ মার্চ : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম দেশ হিসাবে শিশুদের জন্য সমাজমাধ্যম ব্যবহারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করল ইন্দোনেশিয়া। শনিবার থেকে কার্যকর হওয়া নতুন আইন বলছে, অনূর্ধ্ব-১৬ কিশোর-কিশোরীরা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, ইউটিউব ও রবলক্সের মতো ‘দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ’ প্ল্যাটফর্মগুলি আর ব্যবহার করতে পারবে না।

মূলত সাইবার বুলিং, পর্নোগ্রাফি এবং অনলাইন জালিয়াতির হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করতেই এই কঠোর পদক্ষেপ। দেশের প্রায় ৭ কোটি শিশু এই নতুন নিয়মের আওতায় আসবে। অস্ট্রেলিয়ার আদলে তৈরি এই নীতি অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট টেক জায়েন্টগুলির ওপর কঠোর শাস্তির খাঁড়া নেমে আসবে। ইতিমধ্যে টিকটক ও এক্স তাদের প্ল্যাটফর্মে বয়স যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সরকারের মতে, শিশুদের জন্য নিরাপদ ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা একটি সম্মিলিত দায়িত্ব। অনেকে মনে করেন, শিশুদের ইন্টারনেট থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার চেয়ে ডিজিটাল জগতকে নিরাপদ করাই বেশি জরুরি।

ছাত্রকে ‘জঙ্গি’ সম্বোধন অধ্যাপকের

বেঙ্গালুরু, ২৮ মার্চ : বেঙ্গালুরুর পিইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মুসলিম ছাত্রকে ‘জঙ্গি’ বলে সম্বোধন করার অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত অধ্যাপক ড. মুরলীধর দেশপান্ডে ক্লাসরুমের ভেতরেই আফান নামে এক ছাত্রকে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ছাত্রটি বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে অধ্যাপক মেজাজ হারিয়ে তাকে ‘জঙ্গি’ বলেন এবং ইরান যুদ্ধের জন্য দায়ী করে ‘নরকে’ যাওয়ার অভিশাপ দেন। এমনকি ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে নিয়ে যাবে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

এই নক্করজনক ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন

উত্তাল বেঙ্গালুরু

এনএসইউআই (NSUI) ওই অধ্যাপকের কঠোর শাস্তি ও প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানিয়েছেন, অভিযুক্ত অধ্যাপককে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে।

‘কংগ্রেস ছেড়ে বেরোতে চায় ৯৯ শতাংশ হিন্দু’

গুয়াহাটি, ২৮ মার্চ : অসমে বিধানসভা নির্বাচনের রণভেরি বাজতে না বাজতেই রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা দাবি করেছেন, অসম কংগ্রেসের ৯৯ শতাংশ হিন্দু সদস্য দল ছাড়তে মরিয়া। আগামী ৯ এপ্রিলের নির্বাচনের পর কংগ্রেস একটি ‘একক সম্প্রদায়ের’ দলে পরিণত হবে বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘অসমের প্রায় ৯৯ শতাংশ হিন্দু কংগ্রেস ছাড়তে চায়। রাজ্যে দলটির ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর কংগ্রেস শুধু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দল হিসাবে টিকে থাকবে।’ বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলে তথাকথিত ‘মিয়াঁ’দের (পরিযায়ী মুসলিম) মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘যারা বাংলাদেশ থেকে এসে অসমের জমি দখল করেছে, তাদের হাত-পা আমরা রাজনৈতিকভাবে ভেঙে দিয়েছি। এবার এমন ব্যবস্থা করব যাতে তারা অসমের মানুষের দিকে তাকানোর সাহস না পায়।’

হিমন্তের মন্তব্যে তোলপাড় অসম

> অসমের প্রায় ৯৯ শতাংশ হিন্দু কংগ্রেস ছাড়তে চায়। রাজ্যে দলটির ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর কংগ্রেস শুধু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দল হিসাবে টিকে থাকবে।
>
> হিমন্ত বিশ্বশর্মা

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস। কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের পালটা অভিযোগ, ‘হিমন্ত বিশ্বশর্মা হারের ভয়ে মানুষের মধ্যে মেরুকরণ তৈরির চেষ্টা করছেন। তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈকে ভয় পান বলেই বারবার বাংলাদেশিদের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন।’ অসমে কংগ্রেসের ‘মুখ’ গৌরব গগৈয়ের কৌশলী মন্তব্য, ‘আমি ওদের (বিজেপি) বিনা খরচে প্রচারে আসার সুযোগ দেব না।’

ভোটের মুখে অসমে প্রদ্যোত বরদলৈ, ভূপেন কুমার বরার মতো দাপুটে কংগ্রেস নেতারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। হিমন্তের দাবি, গত ৫ বছরে ১.৬৫ লক্ষ সরকারি চাকরি এবং ব্যাপক উন্নয়নের নিরিখে বিজেপি এবার রেকর্ড গড়ে ক্ষমতায় ফিরবে। আগামী ৯ এপ্রিল অসমে ভোটগ্রহণ এবং ফলপ্রকাশ হবে ৪ মে।

দপ্তর নিয়ে সাময়িক স্বস্তি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : বাড়ি খালি করা নিয়ে মাথাব্যথা সাময়িক কমল কংগ্রেসের। দীর্ঘদিনের সদর দপ্তর ২৪ নম্বর আকবর রোড খালি করার সময়সীমা পেরোনোর ঠিক একদিন আগে কেন্দ্রের তরফে তাদের স্বস্তি দেওয়া হয়েছে।

ডিরেক্টরেট অফ এস্টেটস আগামী ২৮ মার্চের মধ্যে লুটিয়েন্স দিল্লির এই ঐতিহাসিক বাংলোটি খালি করার নোটিশ দিয়েছিল। তবে অশোক গেহলট ও অজয় মাকেনের মতো প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে সরকারের পর্দার পিছনের আলোচনার পর এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় ছয় মাসের স্থগিতাদেশ মিলেছে। গত বছরের ১৫ জানুয়ারি কংগ্রেস তাদের নতুন সদর দপ্তর ‘ইন্দিরা ভবন’-এ স্থানান্তরিত হলেও অনেক শাখা সংগঠন এখনও পুরোনো বাড়ি থেকেই কাজ চালাচ্ছে।

ফি-বছর মৃত ছেলের বিয়ে দেন দম্পতি

হায়দরাবাদ, ২৮ মার্চ : মৃত্যুর পর স্মৃতি ছাড়া তো কিছু থাকে না। মৃত সন্তানের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই ভালোবাসার অদ্ভুত আখ্যান রচনা করেছেন তেলেঙ্গানার পুত্রহারা এক দম্পতি। মেহবুবাবাদ জেলার সন্তুলাল পোডা থান্ডা গ্রামে ফি বছর ওই দম্পতি এক অদ্ভুত বিয়ের আসর বসান শ্রীরামনবমীর পুণ্য তিথিতে। চারদিকে সানাই বাজে, আসেন নিমন্ত্রিত অতিথিরা, চলে ভূরিভোজ। তবে এই বিয়ের পাত্রপাত্রী হিসাবে রক্তমাংসের কোনও যুগলকে দেখা যায় না। থাকে শুধু পাথরের দুটি মূর্তি। গত ২৩ বছর ধরে এভাবেই পুত্রের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করেন লালু ও সুকাম্মা।

ঘটনাটি ২৩ বছর আগের। লালু কোটি ও তাঁর স্ত্রী সুকাম্মার একমাত্র সন্তান রাম কোটি ভালোবেসেছিলেন এক তরুণীকে। কিন্তু তরুণীর পরিবারের বাধার মুখে রাম কোটি

আত্মঘাতী হন। তার ঠিক কয়েকদিন পরেই শোক সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু হয় সেই তরুণীরও। সুকাম্মা জানান, ঘটনার কিছুদিন পর ছেলে তাঁর স্বপ্নে এসে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছার কথা জানায়।

ছেলের সেই শেষ ইচ্ছে পূরণ করতেই লালু ও সুকাম্মা তাঁদের বাড়ির আঙিনায় তৈরি করেন একটি ছোট মন্দির। সেখানে রাম কোটি ও তাঁর প্রেমিকার মূর্তি স্থাপন করা হয়। গত ২৩ বছর ধরে নিয়ম করে প্রতি বছর মহাসমারোহে এই দুই মূর্তির প্রতীকী বিয়ের আসর বসান তাঁরা। হিন্দু শাস্ত্রীয় রীতি মেনে মন্ত্রোচ্চারণ, মালাবদল থেকে শুরু করে বিয়ের যাবতীয় আচার পালন করা হয়। গ্রামের মানুষও দম্পতির আবেগ ও স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দম্পতির কথায়, ‘ছেলে, ছেলের বউ তো আর ফিরে আসবে না। তাদের স্মৃতিটুকুই থাক।’

ভোটের বাজারে এবার ‘ফ্রি’ ফ্রিজ

চেন্নাই, ২৮ মার্চ : মিক্সি, গ্রাইন্ডার বা রঙিন টিভির যুগ শেষ! ভোটের বাজারে তামিলনাড়ুর আমজনতার ঘর এবার আস্ত ইলেকট্রনিক্স শোরুম হতে চলেছে। কারণ, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে ক্ষমতায় এলে রাজ্যের ২ কোটি ২২ লক্ষ রেশন কার্ডগ্রাহককে একেবারে নিখরচায় রেফ্রিজারেটর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল এডিএমকে! শুধু কি ফ্রিজ? রান্নার জন্য ১ কেজি ডাল, ১ লিটার ভোজ্য তেল এবং মূল্যবৃদ্ধির ছ্যাঁকা থেকে বাঁচতে এককালীন নগদ ১০ হাজার টাকা দেওয়ার কথাও জোর গলায় ঘোষণা করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ইডাপ্পাড়ি কে পালানিস্বামী।

বোঝাই যাচ্ছে, ডিএমকে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার আগুনে জল ঢালতে একেবারে ‘চিলড’ ফ্রিজের শরণাপন্ন হয়েছে এডিএমকে। এখানেই শেষ নয়, মহিলাদের জন্য মাসে ২ হাজার টাকা ভাতা থেকে শুরু করে স্কুটার কেনায় ভর্তুকি— প্রতিশ্রুতির ঝুড়ি উপুড় করে দিয়েছেন পালানিস্বামী। তাঁর দাবি, এই ফ্রিজ নাকি গৃহবধূদের কাজের চাপ কমাবে! এদিকে রাজ্যের ঘাড়ের ওপর যে বিপুল ঋণের বোঝা, এই খয়রাতির টাকা কোথা থেকে আসবে? সেই প্রশ্ন অবশ্য হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন এডিএমকে নেতা। তাঁর সাফ কথা, আগে তো গদিতে বসি, তারপর টাকার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে!

অস্বীকার নয়াদিল্লির

মোদি-ট্রাম্পের ফোনালাপে কি ‘হাজির’ মাস্ক?

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার রণক্ষেত্রে যখন বারুদের গন্ধ তীব্র হচ্ছে, ঠিক তখনই কূটনৈতিক অলিন্দে এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল আন্তর্জাতিক মহল। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে চলা ‘অত্যন্ত সংবেদনশীল’ ফোনালাপে আচমকাই ঢুকে পড়েছিলেন বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি এলন মাস্ক। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের এহেন রিপোর্টে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের একান্ত আলোচনায় একজন বেসরকারি ব্যক্তির উপস্থিতি কূটনৈতিক প্রোটোকলের নিরিখে বিরল। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর মোদি-ট্রাম্পের এটিই ছিল প্রথম কথোপকথন। সূত্রের খবর, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বিশ্ব অর্থনীতির লাইফলাইন ‘হরমুজ প্রণালী’। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া ‘অগ্রহণযোগ্য’। তিনি বলেন, ‘হরমুজ প্রণালী খোলা রাখা এবং নিরাপদ থাকা বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য।’

কিন্তু এই গুরুগম্ভীর আলোচনার মাঝে মাস্কের ভূমিকা কী ছিল? তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। যদিও সরকারিভাবে হোয়াইট হাউস বা সাউথ ব্লক মাস্কের উপস্থিতির কথা স্বীকার করেনি, তবে মার্কিন আধিকারিকদের দাবি, মাস্ক লাইনেই ছিলেন। আবার সাউথ ব্লকের একটি সূত্রের বক্তব্য, ‘এই ধরনের একটি খবর আমাদের নজরে এসেছে। ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ফোনে শুধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কথা হয়েছিল। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক আগেই জানিয়েছে দুই শীর্ষ নেতা পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেছেন।’ গত বছর ট্রাম্পের সঙ্গে মাস্কের তিক্ততার খবর সামনে এলেও, এই ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তাঁদের মধ্যে বরফ গলেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মাস্কের উপস্থিতি নিছক সৌজন্য নয়। ভারতে ‘স্টারলিংক’ বা মহাকাশ গবেষণায় মাস্কের বিনিয়োগের আগ্রহ এবং পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থ এই সমীকরণের নেপথ্যে থাকতে পারে। যদিও যুদ্ধের আবহে এক বেসরকারি পুঁজিপতির এমন ‘ব্যাকচ্যানেল’ প্রভাব বিশ্ব কূটনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

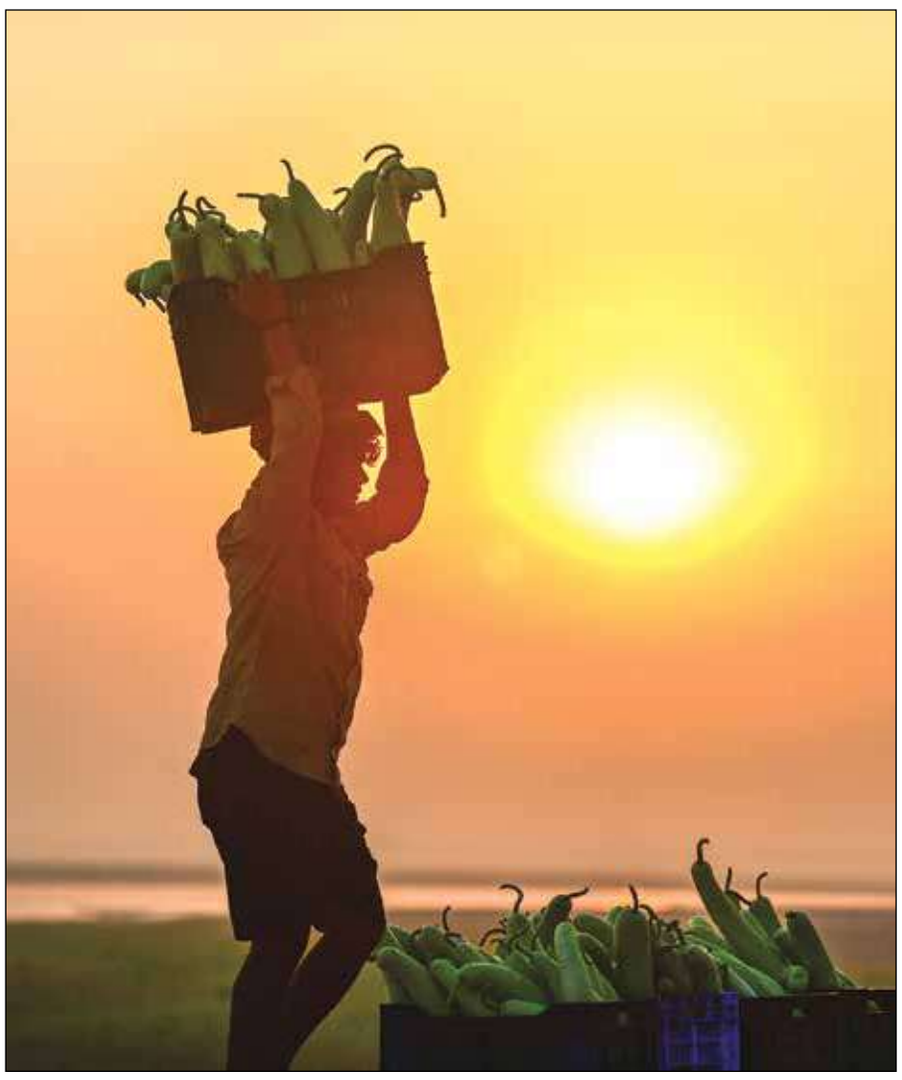

ফসল নিয়ে বাজারের পথে... *শনিবার প্রয়াগরাজে।*

যুদ্ধ শেষের পথের খোঁজ ডোনাল্ডের

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ২৮ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে বারুদের ধোঁয়া আর মাটিতে ধ্বংস-রক্তপাতের এক মাস পূর্ণ হল। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ বাহিনীর তেহরান আক্রমণের মাধ্যমে যে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল, তা এখন গোটা বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মাত্র এক মাসে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষ, যাঁদের মধ্যে ১,৯০০ জন ইরানি নাগরিক। যুদ্ধের প্রথম ২৪ ঘণ্টায় দেড়হাজার লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়ে আমেরিকার ধারণা ছিল ইরান দ্রুত ভেঙে পড়বে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উলটো ছবি।

সিংহভাগ শীর্ষনেতৃত্ব ও সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা খামেনেইকে হারানোর পরেও ইরান নজিরবিহীন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। খামেনেইয়ের পুত্র মোজতবা খামেনেইকে নতুন নেতা ঘোষণা করা হলেও তিনি জনসমক্ষে আসেননি, তবে আইআরজিসি এবং ড্রোন বাহিনী তাদের ‘শাহেদ’ ড্রোনের মাধ্যমে পারস্য উপসাগরকে কার্যত দুর্গে পরিণত করেছে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি গর্ব করে বলেছেন, ‘ইতিহাসে কোনও জাতি এক মাস ধরে বিশ্বের বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তির সামনে এভাবে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি।’

আক্ষরিক অর্থে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে ‘হরমুজ প্রণালী’। বিশ্বের ২০ শতাংশ জ্বালানি সরবরাহের এলাকাটি এখন ইরানের নিয়ন্ত্রণে। জলপথ উদ্ধারে মরিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রসিকতার ছলে একে ‘স্ট্রেইট অফ ট্রাম্প’ বলে অভিহিত করেছেন, যা আদতে সেখানে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের ইঙ্গিত। পেন্টাগন ইতিমধ্যে ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’র আওতায় হরমুজ প্রণালীতে ঘাতক নৌ-ড্রোন ‘গার্ক’ মোতায়েন করেছে। আমেরিকার লক্ষ্য, ইরানের অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড ‘খার্গ দ্বীপ’ দখল করা, যেখান থেকে দেশটির ৯০ শতাংশ তেল রপ্তানি হয়।

- ‘শাহেদ’ ড্রোনকে কাজে লাগিয়ে পারস্য উপসাগরকে দুর্গে পরিণত করেছে ইরান
- হরমুজ প্রণালী এখন ইরানের কবজায়
- ট্রাম্প একে ‘স্ট্রেইট অফ ট্রাম্প’ বলে অভিহিত করে সেখানে নৌ-ড্রোন মোতায়েন করেছেন
- হরমুজ অবরুদ্ধ হওয়ায় ভারতে রান্নার গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে
- আমেরিকার লক্ষ্য , ইরানের ‘খার্গ দ্বীপ’ দখল করা

যুদ্ধের আঁচ লেগেছে ভারতেও। হরমুজ প্রণালীতে জট সৃষ্টি হওয়ায় ভারতে রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। যদিও ভারত সহ পাঁচটি বন্ধু রাষ্ট্রের জন্য ইরান ‘সেফ ট্রানজিট’-এর ব্যবস্থা করেছে, তবুও ২২টি ভারতীয় জাহাজ এখনও সেখানে আটকে আছে। মোদি সরকার এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সতর্কভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে।

কূটনৈতিক স্তরে ওমান, পাকিস্তান ও মিশরের মাধ্যমে ব্যাক-চ্যানেল আলোচনা চললেও তাতে বিশেষ গতি নেই। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ১০ হাজার ইরানি লক্ষ্যবস্তু ধ্বংসের দাবি করলেও শান্তি প্রস্তাব নিয়ে দু-পক্ষের অনড় অবস্থান কাটছে না। ট্রাম্প ৬ এপ্রিল পর্যন্ত ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা স্থগিত রাখার ঘোষণা দিলেও ইরান তা ‘একতরফা’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর দীর্ঘ অনুপস্থিতি নিয়েও আন্তর্জাতিক মহলে রহস্য দানা বেঁধেছে। আগামী দশ দিনই ঠিক করে দেবে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কি আলাপ-আলোচনার পথে থামবে, নাকি খার্গ দ্বীপ দখলের মাধ্যমে এক ভয়াবহ সামরিক পরিণতির দিকে এগোবে।

নীতীশের বিকল্প বাছতে হিমসিম দশা বিজেপির

পাটনা, ২৮ মার্চ : বিহারের রাজনীতিতে নীতীশ কুমার মানেই এক রহস্যময় সমীকরণ। একদিকে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দিল্লির পথে পা বাড়াচ্ছেন, অন্যদিকে বিহারের মাটিতে ‘সমৃদ্ধি যাত্রা’র মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু এই পালাবদলের আবহে সবথেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে—কে হবেন বিহারের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী?

এই অবস্থায় নীতীশ কুমার কবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেবেন তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে নীতীশ কুমারকে বিহার বিধান পরিষদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে। বিধানসভার স্পিকার প্রেম কুমার জানিয়েছেন, ৩০ মার্চ পর্যন্ত সময় রয়েছে নীতীশের হাতে। তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছেন ১৬ মার্চ। জেডিইউ নেতা সঞ্জয় কুমার ঝা জানিয়েছেন, নীতীশ কুমার সাংবিধানিক প্রক্রিয়া মেনেই কাজ করবেন। তবে বিধান পরিষদের সদস্যপদ ছাড়লেও সর্বোচ্চ ৬ মাস পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারেন নীতীশ কুমার। এই অবস্থায় তিনি যেভাবে জেলা সফর ও একের পর এক প্রকল্পের উদ্বোধন করছেন তাতে স্পষ্ট যে, তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতার রাশ নিজের হাতে রাখতে মরিয়া। ফলে তিনি কবে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেবেন আর কবেই বা বিহারে বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবেন, তা নিয়ে জট ক্রমশ বাড়ছে।

নীতীশের পর মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে সবথেকে এগিয়ে রয়েছেন বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী। কুর্মি-কোয়েরি ভোটব্যাংকের বড় অংশ তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকায় বিজেপির কাছে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দলের অন্দরে একটি বড় অংশের আশঙ্কা, সম্রাট চৌধরী হয়তো নীতীশ কুমারের ছায়া থেকে বেরোতে পারবেন না। অতীতে সুশীল কুমার মোদি যেভাবে নীতীশ কুমারের প্রতি অনুগত ছিলেন, সম্রাটের রাজনৈতিক উত্থানও নীতীশের হাত ধরেই। ফলে বিজেপি চাইছে এমন একজন মুখ, যিনি নীতীশ-নির্ভরতা কাটিয়ে এককভাবে দলকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

সূত্রের খবর, আরএসএস-ও সম্রাট চৌধরীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে খুব একটা আগ্রহী নয়। কারণ,

তাঁর অতীত রাজনৈতিক জীবন। তিনি আরজেডি এবং জেডিইউ হয়ে বিজেপিতে এসেছেন। সংঘ চাইছে বিহারে একজন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির ‘খাঁটি’ মুখ, যিনি দলিত বা অতি অনগ্রসর সমাজ থেকে আসবেন। এই পরিস্থিতিতে নীতীশ কুমার ক্ষমতা ছাড়ার আগে নিজের দলের এবং নিজের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের (ছেলের ভবিষ্যৎ) নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চাইছেন। জেডিইউ কেবল মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়ার বিনিময়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা দু’টি উপমুখ্যমন্ত্রী পদ, স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং বিধানসভার স্পিকার পদের দাবি জানিয়েছে।

ওলির গ্রেপ্তারে ফের খণ্ডযুদ্ধ কাঠমান্ডুতে

কাঠমান্ডু, ২৮ মার্চ : নতুন তরুণ প্রজন্মের চাহিদা মেনে তিনি যে কড়া ধাতেই সরকার চালাবেন, তা শপথগ্রহণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নেপালের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। শুক্রবার তখতে বসেছেন তিনি। আর তারপরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখককে। কিন্তু বালেন্দ্রর এই সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে ফিরেছে। শনিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ ও পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন ওলির সমর্থকরা।

শনিবার ভোরে ওলি এবং লেখককে তাঁদের ভক্তপুরের বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে কাঠমান্ডু ভ্যালি পুলিশ। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দুর্নীতিবিরোধী ‘জেন-জি’ আন্দোলন দমনে হিংসাত্মক ভূমিকা ও প্রাণহানির অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে এই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ওলির গ্রেপ্তারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই কাঠমান্ডু উপত্যকা জুড়ে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁর দল নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (ইউএমএল)-এর কর্মী-সমর্থকরা।

বিক্ষোভকারীরা কাঠমান্ডুর রাজপথে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। অনেক জায়গায় গত বছরের সেপ্টেম্বর আন্দোলনের তদন্তকারী ‘কারকি কমিশন’-এর রিপোর্টের প্রতিলিপি পুড়িয়েও ক্ষোভ উগরে দেন সমর্থকরা। পালটা পুলিশ সহ সশস্ত্র বাহিনী বিক্ষোভ দমনে সক্রিয় হলে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়, যাতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন বলে খবর। মূলত চ্যসাল এলাকায় ইউএমএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কাছে পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

গত বছরের জেন-জি আন্দোলনে অন্তত ১৯ জন (মতান্তরে ৭৭ জন) বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছিল, যার দায় ওলি সরকারের ওপর বর্তায়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শুক্রবার শপথ নেওয়ার পর প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকেই ওই তদন্ত রিপোর্ট কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেন। ওলির দল এই গ্রেপ্তারিতে সরাসরি ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ হিসাবে দেগে দিয়েছে। দলের সাধারণ সম্পাদক মহেশ বাসনেত অভিযোগ করেছেন, নতুন সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কাজ করেছে। অন্যদিকে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারিও এই পদক্ষেপকে ‘অপরিণত’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর ফলে দেশে অস্থিরতা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

৭৪ বছর বয়সি ওলির আগেই দু-দু’বার কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ইউএমএল নেতৃত্ব রবিবার দুপুর ১২টায় দেশব্যাপী বড় ধরনের বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। প্রতিটি জেলা সদর দপ্তরে বিক্ষোভ মিছিল শেষে জেলা প্রশাসকের কাছে প্রতিবাদপত্র জমা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে নতুন সরকারের পথচলার শুরুতেই নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

এদিকে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বালেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অভিনন্দনবার্তার জবাবে তিনি বলেন, ‘আমাদের দুই দেশের বহুমুখী সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি আপনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে আগ্রহী।’ তিনি দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

সমুদ্র মাপছে চিন, নিশানায় আমেরিকা

বেজিং, ২৮ মার্চ : বিজ্ঞানের মোড়কে আসলে নিঃশব্দে যুদ্ধের সলতে পাকাচ্ছে বেজিং! প্রশান্ত, ভারত এবং সুমেরু মহাসাগরের তলদেশে মেগা-ম্যাপিং শুরু করেছে চিনা ‘গবেষণা’ জাহাজগুলি। আর এই পুরো ব্লু-প্রিন্টেরই মূল নিশানা— আমেরিকা।

তাইওয়ান, গুয়াম থেকে শুরু করে মালাক্কা প্রণালীর মতো কৌশলগত এলাকাগুলো এখন চিনা গুপ্তচর জাহাজগুলোর অবাধ বিচরণক্ষেত্র। খাতায়কলমে ‘ডং ফাং হং ৩’-এর মতো এই ডজন খানেক জাহাজ খনিজ বা সামুদ্রিক পরিবেশ নিয়ে নেহাতই বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক নৌ-বিশেষজ্ঞদের মতে, এর আসল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সাবমেরিন যুদ্ধের জন্য জলের তলায় নিখুঁত ‘ব্যাটলস্পেস’ বা রণাঙ্গন তৈরি করছে বেজিং।

সমুদ্রতলের ভূপ্রকৃতি, জলের তাপমাত্রা এবং শব্দের তরঙ্গের গতিবিধির খুঁটিনাটি ডেটা সংগ্রহ করে নিজেদের সাবমেরিন লুকনো এবং শত্রুপক্ষের সাবমেরিন ট্র্যাক করার নির্ভুল ম্যাপ বানাচ্ছে চিনা নৌবাহিনী। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের এই নয়া স্ট্র্যাটেজির পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে— ‘সিভিল-মিলিটারি ফিউশন’ বা অসামরিক ও সামরিক পরিকাঠামোর মেলবন্ধন।

বহু দশক ধরে সমুদ্রের তলদেশের এই সামরিক জ্ঞানে আমেরিকার যে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল, চিনের এই আগ্রাসী পদক্ষেপে তাতে সরাসরি কোপ পড়ছে। মার্কিন নৌ-গোয়েন্দা কর্তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, বেজিংয়ের এই বিশাল মাপের ‘মেরিন সায়েন্টিফিক রিসার্চ’ আদতে ওয়াশিংটনের জন্য এক চরম কৌশলগত উদ্বেগ। সব মিলিয়ে, তাইওয়ান বা দক্ষিণ চিন সাগর নিয়ে আগামী দিনে যদি সুপারপাওয়ারদের মধ্যে সরাসরি সংঘাত বাঁধে, তবে জলের তলার সেই মরণপণ লড়াইয়ের রাশ এখন থেকেই নিজেদের হাতে মজবুত রাখতে চাইছে ড্রাগন।

ময়দানে হুতি গোষ্ঠীও

তেল আভিভ, ২৮ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে আরও কয়েক ধাপ পারদ চড়ল। ইরান ও আমেরিকা-ইজরায়েল যুদ্ধের এক মাস পূর্ণ হতে না হতে এবার সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতি গোষ্ঠী। শনিবার ইজরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার দাবি করেছে তারা। ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম ইয়েমেন থেকে ইজরায়েলে হামলা চালানো হল।

ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স জানিয়েছে, ইয়েমেন থেকে আসা ক্ষেপণাস্ত্রটি চিহ্নিত করে আকাশেই রুখে দেওয়া হয়েছে। তবে এই হামলার পর লোহিত সাগরে উত্তেজনা চরমে। হুথি মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারে এক ভিডিও বার্তায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ‘সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য আমাদের আঙুল এখন ট্রিগারে রয়েছে।’ তিনি জানিয়েছেন, যদি অন্য কোনও দেশ এই যুদ্ধে আমেরিকা-ইজরায়েলকে সমর্থন করে বা লোহিত সাগরকে শত্রুঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে তাঁরা পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

পর্যবেক্ষকদের মতে, ইরান ইতিমধ্যে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ায় সৌদি আরব তাদের তেল রপ্তানির জন্য লোহিত সাগরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় হুতিরা সক্রিয় হলে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে বিপর্যয় নেমে আসবে। গাজা যুদ্ধের সময়ও লোহিত সাগরে জাহাজ আক্রমণ করে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল হুতি গোষ্ঠী। এবার ইরানের সমর্থনে তারা ময়দানে নামলে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

ডিএমকে লড়বে ১৬৪ আসনে

চেন্নাই, ২৮ মার্চ : তামিলনাড়ুর ২৩৪টি আসনের শাসক ডিএমকে ১৬৪ আসনে প্রার্থী দেবে বলে শনিবার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। কংগ্রেস, বাম সহ বাকি শরিকদের সঙ্গে এদিন আসনরফা ঘোষণা করেন তিনি। তাতে শরিকদের জন্য ৭০টি আসন ছেড়েছে ডিএমকে। কংগ্রেস লড়ছে ২৮টি আসনে। ডিএমডিকে ১০টি, ভিসিকে ৮টি, সিপিআই ও সিপিএম ৫টি করে এবং এমডিএমকে ৪টি আসনে লড়ছে এবার। বাকি আসনগুলি ছাড়া হয়েছে ছোট শরিকদের। এদিন ডিএমকে প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করেছেন স্ট্যালিন। তিনি নিজে এবারও কোলাথুরে প্রার্থী হয়েছেন। ছেলে তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন চিপক-তিরুভাল্লিকেনিতে এবারও প্রার্থী হয়েছেন। ১৬৪ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রথমবার টিকিট পেয়েছেন ৬০ জনেরও বেশি। ১৮টি আসনে মহিলাদের প্রার্থী করা হয়েছে। তামিলনাড়ুতে ২৩ এপ্রিল একদফায় ভোট।

বিমানে ভিভিআইপি সুরক্ষায় কড়া নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : গত বৃহস্পতিবার কলকাতা বিমানবন্দরে নামার সময় প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক আকাশেই চক্কর খেয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমান। এর ঠিক পরের দিনই খারাপ আবহাওয়ার কবলে পড়ে নাজেহাল হতে হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে। দেশের দুই শীর্ষ রাজনীতিকের এই আকাশ-দুর্গতির পরই নড়েচড়ে বসেছে ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)। ভিভিআইপিদের সুরক্ষায় তড়িঘড়ি তারা একগুচ্ছ কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছে।

ডিজিসিএ-র স্পষ্ট বার্তা, ভিভিআইপি উড়ানে নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করা যাবে না। শীর্ষস্থানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উড়ানে বাধ্যতামূলকভাবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চালকদের রাখতে হবে। বিশেষ করে পাইলট বা ক্রু মেম্বারদের ওপর কোনওভাবেই ‘অযৌক্তিক চাপ’ তৈরি করা চলবে না। নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভিভিআইপি বিমানে ন্যূনতম ৩,০০০ ঘণ্টা এবং হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে ২,০০০ ঘণ্টার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাইলট-ইন-কমান্ড থাকা বাধ্যতামূলক। উড়ান পরিকল্পনা বা রুটে শেষ মুহূর্তে কোনও রদবদল করতে হলে তা সরাসরি

পাইলটকে না জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে জানাতে হবে।

নির্বাচনি উড়ানগুলির নজরদারির জন্য প্রতিটি অপারেটরকে একজন বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয়োগ করতে হবে। আবহাওয়া প্রতিকূল হলে উড়ান চালানো, ঘোরানো বা মাঝপথে বাতিলের মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার থাকবে একমাত্র পাইলটদের হাতেই।

৪৫৭-র মধ্যে মাত্র ৫৪ জন

কেরলে প্রার্থীতালিকায় সংখ্যায় কম মহিলারা

ত্রিশূর, ২৮ মার্চ : কেরল বরাবরই নারীতন্ত্রের জন্য নন্দিত। সমাজ সংস্কার থেকে শিক্ষাক্ষেত্র—সবেতেই মহিলাদের প্রাধান্য ছিল প্রশ্নাতীত। রাজনীতিতেও এক সময় দাপট দেখিয়েছেন রানি গৌরী লক্ষ্মী বাঈ থেকে কেআর গৌরী আম্মার মতো নেত্রীরা। কিন্তু সেদিন আর নেই। গেছে যেদিন তা বুঝি একেবারেই গেছে! অন্তত আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীতালিকা সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে!

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রার্থীতালিকা থেকে স্পষ্ট, রাজ্য-রাজনীতির মূল ধারায় এখনও ব্রাত্য মহিলারা। ১৪০টি আসনে মোট ৪৫৭ জন প্রার্থীর মধ্যে মহিলা মাত্র ৫৪ জন, যা শতাংশের হিসাবে মাত্র ১০.৫। রাজনীতির অলিন্দে মহিলাদের জায়গা দিতে প্রগতিশীলতার দাবিদার রাজ্যটির এত ‘কিন্তু’ কেন, সেই প্রশ্ন উঠছে।

২০২৯ সাল থেকে সংসদে ও বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের আইন কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও, কেরল এখনও সেই লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক দূরে।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২১-’২৬ মেয়াদে বিধানসভায় ১৪০ জন বিধায়কের মধ্যে মহিলা ছিলেন মাত্র ১২ জন, আর তার আগের মেয়াদে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৮।

‘তুল্য প্রতিনিধিত্ব প্রস্থানম’ (টিপিপি)-র মতো সামাজিক সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে এই বৈষম্যের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। সংগঠনের আহ্বায়ক কেএম রেমার মতে, ‘প্রগতিশীলতার বড়াই করলেও মহিলা প্রতিনিধিত্বের বিচারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ছোঁয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা রাজ্যের আছে বলে তো মনে হচ্ছে না!’

রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক প্রভাস জে মনে করেন, কেরল এখনও গভীরভাবে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কবলে। স্থানীয় সরকারে মহিলাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো থাকলেও রাজ্য স্তরে বা দলের উচ্চপদে তাঁদের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এবারের নির্বাচনে সিপিআই ২৫টি আসনের মধ্যে ৪টিতে এবং আইইউএমএল ২টিতে মহিলা প্রার্থী দিয়ে সামান্য উন্নতির ইঙ্গিত দিলেও তা পর্যাপ্ত নয়। বিজেপি সবচেয়ে বেশি মহিলা প্রার্থী দিলেও টিপিপি-র মতো সংগঠনগুলি তাদের রাজনৈতিক আদর্শের কারণে তাঁদের সমর্থন করছে না। বরং যেখানে এলডিএফ বা ইউডিএফ কোনও মহিলা প্রার্থী দেয়নি, সেখানে ভোটারদের ‘নোটা’ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অবশ্য কিছুটা পরিবর্তনের সুর শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিক ইস্তাহারগুলিতে। সমাজ-বিশ্লেষক জে দেবিকার মতে, বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি মহিলাদের কেবল ‘পরিবারের অংশ’ না ভেবে ‘স্বতন্ত্র ব্যক্তি’ হিসাবে মর্যাদা দিতে শুরু করেছে। বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত বা মাসিক আর্থিক সহায়তার মতো প্রকল্পগুলি মহিলা ভোটারদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। আগামী ৯ এপ্রিল কেরলের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে এই মহিলা ভোটারদের সিদ্ধান্তই হবে প্রধান নিয়ামক। তবে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছাতে পুরুষতন্ত্রের অদৃশ্য দেওয়াল ভাঙতে মেয়েদেরই এখন সাহস করে এগিয়ে আসতে হবে।

ইনডেক্স ফান্ডে লগ্নির এখনই সেরা সময়

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

সর্বকালীন সেরা উচ্চতার রেকর্ড গড়ার পর সংশোধন শুরু হয়েছে শেয়ার বাজারে। ইরান যুদ্ধের আবহে প্রায় ১২ শতাংশ নেমে সেনসেক্স ৭৫ হাজার এবং নিফটি ২৩ হাজারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। সংশোধনের মাত্রা এবার ধীরে ধীরে কমবে। যুদ্ধ থামলে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। বছর শেষে ফের উচ্চতার নয়া রেকর্ড গড়তে পারে শেয়ার বাজার। সেই উত্থানের সুফল পেতে সরাসরি সূচকের আওতায় থাকা প্রথম সারির সংস্থাগুলির শেয়ারে লগ্নি করা যেতে পারে। আর যাঁরা শেয়ার বাজারে লগ্নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না তাঁদের জন্য ইনডেক্স ফান্ড আদর্শ লগ্নি বিকল্প হতে পারে। এখন থেকে আপনার বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের একটা অংশ ভালো মানের ইনডেক্স ফান্ডে এসআইপি করলে আগামী দিনে বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া যেতে পারে।

ইনডেক্স ফান্ড কী?

ইনডেক্স ফান্ড হল এমন এক ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড যা সেনসেক্স বা নিফটি ইত্যাদি সূচকের অন্তর্গত সিকিউরিটিজ, ইকুইটিতে বিনিয়োগ করে। এটি অনেকটাই কম ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। অন্যান্য ফান্ডের তুলনায় এই ফান্ডে লগ্নিতে খরচও কম হয়। নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য ইনডেক্স ফান্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইনডেক্স ফান্ডের প্রকারভেদ

ব্রড মার্কেট ইনডেক্স ফান্ড : এই ফান্ডগুলি একটি বিস্তৃত সূচকের কার্যকারিতাকে অনুসরণ করে বিনিয়োগ করে। যেমন, এসবিআই নিফটি ইনডেক্স ফান্ড।

ইকুয়াল ওয়েট ইনডেক্স ফান্ড : এই ফান্ডে একটি সূচকের সমস্ত উপাদানে

> যাঁরা শেয়ার বাজারে লগ্নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না তাঁদের জন্য ইনডেক্স ফান্ড আদর্শ লগ্নি বিকল্প হতে পারে। এখন থেকে আপনার বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের একটা অংশ ভালো মানের ইনডেক্স ফান্ডে এসআইপি করলে আগামী দিনে বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া যেতে পারে

সমানভাবে বিনিয়োগ করা হয়। যেমন, এইচডিএফসি নিফটি ৫০ ইকুয়াল ওয়েট ইনডেক্স ফান্ড।

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ইনডেক্স ফান্ড : বিভিন্ন সংস্থার বাজার মূলধন ভিন্ন হয়। সেই বাজার মূলধনের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড। যেমন, আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল নিফটি মিডক্যাপ ইনডেক্স ফান্ড।

স্ট্র্যাটেজি ইনডেক্স ফান্ড : পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট কৌশলের ভিত্তিতে লগ্নি করে এই ফান্ড। যেমন, আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল আলফা লো ভলিউম ৩০।

স্মার্ট বিটা ইনডেক্স ফান্ড : ডিভিডেন্ড, গুণগত মান, বৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা ইত্যাদি নির্দিষ্ট ফ্যাক্টর অনুসরণ করে এই ধরনের ফান্ড বিনিয়োগ করে। যেমন, এসবিআই নিফটি ২০০ কোয়ালিটি ৩০ ইন্ডেক্স ফান্ড।

সেক্টর ভিত্তিক ইনডেক্স ফান্ড : ব্যাংকিং, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি নির্দিষ্ট সেক্টরে লগ্নি করে এই ফান্ড। যেমন, ইউটিআই নিফটি ব্যাংকিং ইনডেক্স ফান্ড।

ডেট ইনডেক্স ফান্ড : এই ফান্ডগুলি সূচকের পিএসইউ বন্ড এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ঋণে বিনিয়োগ করে। যেমন, এডেলওয়েস নিফটি পিএসইউ বন্ড প্লাস এসডিএল ইনডেক্স ফান্ড।

কাস্টম ইনডেক্স ফান্ড : এই ফান্ড নির্দিষ্ট থিম বা উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে সেই অনুযায়ী সূচক তৈরি করে। যেমন আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা তহবিল।

আন্তর্জাতিক ইনডেক্স ফান্ড : বিদেশের কোনও শেয়ার বাজারের সূচকের ওপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড। যেমন, ফ্র্যাঙ্কলিন ইউএস অপরচুনিটিজ ফান্ড।

বৈশিষ্ট্য

- ইনডেক্স ফান্ড হল একটি ওপেন এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ড, যা বিনিয়োগকারীরা তাঁদের সুবিধা অনুযায়ী লগ্নি বা রিডিম করতে পারেন।
- ইনডেক্স ফান্ড লগ্নিকারীদের ফান্ডের বৃদ্ধি এবং লভ্যাংশ—উভয় বিকল্পের সুবিধা দেয়।
- ইনডেক্স ফান্ডে লগ্নির খরচ অন্যান্য ফান্ডের তুলনায় কম হয়।
- ফান্ডের লগ্নি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়, কারণ ইনডেক্স ফান্ড প্রথম সারির সূচককে অনুসরণ করে।

সুবিধা

- ইনডেক্স ফান্ডের তহবিল লগ্নি করা হয় সূচক অনুসারে। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের ফান্ডে ঝুঁকি তুলনামূলক কম হয়।
- আপনি সহজেই সূচকের সঙ্গে লগ্নি করা ফান্ডের পারফরমেন্স বিচার করে সেই ফান্ডের গুণগত মান বিচার করতে পারবেন।
- এই ধরনের ফান্ডে ফান্ড ম্যানেজারদের হস্তক্ষেপ অনেক কম প্রয়োজন হয়।
- ফান্ডের ব্যয়ের অনুপাত কম হওয়ায় লগ্নিকারীরও সাশ্রয় হয়।

অসুবিধা

- একটি নির্দিষ্ট সূচকের ওপর ভিত্তি করে লগ্নি করায় ফান্ডের কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ থাকে।
- অনেক ক্ষেত্রেই সূচকের তুলনায় কম রিটার্ন দেয় এই ইনডেক্স ফান্ডগুলি।
- অন্যান্য মিউচুয়াল ফান্ডের মতো এই ধরনের ফান্ডেও বাজারগত ঝুঁকি রয়েছে।

কারা বিনিয়োগ করবেন?

যাঁরা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করে উঁচু রিটার্ন পেতে চান, তাঁদের জন্য ইনডেক্স ফান্ড আদর্শ হতে পারে। এর পাশাপাশি যাঁরা সরাসরি শেয়ার বাজারে লগ্নি করতে ভয় পান এবং শেয়ার বাজারের বিপুল ঝুঁকি এড়াতে চাইছেন তাঁদের জন্যও ইনডেক্স ফান্ড আদর্শ লগ্নির গন্তব্য হতে পারে।

পোর্টফোলিওতে ভারসাম্য আনতে লগ্নি তহবিলের কিছু অংশ অবশ্যই ইনডেক্স ফান্ডে এসআইপি করা যায়।

সেরা কয়েকটি ইনডেক্স ফান্ড

ফান্ডের নাম	১ বছরে রিটার্ন (শতাংশ)
ইউটিআই গোল্ড ইটিএফ	৫৬.৫২
এডেলওয়েস গ্রেটার চায়না ইকুইটি অফশোর	৪৪.১৩
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ন্যাসড্যাক ১০০	২০.৭১
এডেলওয়েস ইউএস টেকনলজি	৯.৬৯
এডেলওয়েস এমএসসিআই	৬.৬

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন।

যুদ্ধ ও তেলের সাঁড়াশি আক্রমণে বিপর্যয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাঁচদিনের যুদ্ধের বিরতি প্রকৃতপক্ষে ফাঁকা আওয়াজ হয়েই দাঁড়াল। আমেরিকা বা ইরান কেউই যুদ্ধ বিরতির পথে হাঁটেনি। ফলে ইজরায়েল থেকে লেবানন, ইরান থেকে মধ্যপ্রাচ্য—সবাই সম্পূর্ণ যুদ্ধের গ্রাসে চলে গিয়েছে। তেলের দাম যে আকাশছোঁয়া তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুক্রবার রাতে ক্রুড অয়েল ট্রেড করছিল ৯৯.৪৮৪ ডলার প্রতি ব্যারেল এবং ব্রেন্ট ক্রুড ১১২.৫৭ ডলার প্রতি ব্যারেল।

ইরান ভারতকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে গ্যাস ও তেল নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেও কাতারের মূল এলএনজি টার্মিনাল বন্ধ থাকার ফলে এলএনজি আমদানিতেই সমস্যা বেশি হচ্ছে। বিভিন্ন গ্যাস কোম্পানির শেয়ারে লাগাতার পতন চলছে। বিগত এক মাসে পেট্রোনেট এলএনজি ২৩.৮৭ শতাংশ পতন দেখে ফেলেছে, জিএসপিএল পতন দেখেছে ২৩.০৭ শতাংশ, মহানগর গ্যাসের শেয়ারদর ২২.৯২ শতাংশ নীচে নেমেছে। আবার ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাসে ১ মাসে ১৩.১৯ শতাংশ পতন আসে।

ডলার ইন্ডেক্স ১০০.১৯ ছুঁয়ে যাওয়ার দারুণ দুর্বলতা চলছে বিভিন্ন কমোডিটিতে, বিশেষ করে সোনা ও রুপোয়। এছাড়া বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং দীর্ঘমেয়াদি আমেরিকান বন্ডেও ক্রমাগত বিক্রি চলেছে। অর্থাৎ যুদ্ধে এবং তেলের সাঁড়াশি আক্রমণে বেহাল অবস্থা বিশ্বের সমস্ত ধরনের সম্পদে। ভারতীয় টাকা ডলারের তুলনায় তার সর্বকালীন নিম্নস্তর ছুঁয়েছে। শেষ তথ্য অনুযায়ী প্রতি ডলার ট্রেড করছিল ৯৪.৮৬ টাকায়। ২৮ মার্চ ২০২৫-এ প্রতি ডলারের মূল্য ছিল ৮৫.৫৪ টাকা। অর্থাৎ এক বছরে টাকার মূল্য কমেছে ১০.৯ শতাংশ। এবং এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে আমাদের সমস্ত আমদানি করা পণ্যের ওপর। যেহেতু তেল ও সোনা ভারত আমদানি করে থাকে। তাই এগুলি এখন ভারতের পক্ষে ক্রমশ মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভারতের প্রয়োজনীয় মোট ক্রুড অয়েলের ৮৫ শতাংশ আসে বিদেশ থেকে। কিন্তু ভারত সেই তেলের অনেকটাই শোধন করে বিদেশে যেমন ইউরোপে বিক্রি করে। এখন সরকার সেই তেল রপ্তানি, অর্থাৎ পেট্রোল এবং ডিজেলের ওপর অতিরিক্ত কর বসিয়েছে যাতে ভারতীয় কোম্পানিগুলি বিদেশে রপ্তানি না করে দেশে সেই জ্বালানি তেল সরবরাহ করে। এর ফলে রিলায়েন্সের শেয়ারদরে ৪.৬০ পতন আসে শুক্রবার। জামনগর রিফাইনারি থেকে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি তেল রপ্তানি করত রিলায়েন্স।

যুদ্ধের কারণে নিফটি ৫০ মাত্র তিন মাসেই ১২.৬৭ শতাংশ নীচে নেমে গিয়েছে। নিফটি ব্যাংক সূচকে পতন এসেছে ১২.২৬ শতাংশ, নিফটি আইটির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। কেবলমাত্র ২০২৬-এ এই সূচক পতন দেখেছে ২২.০২ শতাংশ। নিফটি অটোতে ১৩.৬১ শতাংশ, নিফটি অয়েল অ্যান্ড গ্যাসে পতন এসেছে ১১.৪৫ শতাংশ। সেনসেক্সে ১৩.৬৬ শতাংশ, নিফটি মিড ক্যাপে ১০.৫৬ শতাংশ, নিফটি স্মল ক্যাপ ১০০-তে সংশোধন এসেছে ১১.৮২ শতাংশ। অর্থাৎ পালানোর কোনও পথ বাকি রাখেনি শেয়ার বাজার।

অন্যদিকে রাশিয়া ঘোষণা করেছে যে, তারা পুরোপুরি গ্যাসোলিন রপ্তানি বন্ধ করতে চলেছে ১ এপ্রিল থেকে। কেবল যে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে তেমনটি নয়, যে এশীয় মার্কেটগুলি তেল এবং গ্যাস রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল তারা সবাই মার খেয়ে চলেছে। বিশেষত দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান। আমেরিকার নিজের অবস্থা যে ভালো তেমনটি নয়। নতুন তথ্য অনুযায়ী, তাদের মাথার ওপর বর্তমানে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯ ট্রিলিয়ন ডলার। যা ভারতের অর্থনীতির প্রায় ৯.৫ গুণ। সার্বিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। ইরানে এবার সৈন্য পাঠাতে পারে আমেরিকা, এই আশঙ্কায় কাঁপছে গোটা বিশ্ব।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ইরান যুদ্ধ শীঘ্রই থামবে, এই আশায় ভর করে সপ্তাহের শুরুতে বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও সপ্তাহের শেষে ফের অন্ধকারে ডুবল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহভর ওঠানামার পর সূচক সেনসেক্স এবং নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৩৫৮৩.২২ এবং ২২৮১৯.৬০ পয়েন্টে। দুই সূচক চারদিনের লেনদেনে খুইয়েছে যথাক্রমে ৯৪৯.৭৪ এবং ২৯৪.৯ পয়েন্ট। সেনসেক্স ৭৪৫০০ এবং নিফটি ২৩০০০-এর নীচে নেমে আসায় সংশোধনের মাত্রা ফের গভীর হতে পারে। আগামী সপ্তাহেও জারি থাকতে পারে এই প্রবণতা। লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। সূচকের প্রতিটি পতনে অল্প অল্প করে গুণগত মানে ভালো শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করা যেতে পারে। স্বল্প মেয়াদে বা দৈনন্দিন কেনা-বেচা থেকে বিরত থাকতে হবে। যে কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত বড় লোকসানের কারণ হতে পারে।

সূচকের এই পতনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ইরান যুদ্ধ। আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনায় শেয়ার বাজার উঠলেও ইরান আপাতত যুদ্ধ বন্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়ায় ফের ধাক্কা খেয়েছে শেয়ার বাজার। আমেরিকা-ইজরায়েল বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে ইরানে এমন আশঙ্কা বাড়ছে। যা সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। বিশ্ব বাজারে ফের অশোধিত তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। অশোধিত তেলের দাম বাড়ায় সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিতে তা বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এই আশঙ্কায় আমেরিকা-এশিয়া সহ সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে ফের সংশোধন শুরু হয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে এই দেশেও।

শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে ভারতীয় মুদ্রা টাকার দামে পতন এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির টানা শেয়ার বিক্রি। চলতি সপ্তাহে মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম হয়েছে ৯৪ টাকা ২৯ পয়সা, যা সর্বকালীন রেকর্ড। টাকার দাম আগামী দিনেও এমন অস্থির থাকতে পারে। বিদেশি লগ্নিকারীরা চলতি সপ্তাহ ধরে টানা ১৯ দিন ভারতীয় শেয়ার বাজার থেকে লগ্নি সরিয়েছে। সূচকের পতনে যা বড় ভূমিকা নিয়েছে। দেশের আর্থিক সংস্থাগুলি ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলে আরও বড় পতনের সাক্ষী থাকত শেয়ার বাজার। এর পাশাপাশি মার্কিন বন্ড ইল্ডের মূল্যবৃদ্ধিও শেয়ার বাজারের পতনে মদত জুগিয়েছে।

সব মিলিয়ে শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রণ এখন 'বিয়ার'দের দখল। যুদ্ধ পরিস্থিতির উন্নতি না হলে পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। ইরান যুদ্ধ থামলে এবং বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম স্থিতিশীল হলে ফের 'বুল'রা সক্রিয় হবে শেয়ার বাজারে। ততদিন ওঠানামা চলবে। বর্তমান সময় কঠিন হলেও দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় শেয়ার বাজার অবশ্য এখনও আকর্ষণীয় রয়েছে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দামে বড় মাপের সংশোধনের পর এখন একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। আগামী কয়েক দিন পরিস্থিতি একই থাকতে পারে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **জিও ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-২৩২.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৩৯/২০৩, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২১০-২২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪৭৭৪২, টার্গেট-৩২৫।
- **জেএসডব্লিউ স্টিল :** বর্তমান মূল্য-১১৩০.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৮৫/৯০৫, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১০৫০-১১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৭৬৪০৯, টার্গেট-১৩০০।
- **ইনফোসিস :** বর্তমান মূল্য-১২৬৯.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭২৮/১২১৫, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-১২০০-১২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫১৪৯৩৮, টার্গেট-১৪৮০।
- **সিপলা :** বর্তমান মূল্য-১২৪২.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৭৩/১২১৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১২০০-১২৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০০৩৫০, টার্গেট-১৪৫০।
- **কল্যাণ জুয়েলার্স :** বর্তমান মূল্য-৩৮৮.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬১৮/৩৪৭, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৫০-৩৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪০১০৬, টার্গেট-৫২০।
- **এসবিআই :** বর্তমান মূল্য-১০১৯.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৩৫/৭৩০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৯৫০-৯৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৪১০৬১, টার্গেট-১২৭০।
- **এইচসিএল টেক :** বর্তমান মূল্য-১৩৬৪.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৮০/১২৯৮, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৩০০-১৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭০২৫২, টার্গেট-১৫৫০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

মনের অসুখ ✕
মাইন্ড স্ক্যান ✓
ডাঃ ত্রিষাম্পতি নস্কর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
9242 000 242

বাসন্তীপুজোর সিঁদুর খেলা ও ভাসান। শনিবার শিলিগুড়িতে সঞ্জীব সূত্রধর ও সূত্রধরের তোলা ছবি।

হনুমান জয়ন্তীতে থিমের ছোঁয়া

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : শিলিগুড়ির পুরোনো মন্দিরগুলোতে প্রতি বছরের মতো এ বছরও সাড়ম্বরে পালিত হতে চলেছে হনুমান জয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে এবার বিভিন্ন মন্দিরে অখণ্ড রামায়ণ পাঠ, বিশাল ভাণ্ডারা, দিনভর পুজোর আয়োজন থাকছে। পবন-পুত্র হনুমানের ভক্তদের এবং দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরে লাড্ডু, বোঁদে সহ নানা ভোগপ্রসাদের আয়োজন থাকছে। পাশাপাশি শিশুর আদলে থিমের হনুমানমূর্তি তৈরি করে শহরবাসীর নজর কাড়ার চেষ্টা করছে উত্তর শান্তিনগর বৌবাজারের নেতাজিপাড়ার তরুণ দলের পুজো।

প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো মন্দির মহাবীরস্থানের মহাবীর হনুমান মন্দির। তাই আগে মন্দির সাফাইয়ের কাজ শুরু হবে। তারপর মন্দিরে আলো লাগানো, প্যান্ডেল করা, রাস্তায় ঝালর লাগানো এসব কাজ শুরু হয়ে যাবে পুজোর দু'দিন আগে থেকেই। ২ তারিখ সকাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে পুজো। শহর সহ শহরের বাইরে থেকেও ভক্তরা এসে জমা হন মন্দিরে পুজো দিতে। মন্দিরের তরফে উদয়প্রকাশ গুপ্ত বলেন, 'আমরা আলাদা করে ভাণ্ডারার আয়োজন করি না। পুজোর দিন সমস্ত ভক্তকে বোঁদে প্রসাদ দেওয়া হয়।'

২ এবং ৩ তারিখ হনুমান জয়ন্তীর পুজো অনুষ্ঠিত হবে মাল্লাগুড়ির ৫১ বছরের পুরোনো হনুমান মন্দিরে। ২ তারিখ সকাল সাতটার মধ্যে আরতি হবে মন্দিরে, তারপর দুধজলা স্নান ও ৫৬ ভোগ হবে। এরপর সাধারণ মানুষের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হবে। ২৪ ঘণ্টা অষ্টপ্রহর হওয়ার পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা যজ্ঞ হবে। এরপর সন্ধ্যারতি হবে। ৩ তারিখ পুণ্যাহুতি হবে। বিকেলে রয়েছে ভজন সন্ধ্যা। মন্দির কমিটির ট্রাস্টি অনিলকুমার যাদব বলেন, '৪ তারিখ বিশেষ ভাণ্ডারার ব্যবস্থা থাকছে, খিচুড়ি খাওয়ানো হবে সকলকে। বাকি দু'দিন বোঁদে, লাড্ডু প্রসাদে দেওয়া হবে।'

বিধান মার্কেটের তুলাপট্টি এলাকায় রয়েছে বহু বছরের পুরোনো হনুমান মন্দির। প্রতি বছরের মতো এ বছরও তাদের পুজোয় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না তারা। ১ তারিখ ২৪ ঘণ্টা অখণ্ড রামায়ণ পাঠ করা হবে মন্দিরে। পরের দিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে পুজো। ৫৬ ভোগ অর্পণ করা হবে। অভিষেকের পর সেদিন ঝান্ডা পুজো করা হবে। দিনভর ভোগ বিতরণ করা হবে ভক্তদের। ৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে যজ্ঞ শুরু হবে। সেদিনই থাকবে ভাণ্ডারার ব্যবস্থা। মন্দিরের তরফে রাহুল চৌবে বলেন, 'পুরি-আলু চানার সবজি, সুজির হালুয়া খাওয়ানো হবে ভক্তদের।'

খালপাড়ার রামজানকী মন্দিরে ১ তারিখ পুজো দিয়ে রামায়ণ পাঠ শুরু হবে। ২ তারিখ হনুমান জয়ন্তীর পুজো হবে। প্রায় ৬০ বছরের পুরোনো এই মন্দিরে প্রচুর জায়গা থেকে ভক্তদের সমাগম হয়। সকলকে লাড্ডু, বোঁদে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। মন্দিরের তরফে অরুণ ঠাকুর বলছিলেন, 'এই মন্দির বহু পুরোনো। প্রচুর মানুষের সমাগম হয় পুজোর দিনে। সকলে আসেন ভক্তিভরে পুজো দিতে।

প্রথমবার শিশুরূপে হনুমানমূর্তি গড়ে শহরবাসীকে তাক লাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছে তরুণ দল। পুজো কমিটির সেক্রেটারি তানিয়া সরকার বলছিলেন, 'এবার আমাদের দ্বিতীয় বর্ষ পুজো। ১ এপ্রিল মণ্ডপে মূর্তি আনা হবে। মূর্তির হাতে থাকবে পর্বত। মূর্তিতেই চমক রাখতে চাইছি আমরা। ৩ তারিখ পর্যন্ত প্রতিমা মণ্ডপেই থাকবে।' তিনি জানান, প্রথম দিন ভোগ, দ্বিতীয় দিন মহাভোগ, তৃতীয় দিনের প্রসাদে পোলাও তৈরির ইচ্ছে রয়েছে। তৃতীয় দিনে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হবে। এছাড়াও পুজোর দিনগুলিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন থাকছে।

এছাড়াও ডাবগ্রাম, হাকিমপাড়া, সেবক রোড, হায়দরপাড়া সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা হনুমান মন্দিরগুলিও সেজে উঠবে হনুমান জয়ন্তীর আগে। বিশেষ পুজোর পর প্রসাদও বিতরণ করা হবে হনুমান জয়ন্তীতে।

HEALTHY MIND CLINIC
Dr. Sudeshna Mukherjee
MBBS, MD, DNB Psychiatry
[মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ]
মনোরোগ, আসক্তি, যৌন সমস্যা, ঘুমের সমস্যা এবং আপনার যে কোনও ধরনের মানসিক সমস্যার জন্য যোগাযোগ করুন
Address: Hill Cart Road, Rajni Bagan (Ground Floor), Near Mukherjee Hospital, Siliguri
For appointment: 9382895361
www.drsudeshnamukherjee.com

- প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো মহাবীরস্থানের মহাবীর হনুমান মন্দিরের পুজোয় সাবেকি আয়োজন
- মাল্লাগুড়ির ৫১ বছরের পুরোনো হনুমান মন্দিরে তিনদিন ধরে থাকবে বিশেষ ভাণ্ডারা
- তিনদিন ধরে পুজো হবে বিধান মার্কেটের তুলাপট্টিতেও, প্রসাদে থাকছে পুরি-হালুয়া

তটস্থ পথপ্রহরীরা

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারিতে দম ফেলার ফুরসত নেই স্ট্যাটিক সারভেলান্স টিমের (এসএসটি) নাকা চেকিং ও ফ্লাইং সারভেলান্স টিমের (এফএসটি) দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের। একই দিনে করতে হচ্ছে আলাদা আলাদা ২ শিফটের ডিউটি। কন্ট্রোল রুম থেকে সবসময়ই চলছে তাঁদের ওপর নজরদারি।

ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি নাকা চেকিং পয়েন্টে এক আধিকারিক বলেই দিলেন, 'আগের বারের থেকে অনেক বেশি চাপ এবারে। ভুল হলেই কমিশনের কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে।' এ বিষয়ে জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেন, 'সিসিটিভি-র মাধ্যমে নজরদারি রাখছি। এছাড়া অবজার্ভাররা আধিকারিকদের কাজ খতিয়ে দেখছেন। এসএসটি-এর প্রতিটি গাড়িতে এবারে ৩৬০ ডিগ্রি-র সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে নজরদারির জন্য।'

নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দার্জিলিং জেলায় ৪৯ এসএসটি রয়েছে। এফএসটি রয়েছে ২৫টি। প্রতিটি এসএসটি এবং এফএসটি-র দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে আধিকারিক। ভক্তিনগর থানা এলাকায় সবমিলিয়ে এসএসটি এবং এফএসটি-র আধিকারিকের সংখ্যা নব্বইয়ের কাছাকাছি। এসএসটি নাকা চেকিংগুলোয় তিনটে শিফটে কাজ হচ্ছে। এছাড়া অনেক সময় নির্বাচন কমিশনের তরফে এই আধিকারিকদের ভিডিও সারভেলান্স টিম (ভিএসটি)-এর কাজও সামলাতে হচ্ছে। এই বাহিনীর কাজ বিভিন্ন নির্বাচনি প্রচার পরিদর্শন করা। নির্বাচনি প্রচারের আড়ালে কোনও বিধিভঙ্গ হচ্ছে কি না বিশেষভাবে দেখা।

শহরের এক এসএসটি নাকা চেকিংয়ের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক বলছিলেন, 'এমনও হয়েছে, সকালের শিফটে ডিউটি করে সন্ধ্যায় আবার ভিএসটি-র দায়িত্ব সামলাতে হয়েছে। অনেককেই একদিনে এমন দু'শিফটে কাজ করতে হচ্ছে।'

PRABIN AGARWAL
Empowering Investors
JOIN OUR GROWING TEAM!
SCAN TO APPLY NOW
EXPLORE OPPORTUNITIES WITH US.
Email us at: hr@prabinagarwal.com
97330 73333

ভোটের জন্য পাঠানো অর্থ বণ্টনের নির্দেশ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : ভোটের কাজে পাঠানো অর্থ দ্রুত বণ্টনের জন্য এ রাজ্যের দায়িত্বে থাকা বিজেপি নেতা মঙ্গল পান্ডে নির্দেশ দিলেন। শনিবার তিনি শিলিগুড়ি ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে দলের দায়িত্বে থাকা নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। দুই কেন্দ্রকে নিয়ে আলাদা আলাদা বৈঠক হয়। শিলিগুড়ি বিধানসভার বৈঠকে প্রার্থী শংকর ঘোষ এবং দলের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সামনেই মঙ্গল দলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলকে টাকা বণ্টনের নির্দেশ দেন বলে দলীয় সূত্রে খবর।

বিজেপি সূত্রে খবর, ভোটের নানা কাজে বিজেপি নেতৃত্ব আগাম কিছু আর্থিক বরাদ্দ দিয়েছে। কিন্তু অনেক বিষয়েই খরচের টাকা পেতে দেরি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগ রাজ্য নেতৃত্বের কানেও পৌঁছেছে। একারণেই কি এদিন মঙ্গল দ্রুত টাকা বণ্টনের নির্দেশ দেন বলে কানাঘুষো শুরু হয়েছে। দলের দার্জিলিং জেলা সভাপতির অবশ্য বক্তব্য, 'এদিন সাংগঠনিক বৈঠক হয়েছে। নেতৃত্বের নির্দেশ মতো আগামীদিনের প্রচার ও অন্যান্য কাজ করা হবে।' বৈঠকে শামিল দলের এক নেতা বললেন, 'দার্জিলিং জেলা সভাপতি ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকেন। খরচের টাকা এবারে ঠিকমতো বিলিবণ্টন হলে তা খুবই ভালো।'

প্রত্যেক বিধানসভার দলীয় ইস্তাহার প্রকাশেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেক বিধানসভায় প্রার্থীরা তাঁদের ইস্তাহার প্রকাশ করে ফেলেছেন। কী কারণে এই অঞ্চলে তা প্রকাশে দেরি হচ্ছে বলে নেতারা খবর নেন। বৈঠকে উপস্থিত শংকর বলেন, 'দ্রুতই ইস্তাহার প্রকাশ পাবে। সেখানে স্থানীয় বিষয়গুলিকে প্রধান্য দেওয়া হবে।' ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা প্রসঙ্গে নেতাদের আরও সক্রিয় হয়ে কাজে যোগ দিতে মঙ্গল নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বাচনি প্রক্রিয়া নিয়ে বেশি মাতামাতি না করে প্রচার কর্মসূচিতে বিশেষ জোর দিতে প্রার্থীকেও আলাদাভাবে বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই কেন্দ্রে পদ্ম প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দলীয় নেতৃত্ব সাংগঠনিক বিষয়ে কিছু নির্দেশ দিয়েছে। আমরা জোরদার প্রস্তুতি নিয়েছি। প্রচারও ভালো হচ্ছে।'

নেতৃত্বের বার্তায় চর্চা বিজেপিতে

এদিকে, এক কিশোরীর অস্বাভবিক মৃত্যুর ঘটনায় শংকর বিভিন্ন জায়গায় লিফলেট বিলি করছেন। এদিন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে চম্পাসারি মোড়ের কাছে অস্থায়ী মঞ্চ করে বসে তিনি ওই মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানান। অন্যদিকে, ৩০ মার্চ বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে ডাকা বনধ নিয়ে টালবাহানার অভিযোগ উঠেছে। আর্থিক বছরের প্রায় শেষ দিনে বনধ হলে ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে বলে অনেকের আশঙ্কা। বনধের দিন বদলানোর দাবিতে অনেকে সরব হয়েছেন। বনধের দিন পরিবর্তন হয়নি বলে মহামঞ্চের তরফে অবশ্য বিক্রমাদিত্য মণ্ডল জানিয়েছেন।

আমরা বাঙালির প্রার্থীতালিকা

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : আমরা বাঙালির তরফে শনিবার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। ভক্তিনগরে দলের কার্যালয় থেকে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আমরা বাঙালির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খুশিরঞ্জন মণ্ডল, দার্জিলিং জেলার সচিব শম্ভু সূত্রধর, দলের শিলিগুড়ি বিধানসভার প্রার্থী মমতা দাস প্রমুখ।

খুশিরঞ্জন বলেন, 'সম্পূর্ণ প্রার্থীতালিকা আমরা এখনও হাতে পাইনি। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি আরও অনেক কেন্দ্রে দলের তরফে প্রার্থী দেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ি শহর মানেই এখন ক্যাফে ও রেস্টুরেন্টের রমরমা। এর মাঝেই প্রায় ৪২ বছর ধরে বর্ধমান রোডের পাশে ছোট্ট দোকানে শিঙাড়া বিক্রি করছেন নিবারণ দাস। আজও তাঁর কাছে দশ টাকায় তিনটি ছোট ছোট গরম শিঙাড়া পাওয়া যায়। দিনে হাজারেরও বেশি শিঙাড়া ভাজেন ওই বৃদ্ধ। শিঙাড়ার স্বাদে আজও ক্রেতারা আসেন এই দোকানে। খোঁজ নিলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

বিরিয়ানিতেও একই শিঙাড়ার স্বাদ

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : বর্ধমান রোডের এক কোণে একটি ছোট দোকান। একটি বাস সেখানে এসে দাঁড়াতে বিকি রায় নামের এক তরুণ নেমে এসে ওই দোকান থেকে দশ টাকায় তিনটি শিঙাড়া কিনে নিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বদলে গিয়েছে তবে প্রায় ৪২ বছর ধরে শিঙাড়ার স্বাদে কোনও বদল হয়নি। মহাত্মা গান্ধি মোড় থেকে বর্ধমান রোডের দিকে এগোতে রাস্তার বাঁদিকে তাকালে আজও চোখে পড়ে নিবারণ দাসের ছোট্ট দোকান। দোকানে বসে ময়দার লেচি বেলে তাতে আলুর পুর ভরে শিঙাড়ার আকার দিতে ব্যস্ত বৃদ্ধ নিবারণ। আজও তাঁর কাছে দশ টাকায় তিনটি শিঙাড়া পাওয়া যায়।

কাঠ, টিন দিয়ে তৈরি অস্থায়ী এই দোকানটি দেখলে মনে হবে বর্ধমান রোডের এক কোণে আজও যেন থমকে আছে কয়েক দশক আগের পুরোনো স্বাদ ও সারল্য। নিবারণের কথায়, 'যখন দোকান শুরু করেছিলাম তখন ১ টাকায় ৪টি শিঙাড়া বিক্রি করতাম। এই এলাকায় বহু জায়গার বাস এসে দাঁড়াত। এখনও অনেক বাস দাঁড়ায়। বাসযাত্রীদের পছন্দের খাবারগুলির মধ্যে অন্যতম এই ছোট ছোট গরম শিঙাড়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়লেও, শিঙাড়ার স্বাদ বা চাহিদা কমেনি।'

নিবারণ দাসের ছোট্ট শিঙাড়া।

প্রতিদিন সকালে ময়দা মাখা আর সবজি কাটা দিয়ে দিনের শুরু হয়। দুপুর ২টোয় ছেলের সঙ্গে চলে আসেন দোকানে। দোকান চলে রাত ৮টা পর্যন্ত। তিন বছর আগে এক পথ দুর্ঘটনায় পায়ে গুরুতর আঘাত লাগলেও হাল ছেড়ে দেননি তিনি। মুচকি হেসে নিবারণ জানান, কাজ না করলে তাঁর ভালো লাগে না।

নিবারণের দোকানের পাশেই বহু বছর ধরে ব্যবসা করছেন কৃষ্ণা শা। কৃষ্ণা স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'প্রায় ৪২ বছর ধরে এই দোকানটা দেখছি। এই দোকানের শিঙাড়া এতটাই সুস্বাদু যে, আশপাশের সব ব্যবসায়ী থেকে এলাকার বাসিন্দা সবাই বারবার আসেন। অনেকে বাড়িতে বা অফিসে ছোটখাটো অনুষ্ঠান থাকলে একবারে ২০০-৩০০ পিস শিঙাড়া কিনে নিয়ে যান। এমনকি অনেককে দেখি না ভাজা অবস্থায় শিঙাড়া নিয়ে যান বাড়িতে। বাড়িতে গিয়ে ভেজে খাবেন বলে।' শহরের এক ব্যবসায়ী প্রবীর দাস বললেন, 'সন্ধে নামলেই মাঝেমধ্যে এই দোকানে চলে আসি। শিঙাড়া কিনে নিয়ে যাই। বিকেলের চায়ের সঙ্গে এই শিঙাড়া খেতে খুব ভালো লাগে। মাঝেমধ্যে খিদে পেলে দুপুরেও চলে আসি।'

SILIGURI TERAI LIONS BLOOD CENTRE
A project of Lions Club of Siliguri Terai, Dist. 322F
INAUGURATION OF
Gold Standard in Blood Testing
NAT
Nucleic Acid Testing - First in North Bengal
AN ADDITIONAL LAYER OF SAFETY IN BLOOD TESTING
Sunday, 29th March 2026 | Uttar Banga Marwari Palace
Why NAT Is Important
নিউক্লিক অ্যাসিড টেস্টিং (NAT) হলো একটি উন্নত রক্ত পরীক্ষার প্রযুক্তি, যা দানকৃত রক্তে ভাইরাসের প্রকৃত জেনেটিক উপাদান (DNA বা RNA) সনাক্ত করে।
প্রাথমিক সনাক্তকরণ : অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়ার আগেই সংক্রমণ শনাক্ত করে
উইন্ডো পিরিয়ড হ্রাস : সংক্রমণ ও শনাক্তকরণের মধ্যবর্তী সময় কমিয়ে আনে
উচ্চ নির্ভুলতা : খুব কম মাত্রার ভাইরাস উপস্থিতিও শনাক্ত করতে সক্ষম
নিরাপদ রক্ত সরবরাহ : রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক কমিয়ে দেয়
OUR PERMANENT PROJECTS
Siliguri Terai Lions Blood Centre
Terai Lions Health Centre
Annapurna Rasoi
Terai Lions Diagnostic Centre
Lion Manish Kr. Agarwal, Club President
Lion Anand Goyal, Club Secretary
Lion Anuj Poddar, Club Treasurer
Lion Sanjay Agarwal, Program Chairman
Lion Srawan Chowdhury, Chairman, Blood Bank

আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়া পর্যন্ত রাজধানীতে থাকার সিদ্ধান্ত

দিল্লির অবস্থান নিয়ে ধন্দে জীবন

নয়াদিল্লি ও জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : শাসক বিজেপি তাঁদের পাশে আছে নাকি নেই? কেন্দ্রের সঙ্গে ধারাবাহিক শান্তি আলোচনার পরও খোদ কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (কেএলও) সুপ্রিমো জীবন সিংহ ধন্দে। কেন্দ্রের তরফে বিশেষ বার্তা দিয়ে জীবন ও তাঁর অনুগামীদের সম্প্রতি হঠাৎ দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়। গত ২৬ এবং ২৭ মার্চ দিল্লিতে দু'পক্ষ মিলে বৈঠকেও বসে। কিন্তু সেই বৈঠকের নির্যাস সামনে আসেনি। কেন্দ্র তাঁদের বিষয়ে কী অবস্থান নিয়েছে সে বিষয়ে জীবন এখনও স্পষ্ট নন। মুখে তিনি যতই বলুন, 'বৈঠকের ফলাফল ঘোষণা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা', তাঁদের বিষয়ে কোনও স্পষ্ট কিছু সামনে না আসা পর্যন্ত তাঁরা দিল্লিতেই পড়ে থাকবেন বলে জীবন জানিয়েছেন।

তাঁদের জনগণ ইতিমধ্যেই দু'বার বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, কিন্তু যতক্ষণ না আলোচনা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ তাঁরা প্রকাশ্যে কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের কথা বলবেন না বলে জীবন জানিয়েছেন। তাঁদের অবস্থান পরিষ্কার, যে দল পৃথক রাজ্যের দাবিকে সমর্থন করবে, তাঁরা সেই দলকেই সমর্থন করবেন, আর যারা এর বিরোধিতা করবে, তাদের কোনওভাবেই সমর্থন নয়। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে প্রায় ৩২টি আসনে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি) প্রার্থী দেওয়ার পর কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার পরও তারা প্রার্থী প্রত্যাহার করেনি। কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকের ফলাফল প্রকাশ্যে আসার পর তারা কী করবে তা জনতাই ঠিক করবে বলে কেএসডিএ'র সভানেত্রী তপতী রায় মল্লিক জানিয়েছেন।

দিল্লিতে শান্তি আলোচনার পর জীবন সিংহ ও তপতী রায় মল্লিক।

জীবন জানান, এবারের বৈঠক সহ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁদের বেশ কয়েক দফায় আলোচনা হয়। দিল্লিতে উত্তর-পূর্ব বিষয়ক নতুন উপদেষ্টা তথা উত্তর-পূর্বে জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী অজিত লালের সঙ্গে ইতিমধ্যেই জীবন ও বাংলা থেকে যাওয়া নেতা-নেত্রীদের এক দফা বৈঠক সারা। এইসব আলোচনায় গ্রেটার কোচবিহার বা কামতাপুর রাজ্যের দাবি, কামতাপুরি বা রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি এবং কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের এসটি মর্যাদা- এই তিনটি মূল বিষয়ই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। কিন্তু এতবার আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও কেন এখনও পর্যন্ত কোনও দাবিই বাস্তবায়িত হয়নি। কী কারণে এতটা দেরি বলে জীবনরা জানতে চেয়েছেন। শীঘ্রই কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের পরবর্তী দফার আলোচনা হবে বলেও জীবন জানিয়েছেন। সরকারের তরফে অবশ্য এ বিষয়ে কোনওকিছু জানানো হয়নি।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব বহুদিন ধরেই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল বলে জীবনের দাবি। কিন্তু তাঁরা সেই আলোচনায় যাননি বলে জানিয়ে জীবন বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও পৃথক রাজ্যের দাবি মেনে নেবেন না বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই আমরা সেই আলোচনায় শামিল হতে চাইনি।' অন্যদিকে তপতীর বক্তব্য, 'কেন্দ্রের তরফে আগে প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি রূপায়ণের কথা জানানো হোক। তারপর কী করা হবে সেটা আমাদের জনতা ঠিক করবে। আপাতত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত কেএসডিসি'র কোনও প্রার্থী প্রত্যাহার করা হচ্ছে না।'

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের জমিতে নেতার গুদাম

আলিপুরদুয়ার, ২৮ মার্চ : একসময় শহরের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে শুরু হয়েছিল একটি প্রকল্প। লক্ষ্য ছিল, কলকাতার নন্দনের আদলে আলিপুরদুয়ারে গড়ে তোলা হবে একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্র— অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি, রিডিং রুম, মিউজিয়াম, থিয়েটার। কিন্তু দুই দশক পেরোতে না পেরোতেই সেই স্বপ্ন আজ ধুলোয় ঢাকা। আর সেই পরিত্যক্ত সরকারি প্রকল্পের জমি ঘিরে এখন নতুন বিতর্ক। অভিযোগ, জমিটি এখন কার্যত তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা, আলিপুরদুয়ার বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর তথা ঠিকাদার চিন্ময় ভট্টাচার্যের 'দায়িত্বে'। সেখানে মজুত তাঁর ঠিকাদারি সামগ্রী, এমনকি রয়েছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীও। আরও তাৎপর্যপূর্ণ, ওই জমি তিনি দায়িত্বে রাখছেন বলে দাবি করলেও, সে ব্যাপারে কোনও সরকারি অনুমতি বা নথি নেই তাঁর কাছে।

২০০৫-'০৬ সালে তৎকালীন বাম আমলে, প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাসের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার শহরের কলেজ হল্ট সংলগ্ন এলাকায় একটি সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক নির্মাণকাজও শুরু হয়। কিন্তু অনুদানের অভাবে মাঝপথেই থেমে যায় প্রকল্প। তারপর থেকে বছরের পর বছর পরিত্যক্ত পড়ে থাকে সরকারি জমিটি।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেখানে চিন্ময়ের ঠিকাদারি কাজের সামগ্রী মজুত রাখা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জায়গাটি ঘিরে টিনের গেট লাগানো হয়েছে এবং একজন নিরাপত্তারক্ষীও রাখা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে— একটি সরকারি প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জমি কীভাবে কার্যত একজন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে গেল?

বিষয়টি স্বীকার করে চিন্ময় বলছেন, 'শুরু থেকে আমরাই এই কাজের দায়িত্বে ছিলাম। এরপর কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জায়গাটা দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। সেই সময় এখানে অসামাজিক কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। বারবার অভিযোগ আসছিল। তখন পিডব্লিউডি-র কর্তারা আমাকে বলেন, জায়গাটা যেন আমার দায়িত্বে রাখি। আমাকে যদি আজই ছেড়ে দিতে বলা হয়, তাতেও রাজি আছি।'

তবে তাঁর এই বক্তব্যের মাঝেই রয়েছে বিতর্কের ফাঁক।পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পার্থ হালদারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

গ্যাস মাস্ক পরা গ্রাম

জাপানের মিয়াকোজিমা দ্বীপকে দেখলে মনে হবে এটি কোনও সাই-ফাই সিনেমার সেট। এখানকার বাতাসে সবসময় সালফারের তীব্র গন্ধ ভাসে। ২০০০ সালে এখানকার আগ্নেয়গিরি থেকে বিষাক্ত গ্যাস বের হতে শুরু করলে সবাইকে দ্বীপ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। পাঁচ বছর পর যখন বাসিন্দাদের ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়, তখন একটা কড়া নিয়ম করে দেওয়া হয়। দ্বীপের সবাইকে সবসময় সঙ্গে একটি গ্যাস মাস্ক নিয়ে ঘুরতে হবে। বাতাসে বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা হঠাৎ বেড়ে গেলে সাইরেন বেজে ওঠে এবং সবাইকে মাস্ক পরে নিতে হয়। শিশু থেকে বৃদ্ধ—সবার মুখেই এই মাস্ক পরা দৃশ্য দ্বীপটিকে এক ভূতুড়ে রূপ দিয়েছে।

মানুষের ভুলে তৈরি ঝরনা

আমেরিকার নেভাদা মরুভূমিতে থাকা ফ্লাই গিজার নামের রঙিন ঝরনাটি কোনও প্রাকৃতিক সৃষ্টি নয়, এটি মানুষের ভুলে তৈরি। ১৯১৬ সালে জলের আশায় মানুষ এখানে মাটি খুঁড়েছিল, কিন্তু গরম জল বের হওয়ায় তা বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৪ সালে ফের খোঁড়াখুঁড়ি করলে ফাটল দিয়ে ফুটন্ত জল ফোয়ারার মতো বের হতে শুরু করে। জলের সঙ্গে থাকা খনিজ পদার্থ জমতে জমতে এক অদ্ভুত আকারের রঙিন ঢিবি তৈরি হয়েছে। থার্মোফিলিক ব্যাকটিরিয়ার কারণে এই ঢিবির রং লাল, সবুজ এবং হলুদ রঙের হয়। মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশে হঠাৎ রংবেরঙের এই ফুটন্ত ঝরনা দেখলে মনে হয় যেন ভিনগ্রহের কোনও দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে।

দৈত্যদের তৈরি পাথরের সেতু

আয়ারল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলে জায়েন্টস কজওয়ে নামে এমন এক অদ্ভুত জায়গা আছে, যেখানে প্রায় চল্লিশ হাজার পাথরের স্তম্ভ সিঁড়ির মতো সাজানো। মজার ব্যাপার হল, এই স্তম্ভগুলোর প্রত্যেকটি প্রায় নিখুঁত ষড়ভুজ বা হেক্সাগন আকৃতির। লোককথা অনুযায়ী, ফিন ম্যাককুল নামের এক দৈত্য তার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এই পাথরের সেতুটি তৈরি করেছিল। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ছয় কোটি বছর আগে প্রবল অগ্ন্যুৎপাতের পর লাভা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার ফলেই পাথরের গায়ে এমন নিখুঁত জ্যামিতিক ফাটল তৈরি হয়েছিল। দৈত্যের গল্প হোক বা বিজ্ঞানের জাদু, প্রকৃতির এই অদ্ভুত জ্যামিতি দেখতে প্রতি বছর লাখ লাখ পর্যটক ভিড় জমান।

নরওয়ের রহস্যময় আলো

রাতে আকাশের দিকে তাকালে তারা দেখা যায়, কিন্তু নরওয়ের হেসডালেন উপত্যকায় গত কয়েক দশক ধরে রাতের আকাশে এক অদ্ভুত আলো দেখা যায়। এই আলোগুলো হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে, কখনও লাল, কখনও সাদা বা হলুদ রঙের হয়। এগুলো কখনও স্থির হয়ে থাকে, আবার কখনও অবিশ্বাস্য গতিতে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন হেসডালেন লাইটস। এর আসল কারণ খুঁজতে সেখানে রীতিমতো ক্যামেরা এবং রাডার বসিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। কেউ বলেন এগুলো মাটির নীচের খনিজ পদার্থের কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়া, আবার কেউ ইউএফও বলে দাবি করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের কাছে এই জাদুকরি আলোর কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই।

অনাথদের হোমের প্রশংসায় বিমল

নাগরাকাটা, ২৮ মার্চ : গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং শনিবার সন্ধ্যায় নাগরাকাটার ধরণীপুর চা বাগানের আনন্দম শেলটার হোম পরিদর্শন করেন। বিমল বলেন, 'আমার দল বিজেপির সহযোগী এবং যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানেই বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনি প্রচার করব।' বিমল গুরুং শেলটার হোমে থাকা অনাথ ও বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের সঙ্গে দেখা করেন। শিশুরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। এই সময় গুরুং প্রতিষ্ঠানটির কাজের প্রশংসা করে বলেন, 'সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির জন্য এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ডুয়ার্স এলাকার গোর্খা, আদিবাসী, বাঙালি, বিহারি, রাজবংশী, কোচ-মেচ, রাভা এবং টোটো সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কাজ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।'

শেলটার হোমের প্রতিষ্ঠাতা বসন্ত সুনারের সঙ্গে তাঁর পুরোনো সম্পর্কের উল্লেখ করে জানান, বসন্ত বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য একটি কলেজ এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চান। তিনি এতে সহযোগিতা করবেন। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টেনে বিমল বলেন, 'বীরপাড়ায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করব। মাদারিহাট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বুর সমর্থনে নির্বাচনি প্রচারও করব।' ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেসময়ে আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জন বারলা বিমল গুরুংয়ের সমর্থন পেয়েছিলেন। বারলা বিপুল ভোটে জয়ীও হন। অন্যদিকে, মাদারিহাট বিধানসভা থেকে বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা ২০১৬ এবং ২০২১ সালে জয়ী হন ও ২০২৪ সালে সাংসদ নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ডুয়ার্সে গোর্খা অধ্যুষিত এলাকায় বিমলের ভালো প্রভাব বিজেপির ভালো ফলের একটি কারণ।

বাপির অনুগামী ও বিক্ষুব্ধদের ধস্তাধস্তি

পূর্ণেন্দু সরকার ও
অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : রাজগঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী বদল নিয়ে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বাড়িতে বিক্ষোভ দেখাতে এসে তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়লেন রাজগঞ্জের বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা। বাপির লোকজন তাঁদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন বলে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ।

রাজগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী দীনেশ সরকার (হারাধন)-কে পরিবর্তন করার দাবি নিয়ে শনিবার রাজগঞ্জের বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা মোহিতনগরে বাপির বাড়ি আসেন। তাঁদের অভিযোগ, বাপিই দীনেশকে প্রার্থী করার পিছনে কলকাঠি নেড়েছেন। তখন বাপি বাড়িতে ছিলেন না। পরে তিনি পালটা অভিযোগ করেন, তৃণমূলের অরবিন্দ পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল কয়েকজনকে তাঁর বাড়িতে বিক্ষোভ দেখাতে পাঠিয়েছিলেন।

রাজগঞ্জে হারাধনকে বিজেপির একাংশই প্রার্থী হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। তাই প্রার্থী ঘোষণার দিন থেকেই রাজগঞ্জে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিক্ষুব্ধরা। তাঁদের অভিযোগ, বাপিই রাজগঞ্জ কেন্দ্রে শহর থেকে প্রার্থী চাপিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় কাউকে প্রার্থী হতে দেননি। তাই রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতে এদিন এসেছিলেন তার প্রতিবাদ জানাতে।

এদিন বাপির বাড়ির গেট বন্ধ ছিল। বিজেপির রাজগঞ্জ উত্তর মণ্ডল কমিটির সহ সভাপতি বাদল রায় বলেছেন, 'যাঁকে দল প্রার্থী করেছে তাঁকে আমরা মানতে পারছি না। অবিলম্বে প্রার্থী বদল চাই। কিন্তু বাপি গোস্বমীকে বাড়িতে না পেয়ে ফিরে যাই আমরা। তাঁর লোকজন আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, ধাক্কাধাক্কিও করেছে। আমরা রাজ্য কমিটিকে বিস্তারিত সবকিছুই জানাব।'

বাপি গোস্বামীর বাড়িতে বিক্ষোভ। শনিবার মোহিতনগরে।

এদিকে, বিক্ষুব্ধ কর্মীরা ফিরে যাওয়ার পর বাপি বাড়িতে ফেরেন। তিনি অভিযোগ করেন, 'যারা বিক্ষোভ করেছে তাদের দুই-তিনজন বিজেপি কর্মী। তাছাড়া বাকিরা তৃণমূলের কর্মী। নইলে তৃণমূলের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল কী করে নিজের গ্রুপে আমার বাড়ি ঘেরাওয়ের খবর প্রথম প্রকাশ্যে আনলেন? এসব তৃণমূলের চক্রান্ত। আমাদের রাজগঞ্জের প্রার্থীকে নিয়ে বিজেপি কর্মীরা প্রচার শুরু করেছে।'

রাজেশ পালটা বলেন, 'বাপি তাঁর বাড়ি ঘেরাও নিয়ে নিজের দলের কর্মীদের সঙ্গে কথাই বললেন না। উলটে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন। ভোটের বাজারে এইসব খবর এখন চাপা থাকে নাকি?'

রাজগঞ্জ কেন্দ্রে এতদিন প্রার্থী পদ না পাওয়ায় খবরের শিরোনামে ছিলেন বিদায়ি তৃণমূল বিধায়ক খগেশ্বর রায়। এবার বিজেপির প্রার্থী নিয়ে বিক্ষোভের জেরে প্রচারের আলো কিছুটা ঘুরে গিয়েছে। রাজগঞ্জ কেন্দ্রে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দুই দলের প্রার্থী নিয়েই এখন ভোটের বাজার সরগরম। বিজেপি প্রার্থী হারাধন সরকার এদিন দাবি করেছেন, 'আমি তো প্রতিদিন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়েই নির্বাচনি প্রচারে যাচ্ছি। কোনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ নেই।'

মুণ্ডু কেটে বৃদ্ধাকে হত্যা

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : বৃদ্ধার মুণ্ডুহীন মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চেওরচণ্ডী কামাত এলাকায়। মৃতের নাম সমিজা খাতুন। বয়স ৭৩ বছর। শনিবার সকালে বৃদ্ধার ঘরের ঠিক পেছনেই একটি মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কোতোয়ালি থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। প্রথমে পুলিশের তরফে বাড়ির আশপাশে মুণ্ডুর খোঁজে তল্লাশি চালানো হয়। পরে নিয়ে আসা হয় পুলিশ কুকুর। সন্ধ্যা পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হলেও মুণ্ডু উদ্ধার হয়নি। অন্যদিকে, ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশের ফরেন্সিক টিম নমুনা সংগ্রহ করছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কে বা কারা বৃদ্ধাকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করল। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এক বৃদ্ধার মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে বৃদ্ধার গলার নীচে আঘাত করা হয়েছিল। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।' মৃতের ছোট ছেলে ইউসুফ আলি বলেন, 'আমরা চাই, পুলিশ তদন্ত করে খুনিকে গ্রেপ্তার করুক।'

পালটা বাণ

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায় ছিল ব্যঙ্গের সুর, 'বাংলার বেলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী! বলছেন, জনবিন্যাস পালটে যাচ্ছে। তা কী করলে জনবিন্যাস ঠিক হবে? বাংলাকে কি গুজরাট করতে হবে!' পালটা শিক্ষামন্ত্রীর অভিযোগ, 'সীমান্তরক্ষা আপনাদের কাজ, সেটা আপনারা করছেন না।'

এসআইআর-কে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সরাসরি বিঁধলেন তৃণমূল নেতারা। ব্রাত্য ও মহুয়ার সঙ্গে উপস্থিত আরেক তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, 'দিল্লিতে যে সরকারই থাকুক, পুলিশ অমিত শা-র হাতে। তারপরও সেখানে গত ১২ বছরে ১৩,৩৬৬টি নারী নির্যাতন ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী শুধু মিথ্যা বলতে পারেন। অমিত শা-ও তাই করছেন।' ব্রাত্য প্রশ্ন তোলেন, 'বিহারে কোথায় অনুপ্রবেশকারী? এসআইআর হয়ে গেল। বাংলায় কোথায় এক কোটি বাংলাদেশি, কোথায় রোহিঙ্গা?'

শিক্ষামন্ত্রী সরাসরি অভিযোগ করেন, 'এসআইআর আপনাদের চক্রান্ত। এটা দিয়ে তৃণমূলের কফিনে পেরেক ঠুকতে চাইছেন।' শেষে ব্রাত্য চ্যালেঞ্জ ছোড়েন, 'আমরা ওই পেরেক উপড়ে নেব। আপনি চার্জশিটে যা যা দিয়েছেন, তার উত্তর আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি।'

মেয়রের ঢঙে গৌতম

প্রথম পাতার পর

অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করেও বহু ঠিকাদার এখনও তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। সন্দীপ পাল নামে এক ঠিকাদার বলেন, 'নতুন কিছু কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু টাকা পেলেও বকেয়ার অঙ্ক কম নয়। পুরনিগমের কাছে এখনও ২০ লক্ষের বেশি টাকা বকেয়া রয়েছে। বকেয়ার দাবিতে কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠির পর চিঠি দেওয়া হলেও কোনও লাভ হচ্ছে না।' অপর এক ঠিকাদার বলেন, 'আমরা ঠিকমতো প্রাপ্য পাচ্ছি না। বেশ কয়েক বছর ধরে আমার কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। ফলত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

এদিন টক টু গৌতম অনুষ্ঠান চলাকালে একাধিক ব্যক্তি ফোন করে শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেসকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। কেউ আবার বলছেন, জয় নিশ্চিত, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর তাতেই গৌতম দেব আপ্লুত হয়ে ওঠেন। যদিও শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ কটাক্ষের সুর চড়িয়ে বলেন, 'নিজেদের লোকদের দিয়েই ফোন করিয়েছেন। এসব করে কোনও লাভ নেই।' এরপরই তাঁর সংযোজন, 'শিলিগুড়ির মানুষ বিভিন্ন সময়ে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফোন করেছিলেন। তাঁদের উপলব্ধি, শিলিগুড়ির যাবতীয় সমস্যার মূল উৎস তিনিই। নির্বাচনে পরাজয়ের মধ্যে দিয়েই এই সমস্যার সমাধান হবে এবং মানুষ একজন দক্ষ প্রশাসককে পাবে শহরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

অনুষ্ঠান শেষে গৌতম বলেন, 'জেলা প্রশাসন আমাকে ফোন করে হঠাৎ টক টু মেয়র বন্ধ করতে বলে। পরে সন্ধ্যায় কমিশনের তরফে শোকজ করা হয়েছিল। যথাসময়ে উত্তর দিয়েছি। আমাকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অতীতেও লোকসভা নির্বাচনের সময় আটকে দিয়েছিল। এরপরই গৌতমকে বলো-র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর সঙ্গে নির্বাচনের কোনও যোগ নেই।' তিনি আরও বলেন, 'মে মাসের ৪ তারিখের পর আবারও টক টু মেয়র হবে। এটা মানুষের প্রোগ্রাম। মানুষের ভালোবাসায় আমি অভিভূত।'

পদ্মের চোখ অনুপ্রবেশেই

প্রথম পাতার পর

অপরাধ করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। এসআইআর-এর বিরোধিতায় দলগতভাবে তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত গিয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে দরবার করেছেন নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে।

তৃণমূলের এই অভিযোগের জবাব দিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২০২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ টেনে মনে করিয়ে দেন, সেসময় তৃণমূলের মদতে তিনশোর বেশি বিজেপি কর্মী খুন হয়েছিলেন এবং ২৫ হাজার কর্মী ঘরছাড়া ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, 'প্রশাসন তৃণমূলের ক্যাডারে পরিণত হয়েছে বলেই কমিশনকে এত রদবদল করতে হয়েছে এবং বিচারকদের হাতে শুনানির দায়িত্ব দিতে হয়েছে।'

র‍্যাশন, শিক্ষা, ১০০ দিনের কাজ, লটারি থেকে মিড-ডে মিল- তৃণমূল জমানার একাধিক দুর্নীতিও আছে বিজেপির চার্জশিটে। শা'র দাবি, কাটমানি এবং সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে রাজ্যে এখন শিল্পের আকাল এবং কর্মসংস্থানের হাহাকার। যদিও দীর্ঘ চার্জশিটে সারদা বা নারদ কেলেঙ্কারির উল্লেখ না থাকা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ভিন্ন গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা নিয়েও তৃণমূলের অভিযোগের শেষ নেই। ওই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কৌশলী জবাব, তৃণমূল আসলে বাংলাভাষী ও বাংলাদেশিদের গুলিয়ে দিতে চাইছে। যারা ভুয়ো পরিচয়ের কারণে হেনস্তার শিকার, তারা আদতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট এলেই 'ভিকটিম কার্ড' খেলেন বলেও ব্যঙ্গ করেন শা।

তাঁর কথায়, 'একুশের ভোটে হুইলচেয়ার আর ছাব্বিশের আগে মাথায় ফেট্টি! কখনও পা ভেঙে ফেলেন, কখনও অসুস্থ হয়ে পড়েন আবার কখনও নির্বাচন কমিশনের সামনে বেচারা হয়ে দোষারোপ করেন।' তারপরই শা'র চ্যালেঞ্জ, 'মমতাদিদি, আপনাকে বলতে এসেছি যে, আপনার এই রাজনীতি বাংলার মানুষ ধরে ফেলেছে। নির্বাচন কমিশনকে গালাগাল করা বাংলার সংস্কৃতিতে শোভা পায় না।'

নেইয়ের দগদগে ঘা

প্রথম পাতার পর

মুদিখানা থেকে বেরিয়ে তিন বলেন, 'সেই সময় হরিরামপুর ব্লকের শেষপ্রান্তে গোকর্ণ এবং সৈয়দপুর পঞ্চায়েতের বেশকিছু গ্রামের মানুষ আমরা উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকে যুক্ত হতে চেয়েছিলাম। কারণ ছিল একটাই, গ্রাম থেকে বিডিও অফিসের দূরত্ব।' হরিরামপুর ছেড়ে ইটাহার ব্লকে যুক্ত হওয়ার দাবিতে সরকারি সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে সেসময় নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন কুরমানপুর, বেজপুকুর, বিমলপাড়া সৈয়দপুর পশ্চিম গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ।

সেই দাবির মুখে শুরু হয় একের পর এক ঘোষণা। প্রথম ১৯৯৯ সালে ইটাহার ব্লকের ইটাহার পঞ্চায়েতের সঙ্গে, তারপর ২০০৩ সালে ইটাহার ব্লকের কাপাসিয়া পঞ্চায়েতের সঙ্গে ও শেষবার ২০০৬ সালে ইটাহার ব্লকের পতিরাজপুর পঞ্চায়েতের সঙ্গে এই এলাকা যুক্ত করা হবে বলে সরকার ঘোষণা করেছিল। আজও ঘোষণায় থেমে আছে সরকারি নির্দেশ। গ্রামগুলো থেকে গিয়েছে হরিরামপুর ব্লকের সৈয়দপুর ও গোকর্ণ পঞ্চায়েতে।

এই ক্ষোভের স্রোত একমুখী নয়, শাসক ও বিরোধী দলের দিকে বহুমুখী। সেই ক্ষোভের স্রোত আরও তীব্র এখন নেইয়ের দীর্ঘ তালিকায়। কালিয়াচকে তৈরি প্লাস্টিকের চেয়ার সাইকেলের পেছনে বেঁধে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ফেরি করেন এক্রামুল। হরিরামপুরের অলিগলি তাঁর মুখস্থ। বালিহারা থেকে ফেরার পথে মসজিদ মোড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা।

কথায় কথায় বললেন, 'বালিহারা গোকর্ণতে দুটি গ্রামীণ হাসপাতাল আছে, ডাক্তার নেই। সরকারি দিঘিগুলোতে মাছ চাষের টেন্ডার হয় না। হাসপাতালের সামনে জল জমে থাকে সারাবছর। হাইড্রেন পরিণত হয়েছে ডাস্টবিনে।' হরিরামপুর ব্লকের ছয়টি, বংশীহারি ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও বুনিয়াদপুর পুরসভার ১৪টি ওয়ার্ড নিয়ে হরিরামপুর বিধানসভা।

হরিরামপুর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে বংশীহারি ব্লকের মধ্যে বুনিয়াদপুর পুরসভা।

২০২১ সালে বুনিয়াদপুর পুর বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এরপর তিনজন প্রশাসক বদল হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন হয়নি। ফলে পুরসভার উন্নয়ন কার্যত থমকে। পুরসভার পুরোনো বিল্ডিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর দত্ত আক্ষেপ করলেন, 'পুরসভা এলাকায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হয়েছে, কিন্তু পরিষেবা নেই। হাইড্রেন নেই। বলতে পারেন, পুরসভা করে আমাদের কী লাভ হল?'

হরিরামপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। ২০১১-তে জয়ী হলেও পরেরবার হেরে যান। গত বিধানসভা নির্বাচনে জিতে মন্ত্রী হয়েছেন। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে প্রার্থী হারলেও হরিরামপুরে লিড পেয়েছিলেন দশ হাজারের কিছু বেশি। তবুও নিশ্চিন্ত হওয়ার জো নেই। এসআইআর ঝড়ে হরিরামপুর বিধানসভায় এলাকায় ৩১ হাজার ভোটারের নাম বিচারাধীন। যার বেশিরভাগটা হরিরামপুর ব্লকের।

তাছাড়া অভিমানে বসে থাকা তৃণমূল নেতা-কর্মীর সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। এমনিতেই বংশীহারী ব্লকের ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েত এবং বুনিয়াদপুর পুরসভায় বিজেপির প্রভাব লোকসভা ভোটে লক্ষ করা গিয়েছে। সব মিলিয়ে বিপ্লব মিত্রের সামনে একাধিক চ্যালেঞ্জ। বিজেপি প্রার্থী পেশায় শিক্ষক দেবব্রত মজুমদার। এবারই প্রথম নির্বাচনি লড়াইয়ে।

সিপিএমের প্রতীকে বামফ্রন্টের প্রার্থী গৌতম গোস্বামী। হেঁটে, সাইকেলে, কখনও বাইকের পেছনে ঘুরতে অভ্যস্ত গৌতমের কাছে গোটা বিধানসভা এলাকা হাতের তালুর মতো পরিচিত। কংগ্রেস থেকে তৃণমূল, তৃণমূল থেকে বিজেপি হয়ে কংগ্রেসে পা রেখে সোনা পাল এবার হরিরামপুরের সম্ভাব্য প্রার্থী।

ক্ষতে প্রলেপ দিতে দায়িত্ব পাপিয়াকে

প্রথম পাতার পর

পাপিয়াকে আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান হয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। শনিবার বাগডোগরায় কমিটির প্রত্যেককে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন রবি-কন্যা।

দলের জেলা কমিটির সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকে জোড়াফুল শিবিরের সঙ্গে পাপিয়ার দূরত্ব বাড়তে থাকে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে দুটো গোষ্ঠী রয়েছে। কাদের হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকবে, সেই নিয়ে রেষারেষির শেষ নেই। অরুণকে বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর পদে বসানোর পর পাপিয়ার আরও গোসা হয় বলেই গুঞ্জন রয়েছে। শেষ পেরেকটি পোঁতা হয় টিকিট ঘোষণার পর। বাবা টিকিট না পাওয়ায় গভীর ক্ষত তৈরি হয় পাপিয়ার মনে। বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছে দলের শীর্ষমহল। তাঁর অনুগামী ও ঘনিষ্ঠরা বেঁকে বসলে ইভিএমে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থেকে ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা শুরু করে দল।

পাপিয়া অবশ্য এদিনও যুক্তি দিলেন, 'বাবা অসুস্থ, ডায়ালিসিস হয়েছে। তাই কোচবিহারে গিয়েছিলাম। নবরাত্রির পুজোও করেছি। বুধবার ফিরে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় যাই।'

কোচবিহারের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তৃণমূলের প্রথম দিন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী। তিনি নাটাবাড়ি থেকে জিতে বিধায়ক হয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীও হন। রবির মেয়ে বিবাহসূত্রে বাগডোগরার বাসিন্দা। তাঁকে তৃণমূল দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী করেছিল। সেই সময়কালে মহকুমা পরিষদ ও শিলিগুড়ি পুরনিগম বামেদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় শাসকদল। কোচবিহারে বাবা আর শিলিগুড়িতে মেয়ে বেশ দাপটের সঙ্গেই রাজনীতি করছিলেন। কিন্তু, এবার নাটাবাড়িতে নতুন মুখ এনেছে দল। এতেই ক্ষুণ্ণ 'ঘোষ পরিবার'।

বাবা টিকিট না পাওয়ায় ভেঙে পড়েছেন খবর পেয়ে পাপিয়াও কোচবিহারে যান। বেশ কয়েকদিন ছিলেন। এরপর রবির শরীর খারাপ হয়। অন্যদিকে, মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে প্রচারে নেমে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকার। তাঁর হয়ে দাপুটে নেত্রী পাপিয়াকে ময়দানে না দেখে দলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়। বুধবার নকশালবাড়িতে মমতার সভায় পাপিয়াকে মঞ্চে দেখা গেলেও প্রচারের ময়দানে শনিবার অবধি দেখা যায়নি তাঁকে।

শুক্রবার রাতে তৃণমূল রাজ্যের বিভিন্ন জেলার কয়েকটি বিধানসভায় নির্বাচনি কমিটি ঘোষণা করে। এরপরই সক্রিয় হন রবি-কন্যা। এদিন রাতে বলেন, 'সন্ধ্যায় নির্বাচনি কমিটির বৈঠক করলাম। আমি ময়দানেই রয়েছি। এখান থেকে সরে যাওয়ার জল্পনা ভিত্তিহীন।'

দার্জিলিং জেলার সমতলের তিনটি বিধানসভার মধ্যে শুধুমাত্র মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির জন্যই এধরনের কমিটি তৈরি করা হল। সহ আহ্বায়ক হয়েছেন নির্জল দে। ২০ জনের কমিটিতে প্রিয়াংকা বিশ্বাস, অভিজিৎ পাল, ভোলা ঘোষ, তনয় তালুকদার, সুজিত দাসের মতো এলাকার প্রথম সারির নেতারা রয়েছেন। কিন্তু কেন শুধুমাত্র মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি?

দলীয় সূত্রের খবর, এই বিধানসভায় দলের গোষ্ঠীকোন্দল ভীষণভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে। কোঅর্ডিনেটরের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই সম্প্রতি প্রচারে এসে রিপোর্ট নেওয়ার পরেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। যদিও দলের তরফে দাবি করা হচ্ছে, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভায় 'ডিসপুট' থাকায় এখানে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রংদার রোববার

15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৯ মার্চ ২০২৬ পনেরো

ভোট আসছে। সেই সংক্রামক মায়াও সমানে মনে উঁকিঝুঁকি মারছে। স্বর্গ থেকে মর্ত্য- এই আদিম আসক্তি চিরকাল বিভেদের বিষ বুনেছে। সেই সূত্রেই আলিবর্দি থেকে কোচবিহারের রাজপ্রাসাদ; সবই বিশ্বাসভঙ্গ আর দীর্ঘশ্বাসের সাক্ষী। আধুনিক গণতন্ত্রের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নব্য শোষণে সাধারণ মানুষই পথ হারিয়েছে। ক্ষমতা যে এক অমোঘ মরীচিকা তা অবশ্য শেষপর্যন্ত সে বুঝেছে।

মরীচিকার মসনদ

রাজদণ্ডের দহনজ্বালা আর অন্তরের ধ্রুব আলো

অনুরাধা কুন্ডা

জিশান তার ক্লাসের বন্ধু ঈশানের চেয়ারে পেন্সিলের অগ্রভাগ সোজা করে রেখেছিল। ঈশান মনিটর হয়েছে। কেন? জিশান নয় কেন? সে কম কীসে?

বাইবেল বলছে, ঈশ্বর নামক সর্বশক্তিমানের অধীনে ছিল মহাপরাক্রমশালী চার মহাদেবদূত। তাদের বলা হত আর্কেঞ্জেল। মাইকেল, রাফায়েল, গ্যাব্রিয়েল আর লুসিফার ছিলেন ঈশ্বরের প্রিয়। রূপে, গুণে, শৌর্যে অদ্বিতীয়। তখনও পৃথিবী বা নরকের জন্মই হয়নি। স্বর্গ আর স্বর্গ। ঈশ্বর তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। ঈশ্বরের মসনদের উত্তরাধিকারী হবেন তাঁর পুত্র। কেন পুত্র? কেন মাইকেল নয়, গ্যাব্রিয়েল, রাফায়েল নয়? লুসিফার নয়? ঈশ্বরপুত্রের মধ্যে আছে ভালোবাসার অসীম ক্ষমতা, জ্ঞানভাণ্ডারের শেষকথা ভালোবাসা। মাইকেলদের কিছু মনে হল না। ঈশ্বরের কথা তাদের কাছে বেদবাক্য। যত কুটকুটি লুসিফার নামের বিশালাকৃতি অপরূপ সুন্দর মহাদেবদূতটির মনে। কেন? কেন? কেন? আমি নই কেন? ঈশ্বরপুত্রের চেয়ে আমি কম কীসে?

‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’-এর একদম শেষে একটা দৃশ্য, একটা সংলাপ মনে পড়ে? শুন্ডির রাজা রাজকন্যার বিয়ে দেওয়ার জন্য গুপীকে পছন্দ করেছেন। ক্ষুব্ধ বাঘা লাফ দিয়ে উঠে বলল, আমি কম কীসে? উত্তরে দীর্ঘকায় গুপী আরেক লাফ দিয়ে খর্বকায় বাঘাকে বলেছিল, এই এতটা!

প্রতিটি ক্ষমতাপিপাসুর মনেই বাঘা বাইনের ওই প্রশ্নটা লোভ হয়ে জেগে থাকে— আমি কম কীসে? কেন আমি নই?

পরাজিত লুসিফার আর তার দলবলকে ঈশ্বর শাস্তি দিলেন। নরক নির্মাণ করে ছুড়ে ফেলে দিলেন সেই জ্বলন্ত আগুনের গহ্বরে, যার নাম লোভ, হিংসা, ক্রোধ।

লুসিফারের মনেও ঠিক এই প্রশ্নটাই বুড়বুড়ি কাটছিল। কেন আমি নই? কেন আমি ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নই? ঈশ্বরপুত্র কোন যোগ্যতায় ঈশ্বরের মসনদ পায়? লুসিফার খেপিয়ে তুলল লক্ষ লক্ষ বোকা দেবদূতদের, যারা স্রেফ ব্রেনওয়াশড হয়ে ভাবতে শুরু করল যে ঈশ্বর এক স্বৈরাচারী একনায়ক, যিনি পক্ষপাতিত্ব করে বাঁচিয়ে রাখছেন তাঁর ঘরানা, তাঁর ডাইন্যাস্টি। জগতে পঙ্গপালের মতো, ভেড়ার দলের মতো মূর্খ দেবদূতেরা বোঝেনি ঈশ্বরপুত্র সিংহাসনের উপযুক্ত শুধু রূপে, গুণে, বীরত্বে নয়। সে প্রকৃত নায়ক তার হৃদয়নিঃসারিত ক্ষমা, দয়া, মমতায়।

ফল কী হল সবাই জানেন। স্বর্গে বাধল এক ভয়াবহ যুদ্ধ। ঈশ্বর বনাম লুসিফার। দেবদূত বনাম দুষ্টু দেবদূত। পরাজিত লুসিফার আর তার দলবলকে ঈশ্বর শাস্তি দিলেন। নরক নির্মাণ করে ছুড়ে ফেলে দিলেন সেই জ্বলন্ত আগুনের গহ্বরে, যার নাম লোভ, হিংসা, ক্রোধ। এ ক্রোধ অন্যায়কে পোড়াবার পবিত্র ক্রোধ নয়, এ হল বৃথা আস্ফালনের ক্রোধ, প্রতিটি ক্ষমতালিপ্সুর অন্তর্জ্বলন।

দুর্যোধনের ক্রোধ। ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। হস্তিনাপুরের সিংহাসন। অতি রম্য। অতি লোভনীয়। অতি মূল্যবান। রাজা শান্তনুর পর থেকেই তো সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নেই। কুমার দেবব্রত চিরকৌমার্যের প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন। সত্যবতীর দুটি পুত্রই অপদার্থ। চিত্রাঙ্গদ অকালমৃত। ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিচিত্রবীর্য সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। শুধু সিংহাসনের উত্তরাধিকারের জন্য ভীষ্ম হরণ করে আনলেন অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকাকে। শুধু সিংহাসনের জন্য নারী ছিল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র। ওই সিংহাসনের জন্য ব্যর্থ হল অম্বার শাল্বের প্রতি প্রেম। নিয়োগপ্রথায় ব্যাসদেবের ঔরসে সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হলেন অম্বিকা আর অম্বালিকা। কেমন সন্তান সেই অনভিপ্রেত, ভয়ার্ত সংগমের ফল? ভয়ে পাণ্ডুর নারীর গর্ভ থেকে পাণ্ডুবর্ণ চিররুগ্ন পাণ্ডু। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলা নারীর সন্তান জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র। হস্তিনাপুরের অন্তঃপুরবাসিনীরা কি আদৌ সুখী ছিলেন কখনও? শুধু ক্ষমতা আর সিংহাসনের জন্য তাঁরা বারবার বলিপ্রদত্ত হয়েছেন। কুন্তীকে আহ্বান করতে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ। ধর্মের সন্তান যুধিষ্ঠির, পবনের সন্তান ভীম, ইন্দ্রের সন্তান অর্জুন। অশ্বিনীকুমারদের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে নকুল, সহদেব।

এরপর ষোলোর পাতায়

নীচে চাপা পড়ে থাকে রক্তমাখা ইতিহাস

অনির্বাণ নাগ

মনে করুন আপনি গোধূলির মরে যাওয়া আলোয় কোনও প্রাচীন প্রাসাদের ফাঁকা দরবার হলে দাঁড়িয়ে আছেন। হতে পারে সে প্রাসাদ যমুনা তীরের দেওয়ান-ই-খাস কিংবা ভাগীরথী তীরের হাজারদুয়ারি, অথবা গিলোটিনের রক্তমাখা সিংহাসন অলংকৃত ভার্সাই প্রাসাদ কিংবা ফরবিডন সিটির খাঁখাঁ করা রাজদরবার। গল্পটা সব জায়গায় একই। আপনার মনে হবে—কোথাও যেন এখনও একটি রত্নখচিত সিংহাসন ফিশফিশ করে বলছে— এসো, আমাকে দখল করো, আমিই ক্ষমতা। সেই সিংহাসনের গায়ে মুছে না-যাওয়া ইতিহাস, তার চারপাশে ঘুরে বেড়ানো অদৃশ্য পায়ের শব্দ, আর বাতাসে ভেসে থাকা ক্ষমতার গন্ধ। সেই সিংহাসন কথা বলে না, তবু জানায়— এখানে বসার জন্য একসময় মানুষ লড়েছে, মরেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই মসনদ একটি আসন শুধু নয়, এটি এক মোহমায়া। যার জন্য মানুষ আপনজনকে ভুলেছে, ইতিহাসকে রক্তে লিখেছে, আবার সময়ের সঙ্গে নিজেই বদলে গেছে।

পলাশির যুদ্ধ যেন বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার অধ্যায়— যেখানে তলোয়ারের ঝনঝনানি যতটা না শোনা গিয়েছিল, তার চেয়ে বেশি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতার ক্লেদাক্ত ইতিহাস।

বাংলার মসনদ দখলের প্রথম বড় নাটকীয় ঘটনা ঘটে যখন আলিবর্দি খাঁ নিজের প্রভু সরফরাজ খাঁ-কে ১৭৪০ সালে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত করে নবাব হন। এটি ছিল বিশ্বাসঘাতকতা ও সামরিক শক্তির এমন এক মিশ্রণ, যা ক্রমান্বয়ে গ্রাস করবে পরবর্তী ইতিহাসকে, যেখানে ক্ষমতার লোভই বড় হয়ে উঠবে। পলাশির যুদ্ধ যেন বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার অধ্যায়—যেখানে তলোয়ারের ঝনঝনানি যতটা না শোনা গিয়েছিল, তার চেয়ে বেশি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতার ক্লেদাক্ত ইতিহাস। সেই যুদ্ধে মসনদ কেবল হাতবদল হয়নি, হারিয়ে গিয়েছিল এক স্বাধীনতার স্বপ্ন। মহম্মদী বেগের ছুরিটা সেদিন শুধু বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের বুকেই বিদ্ধ হয়নি, বিদ্ধ করেছিল বাংলা ও বাঙালির স্পন্দিত স্বাধীনতাকেও, যা আরও দুশো বছর ধরে রক্ত ঝরাবে ভারতবর্ষের বুকে।

এই যুদ্ধ কেবল একটি সামরিক সংঘর্ষ ছিল না, এটি ছিল বিশ্বাসঘাতকতার এক ক্লাসিক উদাহরণ, যেখানে মসনদের জন্য আত্মীয়তা, আনুগত্য, ভ্রাতৃত্ব— সবকিছু বিসর্জিত হয়েছিল ভাগীরথীতে। মীরজাফরের মসনদের প্রতি লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র, মীরমদন ও মোহনলালের লড়াই, মীর কাশিমের মসনদে বসা, বক্সারের যুদ্ধ, বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডতে রূপান্তরিত হয়ে বকলমে মসনদে আসীন হওয়া— এ সবই প্রমাণ করেছিল, মসনদ দখলের লড়াইয়ে সেদিন সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র তলোয়ার ছিল না, ছিল বিশ্বাসভঙ্গ।

বাঙালির খুনে লাল হওয়া ক্লাইভের খঞ্জরে লেগে থাকা শুকনো রক্তের দাগ যুদ্ধের দুশো সত্তর বছর পরেও ধুয়ে ফেলা যায়নি।

বড় সাম্রাজ্যের বাইরেও বাংলার মাটিতে ছড়িয়ে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট মসনদ এবং প্রতিটি নিয়েই ছিল লড়াই, দ্বন্দ্ব ও আকাঙ্ক্ষা। তবে কোচবিহার রাজ্য চিরকালই তার স্বাধীন সত্তা বজায় রেখেছিল। কাগজে-কলমে দিল্লির আনুগত্য স্বীকার করলেও বাস্তবে এই রাজ্য ছিল প্রায় স্বাধীন। তবে এই স্বাধীনতার গৌরব রবি অস্তমিত হয়েছিল রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের সময়কালে। এও এক চমকপ্রদ মসনদ হস্তান্তরের কাহিনী। পলাশির যুদ্ধের আট বছর পর কোচবিহারের সিংহাসনে বসেন মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ। ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন দেওয়ানদেউ রামনারায়ণ। প্রথা অনুসারে সিংহাসনে বসার কথা তাঁরই। কিন্তু রামনারায়ণের রাজভাগ্য বিড়ম্বিত হওয়ায় রাজা হলেন ছোট ভাই ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ। রামনারায়ণের মনে অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলতেই লাগল। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মসনদ দখলের ছক কষেন রামনারায়ণ, গোপনে ভুটান রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মন্ত্রী-অমাত্যদের মাধ্যমে এই সংবাদ সত্য-মিথ্যায় পল্লবিত হয়ে পৌঁছে যায় ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের কাছে। পথের কাঁটা সরিয়ে মসনদ সুরক্ষিত রাখতে অধৈর্য হয়ে পড়েন ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ।

এরপর ষোলোর পাতায়

মায়াজাল এবং এক বিষাক্ত মোহ

সুমন গোস্বামী

মসনদ মূলত আরবি শব্দ। আরবিতে তার অর্থ ছিল ‘যার ওপর ভর দিয়ে বসা যায়’। তবে কালে কালে তা পালটে হয়ে দাঁড়াল ক্ষমতা। আসলেও কি মসনদের নেশা পালটে দেয় না মানুষকে? দেয়নি? ফরাসি বিপ্লবোত্তর দুনিয়ায় মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল রাজতন্ত্রের আর ভবিষ্যৎ নেই। ধীরে ধীরে দেশে দেশে জন্মাতে লাগল গণতান্ত্রিক সরকারগুলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পতন হল উপনিবেশগুলোর। পৃথিবীজুড়ে তখন গণতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্র কারে কয়! সে-ও কি ‘কেবলই যাতনাময়’!

গণতন্ত্র মানে জনগণের শাসন। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রীয় প্রতিটি সম্পদই আসলে জনগণের সম্পদ। রাষ্ট্রীয় প্রতিটি পদক্ষেপই নির্ধারিত হবার কথা জনগণের জন্য, জনগণের কথা ভেবে। কিন্তু তাই কি হয়েছে? সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রতিটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অর্থাৎ মসনদে বসতে চায়। এই কার্যে তাদের বিপুল খরচের জোগানদার কারা? পরবর্তীতে কি তারা কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব বুঝে নেয় না? অথবা কাঞ্চনমূল্যে কি বিশেষ বিশেষ হাতে চলে আসে না ‘বিশেষ’ সুবিধা? অবশ্যই এটাই হয়, হয়ে এসেছে। পাশাপাশি ক্ষমতায় টিকে থাকার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতাসীনদের অতিনির্ভরশীল করে তুলেছে টাকার জোগানদারদের ওপর। ধীরে কিন্তু নিশ্চিত লক্ষ্যে ধনী হয়েছে আরও ধনী, সামান্য সম্পদের মালিকেরা এগিয়ে গিয়েছে সর্বহারা হবার দিকে। কেবল এই-ই নয়, দরিদ্রদের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। ওদিকে, সামান্য সংখ্যক মানুষের হাতে চলে এসেছে বিপুল অর্থ। অর্থনীতির ভাষায় এটাকেই বলা হয় অসাম্য। যে দেশে এই অসাম্য যত বেশি, সে দেশের গণতন্ত্রের হাল তত খারাপ।

ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব হল প্যারিস স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর সঙ্গে যুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি এই ল্যাবের সঙ্গে আছেন। ২০২২ থেকে অত্যন্ত নিবিড় সমীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখিয়েছেন, ভারতের ক্ষেত্রে এই ইনইকুয়ালিটি বা ‘অসাম্য’ ব্রিটিশ আমলের থেকেও খারাপ অবস্থানে পৌঁছেছে। এদেশে মাত্র এক শতাংশ ধনকুবেরদের হাতেই আছে জাতীয় আয়ের ২২.৬ শতাংশ (১৯৩০-এর দশকে যা ছিল ২১-২২ শতাংশ) আর জাতীয় সম্পদের ৪০ শতাংশ। নিশ্চিতভাবেই এই পরিসংখ্যান গর্বের নয়, লজ্জার। ব্রিটিশ আমলে সামান্য কিছু রাজরাজড়া এবং মধ্যস্বত্বভোগী বণিক বিপুল বৈভবের জীবন কাটাতেন, আর পাশাপাশি ক্ষুধাদীর্ণ ভারতবর্ষ পড়ে থাকত অন্ধকারে। পিকেটিদের কাজ দেখিয়েছে, এখনও ঠিক সেই অবস্থাই বর্তমান, বরং কিঞ্চিৎ বেশি। বলার কথা, বর্তমান সরকারের আমলে এই অসাম্য সুতীব্র আকার ধারণ করেছে ঠিকই, কিন্তু আগেও যে ছিল না তা নয়। বিশেষত নব্বইয়ের দশক থেকে ধনী আর দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমেই আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ তথাকথিত ‘জনগণের শাসন’ কেবল কথার কথা হয়েই রয়ে গেছে। রাজা-বাদশা আর বিপুল সম্পদশালী বণিকদের জায়গা নিয়েছে কেবল বিজনেস টাইকুন আর বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা। বাকি জনগণ সেই তিমিরেই আটকে। যে দল যখনই ওই ‘মসনদ’-এ আসীন হয়েছে, জনগণের প্রতি করা অঙ্গীকার ভুলে তারা চালিয়েছে শোষণ আর অপশাসনের বুলডোজার। দলভেদে, সময়ভেদে তার মাত্রার ফারাক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মূল চলনে কোনও ফারাক হয়নি। আর এসব নিয়ে প্রশ্ন করতে গেলেই মসনদের মানুষদের চেহারাটা হয়ে উঠেছে একই রকম ক্রুদ্ধ ও নৃশংস। দরিদ্র ও অসহায় জনতাকে ক্ষমতার চাবুকে দাবড়ে তারা সবক শেখাতে চেয়েছে। বিরোধিতা করতে চাওয়া মানুষদের কারাবন্দি করেছে বা স্রেফ ‘নেই’ করে দিয়েছে জগৎ থেকে।

পাঞ্চো জাপাতাকে এগিয়ে দিলেন চেয়ারটির দিকে— ‘আপনিই উপযুক্ত। ওখানে আপনিই বসুন।’ জাপাতা মৃদু কণ্ঠে বললেন, ‘না। ও চেয়ারটাই অভিশপ্ত। ওখানে বসলে ভালো মানুষও নষ্ট হয়ে যায়।’

এ চিত্র কিন্তু কেবল এদেশের তা নয়, গোটা দুনিয়াতেই গণতান্ত্রিক সরকারের আচরণে বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিলের বন্যা। প্রশ্ন সেই একই— অসাম্য, অধিকার লঙ্ঘন, শোষণ। মসনদে আসীন মানুষের তখন মনে থাকেনি যে কোন অবস্থান থেকে কাদের সমর্থনে সে আজ এই ক্ষমতার অধিকারী। মসনদে আসীন ব্যক্তির থেকে তাঁর ছায়া হয়ে উঠেছে দীর্ঘ। কেবলমাত্র ক্ষমতা আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছে সেই ছায়া এবং একদা বন্দিত ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন নিন্দিত চরিত্র। যেমন?

যে ফরাসি বিপ্লব বিশ্ববীক্ষণে বদল এনেছিল, সেই বিপ্লবেরই সন্তান ছিলেন রোবসপিয়ের। অত্যাচারী, জনবিরোধী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুমহান লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সেই মানুষই ক্ষমতাসীন হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন ‘রেইন অফ টেরর’— সন্ত্রাসের রাজত্ব। গিলোটিনের মাধ্যমে অসংখ্য হত্যা সম্পাদনের পর তাঁর নিজেরই মৃত্যু হয় গিলোটিনে। অথবা রবার্ট মুগাবেকে দেখুন। রোডেশিয়ার ঘাড়ে চেপে থাকা ব্রিটিশ নিপীড়ন-শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নেতা তিনি। আজকের জিম্বাবোয়ে তৈরি তাঁরই হাতে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই নায়ক হয়ে উঠেছিলেন অত্যাচারী একনায়ক। বিপুল দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন আর গণহত্যার অসংখ্য অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। অবশেষে সহযোদ্ধার হাতেই ক্ষমতাচ্যুত হন মুগাবে। মানুষ অনেকদিন আগেই তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। আং সান সু কি-র পিতা ছিলেন মায়ানমারের (প্রাক্তন বার্মা) জনতার চোখে ‘জাতির জনক’। অত্যাচারী জান্তা শাসকদের কবল থেকে মায়ানমারের মুক্তির লড়াইয়ে যখন এসে দাঁড়ালেন তাঁরই কন্যা সু কি, তখন দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ ঢেলে দিয়েছিল সমর্থন। জান্তারা গণরায় অস্বীকার করে যখন সু কি-কে কারারুদ্ধ করে রাখে, তখন গোটা বিশ্ব তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! শান্তির জন্য অহিংস সংগ্রাম চালিয়ে যিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছিলেন, সেই সু কি মসনদে বসার পর গোটা বিশ্ব একসময় তাঁর দিকেই আঙুল তুলল রাখাইনের ‘রোহিঙ্গা গণহত্যা’র কারণে।

মসনদই কি তবে মূল ‘ডেভিল’? আমাদের মনে পড়তেই পারে মেক্সিকোর বিপ্লব চলাকালীন সেই মুহূর্ত। ১৯১৪ সাল। শান্ত, ধীর এমিলিয়ানো জাপাতা আর পাঞ্চো ভিয়া যুগপৎ ঢুকছেন মেক্সিকো সিটির প্রেসিডেন্ট ভবনে। অত্যাচারী স্বৈরশাসকের পতন হয়েছে, পড়ে রয়েছে প্রেসিডেন্টের ফাঁকা চেয়ার আর চেয়ারের ওপর বিরাজমান সেই মসনদ। পাঞ্চো জাপাতাকে এগিয়ে দিলেন চেয়ারটির দিকে— ‘আপনিই উপযুক্ত। ওখানে আপনিই বসুন।’ জাপাতা মৃদু কণ্ঠে বললেন, ‘না। ও চেয়ারটাই অভিশপ্ত। ওখানে বসলে ভালো মানুষও নষ্ট হয়ে যায়।’

মেক্সিকোর কৃষক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ এমিলিয়ানো জাপাতাই কি তবে মসনদের সঠিক ব্যাখ্যাকার!!

এ আমি কেমন আমি

শাঁওলি দে

নিজেকে নিয়ে আজকাল বড়ই বিড়ম্বনায় থাকি। কী ভাবছি, কী করছি, আর কেনই বা করছি—সবটা মিলিয়ে মাথার ভেতর যেন সবসময় একটা জট পাকানো সুতোর কুণ্ডলী তৈরি হয়ে থাকে। ডাক্তারি পরিভাষায় এই অদ্ভুত ভুলো বা উদাসীন রোগটার নিশ্চয়ই কোনও একটা খটমটে ল্যাটিন নাম আছে, অন্তত আমার তা জানা নেই। তবে রোগটার প্রকোপ যে দিন-দিন বাড়ছে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো ঘড়ি দেখি না, কিংবা হাই তুলতে তুলতে পঞ্জিকাও হাতড়াই না। আমার দিন শুরু হয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দেখে। সেখানেই আসে লোকাল ট্রেনের লাইভ আপডেট। আগেকার দিনে মানুষ সকালে উঠে ইষ্টনাম জপ করত, আর এখন আমার সকাল হয় 'ট্রেন ছাড়ল' কি না, সেই মেসেজ দেখে। এমনভাবে সারাদিন হাঁটাচলা করি, যেন আস্ত একটা লোকাল ট্রেন বা সরকারি বাস পেছন থেকে আমাকে তাড়া করে ফিরছে। এই তাড়া খাওয়ার ভূত ঘাড় থেকে রাতেও নামে না। রাতের বেলাতেও ডাইনিং টেবিলে বসে একটু ধীরেসুস্থে খেতে পারি না। গোগ্রাসে গিলতে থাকি। আমার এই অদ্ভুত খাওয়া দেখে ছেলেমেয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর বেশ বিজ্ঞের মতো বলে ওঠে, 'মা, এখন কি তোমার কোনও ট্রেন ধরার আছে?'

এই তাড়া খাওয়ার অভ্যেস আমাকে অন্যের বাড়িতে গিয়েও বিপদে ফেলে। কারও ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলে আরেক মহা বিপদ। দামি নরম সোফায় বসার পর আমার হাত দুটো আপনাআপনিই সামনের দিকে কিছু একটা খুঁজতে থাকে। বাসের সামনের সিটে যেমন ধরার জন্য একটা লোহার হ্যান্ডেল থাকে, ঠিক তেমন কিছু একটা। আশপাশে অনেক ফাঁকা জায়গা থাকলেও আমি নিজের কোলের ওপর সাধের ব্যাগপত্তর শক্ত করে চেপে ধরে বসে থাকি। যেন একটু আলগা দিলেই ব্যাগের ভেতর থেকে সব উধাও হয়ে যাবে! গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী হয়তো ভাবেন আমি খুব নার্ভাস, কিন্তু আসল কারণটা তো শুধু আমিই জানি।

'ভুলো মন' মানুষের জ্বলন্ত উদাহরণ যদি কেউ দেখতে চান, তবে নির্দ্বিধায় আমার নামটি সুপারিশ করে দেবেন। এই জিনিস এখানে রাখছি, আর পরমুহূর্তেই বেমালুম ভুলে যাচ্ছি। কানে চিমটি কাটা বা মাথার চুল টেনে রাখার টোটকা এখন অতীত। মগজের পাঁচতলা মল পুরোটাই যেন এক বিশাল গোলকধাঁধা। সরকারি বাসগুলোতে তো এখন টিকিট দেয়। আমি অনেক সময় স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে বাসে উঠি, আবার কোনও সময় বাসে উঠে ভিড়ের মধ্যে কসরত করে টিকিট নিই। এভাবেই রোজকার টিকিটগুলো আমার ব্যাগে জমতে জমতে একেবারে হিমালয় পাহাড় হয়ে যায়। অকারণে ফেলাও হয় না, আর ব্যাগেরও ওজন বাড়ে।

তো একবার হয়েছে কী, মাঝরাস্তায় বাসে চেকারবাবু উঠলেন। কনডাক্টর বেচারা তো তটস্থ। জলদি জলদি যাঁদের টিকিট কাটা হয়নি, তাঁদের টিকিট দেওয়ার কাজ শেষ করছেন। আমার টিকিট তো অনেকক্ষণ আগেই কাটা হয়ে গেছে, তাই আমি নিশ্চিন্ত। চেকারবাবু এক পা এক পা করে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি চরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাগের চেন খুললাম। চেকারবাবু আরও কাছে এলেন। আমি হাত গলিয়ে দিলাম ব্যাগের অতল গহ্বরে। আর তারপর একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন! প্রায় দুই-তিন বছর আগের পুরোনো বাসের টিকিট, মুদির দোকানের রসিদ, পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং আরও হাজারটা অকেজো জিনিস। পুরোনো টিকিট পেলাম অন্তত পাঁচশোখানা, কিন্তু নাহ! সেদিনকার টাটকা কেনা টিকিটের টিকিরও দেখা নেই। এদিকে, চেকারবাবু একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু নিয়ে তাকিয়ে আছেন, আর কনডাক্টরের মুখখানা ভ্যাবাচ্যাকা। আমার ততক্ষণে হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে। জরিমানার ভয়ে নয়, স্রেফ অপমানের ভয়ে। শেষে কোনও দিশা না

-এআই

পেয়ে, ব্যাগের ভেতর থেকে যত পুরোনো টিকিট হাতে উঠল, সব একেবারে মুঠো ভরে তুলে ধরলাম চেকারবাবুর চোখের সামনে। যেন এক মুঠো পদ্মফুল অঞ্জলি তুলে দিলাম প্রভুর শ্রীচরণে! আমার এই কাণ্ড দেখে প্রভুর রক্তচক্ষু ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। চরম বিরক্তি থেকে তাঁর দৃষ্টি ক্রমশ করুণাময় হয়ে উঠল। তারপর কনডাক্টরের দিকে তাকিয়ে চরম হতাশায় বলে উঠলেন, 'যত্তসব পাগলের গুষ্টি বাসে ওঠে!'

এই তো সেদিনকার কথা। ছাদে কাপড় মেলছিলাম। হঠাৎ মাথার ভেতর কী একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। আর অমনি পড়ি-কি-মরি করে ছাদ থেকে একছুটে নীচে নেমে এলাম। ঘরে ঢুকেই সোজা হাঁফাতে হাঁফাতে ফ্রিজের দরজাটা সপাটে খুলে ফেললাম। হাবভাব এমন, যেন এই মুহূর্তেই ফ্রিজের ভেতর থেকে মহামূল্যবান কোনও গুপ্তধন উদ্ধার করে আনব। কিন্তু বিধি বাম! ঠিক কী কারণের জন্য এমন হুড়মুড় করে একতলা-দু'তলা এক করে নীচে নেমে এলাম আর ফ্রিজ খুললাম, সেটা কিছুতেই আর মনে করতে পারছি না। বেশ কিছুক্ষণ খোলা ফ্রিজের ঠান্ডা হাওয়ার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মহা বোকা সেজে নিজের ব্রেনকে অনেকক্ষণ ধমকানোর

রসরঙ্গ

পর অবশেষে সে যাত্রায় ভাবনায় ক্ষান্ত দিয়ে ফ্রিজ বন্ধ করলাম।

নিজের এই ভুলো মনের কথা বলতে গিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে অনেক পুরোনো কীর্তিই মনে পড়ে যায়। সেই ভুলগুলো আবার চট করে ভুলি না। একদিন সন্ধেবেলা স্কুল থেকে ফিরে চা বানাচ্ছিলাম। সারাদিনের খাটুনির পর দুধ-চায়ে একটু কড়া করে রং না ধরলে আমার আবার শরীরের ক্লান্তি কাটে না। তো সেই নিয়ম মেনেই চায়ের পাত্রে একে একে জল, চিনি, দুধ দিয়ে দিলাম। মিশ্রণটা একটু ফুটতেই তাতে দিয়ে দিলাম চা পাতা। কড়া রঙের আশায় পরিমাণটা একটু বেশিই দিলাম। কিন্তু এ কী আশ্চর্য! বেশ কিছুক্ষণ টগবগ করে ফোটার পরও চা পাতাগুলো কেমন দিব্যি জলকেলি করছে! এতটুকু রং ছাড়েনি! যেমন কালো পাতা জলে ছেড়েছিলাম, ঠিক তেমনি কালো হয়ে ভেসে আছে। আমি তো অবাক। তড়িঘড়ি গ্যাসের রেগুলেটর চেক করলাম, ওভেন ঠিকঠাক জ্বলছে কি না দেখে নিলাম। শেষমেশ রান্নাঘরে নানা রকম ভূতাত্ত্বিক তদন্ত, রাসায়নিক পরীক্ষানিরীক্ষা আর বিস্তর গবেষণার পর টের পেলাম— এই এতক্ষণ আমি কালো জিরেকে চা পাতা ভেবে দুধের মধ্যে ফুটিয়ে চলেছি!

এই প্রসঙ্গেই আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। খেতে বসে আলু পোস্ত চাওয়ার বদলে কেন জানি না সেদিন এক গ্লাস কোল্ড ড্রিংকস চেয়ে বসেছিলাম। তা নিয়ে বাড়িতে হাসাহাসিও কম হয়নি। আবার কতদিন এমন হয়েছে যে, গ্যাস না জ্বালিয়েই দুধের পাত্র বা ভাতের হাঁড়ি ওভেনের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। তারপর ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছি মিনিটের পর মিনিট। আর নিজের মনেই ভুরু কুঁচকে ভেবেছি, আঁচটা কি কমে গেল? দুধটা এখনও কেন উথলে উঠছে না? অথচ একবার নীচু হয়ে ওভেনটা চেক করার কথা আমার এই উচ্চশিক্ষিত মাথাতেও আসেনি।

নিজের এই চরম অন্যমনস্কতার কথা ভেবে আমি নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই। একবার কলকাতা গিয়েছি কাজে। রাস্তায় যথারীতি প্রচুর ভিড়, গাড়ির হর্ন আর মানুষের চ্যাঁচামেচি। এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সবেমাত্র রাস্তায় বেরিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ মনে হল— আরে! মোবাইল তো আনিনি। জানিয়ে রাখি, মোবাইল আমার কাছে এমন এক অদ্ভুত বস্তু, যা আমি প্রতিমুহূর্তে হারাই এবং ম্যাজিকের মতো তৎক্ষণাৎ খুঁজেও পাই। আমার পতিদেব এই বিষয়টা খুব ভালো করেই জানেন। তাই তিনি রাস্তার মাঝখানেই অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন, 'ব্যাগেই আছে, ভালো করে খুঁজে দেখো। প্যানিক কোরো না।' তো সেই মহার্ঘ উপদেশ মতো আমি ব্যাগের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করলাম। ব্যাগের ভেতর যা যা পাওয়ার কথা নয়, সেসবও আমার হাতে ঠেকছে। একটা পুরোনো রসিদ অনেকদিন ধরে খুঁজছিলাম, সেটা এই সুযোগে প্রায় চারবার হাতে উঠে এল, অথচ আমার সাধের মোবাইলটা নেই। কোনও পকেটেই নেই!

শেষে সামনেই দেখি একটা অটো দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তে কলকাতা, ট্রাফিক সিগন্যাল, ভিড়— সব বেমালুম ভুলে গিয়ে আমি সেই অটোর সিটের ওপর ব্যাগ থেকে সব জিনিসপত্র নামাতে শুরু করলাম। যেন ওটা কলকাতার অটো নয়, আমাদের পাড়ার রবিদার রিকশ! আমার বহুকালের চেনা আপনজন! কিন্তু কলকাতার অটো, অত যানজটের মধ্যে সে থোড়াই আমার জন্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে! যাত্রী নিয়ে সে যথাসময়ে ভোঁস করে ছোটা শুরু করল। আর আমিও আমার ব্যাগের যাবতীয় বিষয়আশয় ওই অটোর সিটে ফেলে রেখে, খোলা ব্যাগ হাতে ওর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলাম। আর সমানে চিৎকার করে বলছি, 'দাদা, একটু দাঁড়ান! আমার জিনিসগুলো! একটু দাঁড়ান' অটোচালক লোকটি সত্যিই বড় ভদ্রলোক ছিলেন। একটু দূরে গিয়ে অটো দাঁড় করিয়ে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। চোখেমুখে রীতিমতো অবাক আর আতঙ্কিত দৃষ্টি। আমি অবশ্য ওঁর ওই দৃষ্টির তোয়াক্কা না করে কোনওমতে আমার জিনিসপত্রগুলো খামচে ধরে ব্যাগে ঢোকাচ্ছি। আর ঠিক তখনই, সেই চরম মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল— আরে! জিনসের ডান পকেটেই তো মোবাইলটা ঢুকিয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে! তারপর? রাস্তায় দাঁড়িয়ে পতিদেবের প্রবল বকাঝকা খেতে খেতে অটো ড্রাইভারের মানসিক অবস্থার কথা ভাবার মতো সময় বা সুযোগ আমার আর ছিল না।

বাড়ির খুদে সদস্য দুটি বেজায় দুষ্টু। সারাদিন বাড়ি মাথায় করে রাখে। তাই মাঝেমধ্যে ভাবি, ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে একটু ভালো করে কাউন্সেলিং করাব। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের এই কীর্তিকলাপের কথা মনে পড়ে যায়। তখন মনে হয়, ওদের থেকে তো আমারই কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন অনেক বেশি। আসলে এই ভীষণ ব্যস্ততম জীবনে নিজেকে দেখার আয়নাটা আমাদের সবারই বড্ড ঘোলাটে হয়ে গেছে। নিজেকে নতুন করে চেনার, নিজের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে একান্তে ভাববার সময়টুকুও আজ প্রায় নেই বললেই চলে। তাই হয়তো মনের এতরকম বিকার, এত ভুলে যাওয়ার অসুখ। আসলে, দৌড়োতে দৌড়োতে ক্লান্ত হয়ে গেলে কখনো-কখনো সব কাজ ফেলে নিজের মুখোমুখিও বসতে হয়। নিছক নিজের সঙ্গে একটু আড্ডা মারার জন্যই। তাই না?

রাজদণ্ডের দহনজ্বালা আর অন্তরের ধ্রুব আলো

পনেরোর পাতার পর

ঈর্ষাতুরা গান্ধারী মাংসপিণ্ডে আঘাত করে জন্ম দিচ্ছেন দুর্যোধন ও নিরানব্বই পুত্রের, বৈজ্ঞানিক মতে যাঁরা সম্ভবত ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত উপপত্নীদের সন্তান।

যত বেশি পুত্রসন্তান তত বেশি ক্ষমতা, তত বেশি রাজ্যবিস্তার।

শাস্ত্রমতে রাজা হবেন ধর্মনিষ্ঠ, সুদেহী, স্বাস্থ্যবান। হায়, জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও কখনও সিংহাসনে বসতে পারেননি অন্ধত্বের কারণে। অসন্তোষ, ক্ষোভ, পাণ্ডু আর পাণ্ডুপুত্রদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা জারিত হল দুর্যোধনের মধ্যে। কে ওই পাণ্ডুপুত্ররা? কোন অধিকারে যুধিষ্ঠির সিংহাসনের প্রাপক? ওদের তো অরণ্যের গভীরে জন্ম! কে প্রমাণ করবে যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ? ওরা তো কেউ হস্তিনাপুরে জন্মায়নি! বেচারা ধৃতরাষ্ট্র। চিরকাল ডেপুটি হয়ে সিংহাসনে বসলেন আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নামক এক মর্মান্তিক বংশক্ষয়ী যুদ্ধ হয়ে গেল ভারতবর্ষের বুকে! সিংহাসনের জন্য লাঞ্ছিতা হলেন পাঞ্চালপুত্রী দ্রৌপদী। ষোলো বছরের কিশোর অভিমন্যু হত হল জ্যেষ্ঠতাতদের অস্ত্রে, সপ্তরথীর মারে। যত রকমের অন্যায় হতে পারে, সব হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। অজস্র অক্ষৌহিণী সেনার মৃত্যু। কেবল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তো নয়, বিবেকবোধ বিসর্জন দিয়ে হত্যালীলা। নয়তো ঘটোৎকচকে মরতে হয় না, হত হন না মহাবীর কর্ণ। কর্ণ কেন ছেড়ে গেলেন না পাপিষ্ঠ দুর্যোধনকে? সে কি শুধুই বন্ধুত্ব? নাকি কৃতজ্ঞতা? সারথিপুত্র, সূতপুত্র নামে সমাজ যাঁকে হেয় করেছে তাঁর মহাবীরত্ব সত্ত্বেও, সেই মহাদাতা বসুসেনকে রাজত্ব দিয়ে, রাজমুকুট দিয়ে যিনি সম্মানিত করেছেন দুর্যোধন! ক্ষমতার বড় মোহ, কর্ণ ভুলবেন কী করে?

ক্ষমতা আর সিংহাসনের জন্য এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে, প্রত্যক্ষভাবে সব অন্যায়-ন্যায়ের সঙ্গে জড়িত থেকেও নির্মোহ অবস্থানে থাকলেন কেবল দুটি ব্যক্তিত্ব, যাঁদের ক্ষমতা প্রশ্নাতীত। কৌরবপক্ষে ভীষ্ম আর পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণ। তাঁরা দূরদ্রষ্টা। জানতেন এই সিংহাসনলোভের ফল। তবু সঙ্গ দিয়েছেন, ছায়া দিয়েছেন, স্বীয় বংশ ধ্বংস করেছেন। সম্ভবত তাঁরা জানতেন যে ক্ষমতা মোহমাত্র। এখানেই বিস্তৃত হয়েছে মহাভারতকারদের বিশাল জীবনদর্শন। সিংহাসন মানে দায়িত্ব আর কর্তব্য। তবু রাজা কেবল স্বদেশে পূজ্যতে। তাও ওই সিংহাসন বজায় রাখতেই রামচন্দ্র তাঁর পতিব্রতা অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে কতটা হেনস্তা করলেন! সে তো শুধু লোকের কুকথায়, প্রজারঞ্জন রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যে

প্রকৃত সিংহাসন আছে মানবহৃদয়ে। প্রেম তার অস্ত্র। ক্ষমা তার ধর্ম। সে ক্ষমতা আছে খ্রিস্টের বাণীতে, মীরার ভজনে, কবীরের দোঁহায়, রবিঠাকুরের গানে। সভ্যতা তাকেই খুঁজছে। সে রাজা আসেন অন্ধকারে। তাঁর রাজমুকুটের প্রয়োজন নেই। সিংহাসনের প্রয়োজন নেই। তাঁর আসন সবচেয়ে প্রাচীন, সবচেয়ে দৃঢ়।

সীতা শুধু তাঁর সঙ্গ পাওয়ার জন্য চোদ্দো বছর বনবাসে এলেন, রাবণের হাতে হরণ হলেন, রাবণের রানি হওয়া প্রত্যাখ্যান করে চোখের জলে অশোকবনে দিন কাটালেন, সব ভুলে রামচন্দ্র দিব্যি বলে দিলেন, আমি অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া তোমাকে সিংহাসনে আমার পাশে বসাতে পারব না বাপু! সব শুধু সিংহাসনের জন্য। চোদ্দো বছর বাপের কথা শুনে 'বাধ্য সুপুত্র' ট্যাগ লাগাতে বনবাসী হয়েছি, জলে জঙ্গলে, সমুদ্রে যুদ্ধ করেছি, এবার বাপু সিংহাসন চাই।

রাম যদি আদর্শ প্রেমিক হতেন, তবে বলতেন, চাই না সিংহাসন, সীতাকে আমার পাশে চাই। সেকথা তাঁর দ্বারা বলা

হল না। তিনি আদর্শ রাজা হতে চাইলেন ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে। তা সিংহাসনটি ত্যাগ করলেই তো হত বাপু!

পৃথিবীর যত দুষ্কর্ম, সব হয়েছে সিংহাসনের জন্য। ক্ষমতার মোহে ভাই ভাইকে মেরেছে, ছেলে বাপকে মেরেছে। এই ক্ষমতালিপ্সুদের মধ্যে বাস করে লুসিফারের মন, যা স্বর্গকে নরক বানায়। লোভ আর হিংসার গনগনে আগুনে নিজেরাও পুড়ে মরে, অপরকেও পোড়ায়।

ডক্টর ফস্টাসের মতো। ক্ষমতার লোভে শয়তানের কাছে যে বিক্রি করে নিজের আত্মা। প্রতিটি ক্ষমতালোভীর উজ্জ্বল মেটাফর সে। ম্যাকবেথের মতো। কডরের থেন। গ্লেমিসের থেন। এইবার? এইবার রাজমুকুট চাই। ডাকিনীরা বলেছে। হতে হবে স্কটল্যান্ডের রাজা।

অতএব, নিষ্পাপ ফুলের মতো হাসো, অন্তরে হও ফুলের বৃতির নীচে লুক্কায়িত বিষধর সর্পের মতো। খুন হলেন রাজা ডানকান। সেনাপতি ম্যাকবেথকে বিশ্বাস করে, পুত্রসম ম্যাকবেথকে বিশ্বাস করে, সোনালি রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ে থাকলেন তাঁবুর নিভৃতে। হত হল বিশ্বাস, হত হল অপত্যস্নেহ, হত হল দায়িত্বজ্ঞান। রাজা হওয়ার লোভে বীর ম্যাকবেথ হয়ে উঠলেন স্বৈরাচারী খুনে। মকবুল। আন্ডারওয়ার্ল্ডের অবিসংবাদিত একনায়ক হয়ে ওঠার জন্য যে খুন করতে পারে পিতৃপ্রতিম ডনকে। হ্যামলেট। যার পিতাকে হত্যা করে তার খুল্লতাত ক্লডিয়াস, ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করে স্রেফ সিংহাসনের জন্য। হায়দার। যার বাবাকে খুন করায় তার কাকা। সম্পত্তি চাই, চাই সুন্দরী নারী, হোক না ভ্রাতৃবধূ। কলিযুগের কর্পোরেট যুদ্ধ। শ্যাম বেনেগালের ছবিতে কর্পোরেট পরিবারের যুদ্ধ, সত্যজিতের 'সীমাবদ্ধ'-তে শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি আর রুনু সান্যালের ইঁদুরদৌড়। রাজা। মন্ত্রী। এমডি।

সিংহাসনে বসার জন্য রাজা অয়দিপাউসের (ইডিপাস) জীবনে নেমে এসেছিল পৃথিবীর কঠিনতম দুর্ভাগ্য। অজান্তে পিতৃহত্যা করেছিলেন তিনি, বিবাহ করেছিলেন স্বীয় মাতাকে। যা দেখার নয়, সব দেখা হল। এইবার এসো নেমে অন্ধত্ব। নিজের দুই চোখ মায়ের বস্ত্রের ব্রোচ দিয়ে অন্ধ করলেন অহংকারী রাজা অয়দিপাউস আর মহামহিম সফোক্লিস লিখলেন তাঁর অমোঘ শাশ্বতবাক্য— কাউকে বোলো না সুখী, মৃত্যুর আগে! ট্রোজান যুদ্ধে যাওয়ার আগে রাজাদ্বয়, অ্যাগামেমনন আর মেনেলাউস দেখলেন বাতাস বন্ধ। জাহাজ ছাড়ে না। অসহায় জীবজগতের দেবী আর্তেমিস বললেন, হে রাজাদ্বয়, যদি এই প্রবল রক্তপাত ঘটাতেই চাও, শুরু করো নিজগৃহ থেকে। বলি দাও স্বীয় কন্যাকে। স্ত্রী ক্লিতাইমনেস্ত্রার কোল থেকে ছিনিয়ে আনলেন কন্যা ইফিজেনিয়াকে। বলি দিলেন অ্যাগামেমনন। ক্ষমতার আস্ফালন। আগে রাজা তিনি। রাজধর্ম পিতৃধর্মের আগে। ফলে ঘটে গেল এক দশ বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী ধ্বংসলীলা। সভ্যতার লজ্জা।

প্রকৃত সিংহাসন আছে মানবহৃদয়ে। প্রেম তার অস্ত্র। ক্ষমা তার ধর্ম। সে ক্ষমতা আছে খ্রিস্টের বাণীতে, মীরার ভজনে, কবীরের দোঁহায়, রবিঠাকুরের গানে। সভ্যতা তাকেই খুঁজছে।

সে রাজা আসেন অন্ধকারে। তাঁর রাজমুকুটের প্রয়োজন নেই। সিংহাসনের প্রয়োজন নেই। তাঁর আসন সবচেয়ে প্রাচীন, সবচেয়ে দৃঢ়। সে হল ভূমিতল। রাজপুতানার গল্পে অবন ঠাকুর লিখলেন, চিতোরের রানার চার পুত্র সন্ত সিদ্ধিকরীর কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি নেই। ফাঁকা ঘরে ছোট রাজপুত্র জয়মল আর মেজো পৃথ্বীরাজ তড়িঘড়ি গিয়ে বসলেন কাঁথা পাতা খাটিয়ার উচ্চাসনে। বড় সঙ্গ বসলেন মাটিতে পাতা বাঘছালে আর সূরজমল বসলেন এক হাঁটু বাঘছালে, অন্য হাঁটু মাটিতে রেখে। সন্ত সিদ্ধিকরী এলেন। জয়মল জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে রাজা হবে কে? সিদ্ধিকরী বললেন, সে তো তোমরা নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছ। ওই যে সূরজমল, ও থাকবে রাজার কাছাকাছি, ভূসম্পত্তি নিয়ে। আর সঙ্গ বসেছেন মাটিতে বাঘছালে। প্রকৃত রাজার আসনে। তোমাদের কপালে কিচ্ছু নেই, কাঁথা পাতা খাটিয়া!

মৃত্তিকার চেয়ে বড় আসন নেই, হৃদয়ের অধিক বড় রাজত্ব নেই।

তাই তো রবিঠাকুর বলেছেন, 'ওরে দুয়ার খুলে দে রে, ওরে বাজা শঙ্খ বাজা/ ঝড়ের সাথে এসেছে আজ আঁধারঘরের রাজা।' সে রাজা সবারে দেন মান, তাই সে মান আপনি ফিরে পান। কাউকে তিনি খাটো করে রাখেন না, দাসত্বে রাখেন পণ্ডিত করেন না। মানুষকে শৃঙ্খলে বেঁধে, চাবুক মেরে, রঞ্জনদের হত্যা করে 'রক্তকরবী'র রাজা কি আনন্দে ছিলেন? তিনি কি বারবার নন্দিনীর কাছে বলেননি তাঁর অসহনীয় কষ্টের কথা? নিজেকে ভেঙে ফেলার অপরিসীম শক্তি নিয়ে সেই স্বৈরাচারী সমর্পণ করেছেন নন্দিনীর কাছে। রূপক। তার ভিজুয়াল পাই 'হীরক রাজার দেশে'। দড়ি ধরে মারো টান/ রাজা হবে খানখান। যখনই শাসক নিজেকে ঈশ্বর ভেবেছে, সর্বশক্তিমান ভেবেছে, তখনি সে ভেঙে খানখান হয়েছে। নিজেকে নতুন করে তৈরি করতে হবে তার, ভেঙেচুরে, তুমুল, তীব্র যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। অমলরা তাঁরই ডাকহরকরার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকে। ঠাকুরদা আসেন তাঁর খবর নিয়ে। অমল গেয়ে ওঠে— 'মহারাজ একী সাজে, এলে হৃদয়পুরমাঝে...'

চাপা পড়ে থাকে রক্তমাখা ইতিহাস

পনেরোর পাতার পর

গুপ্তঘাতকরা প্রস্তুত হয়ে যায় সিংহাসন কণ্টকমুক্ত করতে। প্রাসাদে দেওয়ানদেউয়ের সঙ্গে পরামর্শের অছিলায় রাজা ডেকে পাঠান রামনারায়ণকে। রাজপ্রাসাদে রামনারায়ণ প্রবেশ করতেই গুপ্তঘাতকরা উন্মুক্ত তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামনারায়ণের উপর। আপন ভাইয়ের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হতে হল রামনারায়ণকে।

কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। যে মসনদের জন্য ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ হত্যা করলেন সহোদরকে, সেই মসনদই তাঁকে তুলে দিতে হল ব্রিটিশ রাজের হাতে। এও এক ভাগ্যের পরিহাস। ভুটানসুহৃদ রামনারায়ণের এই হত্যা ভুটানরাজ মেনে নিতে পারেননি। রাজ্যের অস্থিরতার সুযোগে ভুটানের সামরিক বাহিনী কোচবিহার সীমান্তের বক্সাদুয়ারে এসে শিবির স্থাপন করে। ভুটানরাজ চেকাখাতায় রাজাকে আলোচনার আমন্ত্রণ জানান। আসলে গোটা ব্যাপারটাই ছিল সাজানো। আলোচনার ছলে ভুটানরাজ বন্দি করলেন ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে এবং বন্দি মহারাজকে নিয়ে চলে গেলেন পুনাখায়। এদিকে, নাজিরদেউ খগেন্দ্রনারায়ণ বন্দি মহারাজকে মুক্ত করতে ইংরেজের সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ধুরন্ধর ইংরেজ বণিক কোম্পানি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুল করেনি। বন্দি রাজাকে ভুটানের হাত থেকে উদ্ধারের বিনিময়ে কোম্পানি যা পেল— রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের অর্ধেক এবং কোচবিহার রাজ্যকে কোম্পানির শাসনাধীনে আনা। কোচবিহার রাজ্যের মসনদে উত্তরাধিকার সূত্রে একজন রাজা থাকলেও, করদ মিত্র রাজ্য হিসেবে বকলমে মসনদে প্রতিষ্ঠিত হল ব্রিটিশ আধিপত্য। ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠোচ্চারিত পরাধীনতার গ্লানি ও হাহাকার— 'নাজির, রাজ্য কেন কোম্পানিতে দিলা', এখনও কোচবিহারের বাতাসে কান পাতলে শোনা যায়।

সময় একদিন সবকিছু বদলে দেয়। রাজতন্ত্রের সেই একচ্ছত্র দাপট ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে সময়ের নিয়মেই। মানুষের চেতনায় জন্ম নেয় নতুন প্রশ্ন— জনগণ কেন ক্ষমতার উৎস হবে না? ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের উত্তর মেলে ভারতের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে। রত্নখচিত সিংহাসন ইতিহাসের পাতায় স্থান নিয়েছে, আর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের শাসন—গণতন্ত্র। সিংহাসন আজ আর নেই, কিন্তু মসনদ আছে। তার রূপ বদলেছে, ভাষা বদলেছে, কিন্তু তার চারপাশে ঘুরে বেড়ানো মানুষের লোভ, লালসা, আকাঙ্ক্ষা একই রয়ে গেছে। মসনদ বদলালেও মানসিকতা বদলায়নি।

স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে যাঁরা স্বাধীনতার পতাকা তুলেছিলেন ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট, তাঁরাও কি মসনদে বসতে চেয়েছিলেন খুব তাড়াতাড়ি? পনেরোই অগাস্ট সত্যিই কি স্বাধীনতা দিবস ছিল, নাকি ওটা ছিল ক্ষমতার হস্তান্তর? শর্তাধীন 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' নামক একটা ছেলেভুলানো নাড়ু কংগ্রেসের নেতাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর জওহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেস সেটা খেয়েও ফেলেছিল বিনা প্রতিবাদে, কারণ মসনদের হাতছানি বড় লোভনীয়। চেনাশোনা, নির্বিষ যারা, তাদের সঙ্গেই হয়েছিল

স্বাধীনতার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে ঘটা করে। কিন্তু মসনদের জন্য লড়াইয়ের চিত্রটা বদলায়নি মোটেও। একসময় মসনদের জন্য ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ হত, আজ মসনদের জন্য দল ভাঙে, নেতারা দল বদলায়, সম্পর্ক ভাঙে, সমাজ বিভক্ত হয়।

গোপন সমঝোতাটা। আর যে লোকটি ছিল সবচাইতে বিপজ্জনক, যিনি থাকলে এই ভিক্ষার্জিত স্বাধীনতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতেন, সেই সুভাষচন্দ্র তো তখন দেশছাড়া।

এরপর গঙ্গা-যমুনা দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। স্বাধীনতার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে ঘটা করে। কিন্তু মসনদের জন্য লড়াইয়ের চিত্রটা বদলায়নি মোটেও। একসময় মসনদের জন্য ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ হত, আজ মসনদের জন্য দল ভাঙে, নেতারা দল বদলায়, সম্পর্ক ভাঙে, সমাজ বিভক্ত হয়। একসময় প্রাসাদের অন্ধকারে ষড়যন্ত্র হত, আজ তা ঘটে রাজনৈতিক কক্ষে, মিডিয়ার আলোয়। একসময় ক্ষমতা ছিল রাজাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আজ তা জনগণের নামে পরিচালিত— কিন্তু সেই ক্ষমতার লড়াই এখনও ততটাই তীব্র। 'আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে'— গণতন্ত্রে এ শুধুই কথার খেলা, আদতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে সমাজের নির্দিষ্ট কিছু মানুষের পকেটে। বাকিরা শুধুই ভোটদাতা। আজকের 'প্রধানমন্ত্রীর গদি' বা 'মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার' কোনও রাজকীয় ঐশ্বর্যের প্রতীক নয়, বরং জনগণের ভোটে অর্জিত ক্ষমতার প্রতীক। আগে যেখানে ক্ষমতা আসত বংশানুক্রমে, আজ তা আসে নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু এখানেই একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন উঠে আসে—রূপ বদলালেই কি চরিত্র বদলায়? বদলায় না যে, তার অজস্র উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রোজ ঘটে থাকে। নির্বাচনের আগে দল পালটানো নেতা, কর্মীর সংখ্যা আমাদের দেশে গুনে শেষ করা যাবে না। এরা অনেক দূরদর্শী। আগে থেকেই মসনদের ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আবার নির্বাচনের পর সরকার গঠনের সময় দলবদল বা জোট ভাঙার ঘটনা আমাদের দেশে অহরহ ঘটে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কৌশলে অনৈতিকভাবে ক্ষমতায় আসার উদাহরণ এই দেশে প্রচুর। নির্বাচনি প্রচারে বিভাজনমূলক বক্তব্য বা ভুল তথ্য প্রচার তো এখন গণতন্ত্রের গ্রহণীয় বাস্তবতা।

প্রাচীন প্রাসাদের সেই রত্নখচিত সিংহাসন থেকে আজকের গণতন্ত্রে ক্ষমতার গদি— এই দীর্ঘ যাত্রা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মসনদ বা ক্ষমতা কখনও চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু মসনদের জন্য আকাঙ্ক্ষা, চক্রান্ত, লড়াই— সেটা চিরকালই একই থেকেছে।

জমি ও ঝান্ডাবিষয়ক

বিপুল দাস

-এআই

ছোটগল্প

আগুনের গন্ধ পাচ্ছিল সহদেব। কথাটা মনে হতে নিজেই ধন্দে পড়ল। আগুনের কি কোনও আলাদা গন্ধ হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও আগুন কি কোনও বস্তু। একমুঠো আগুন নাকের সামনে ধরলে কেমন গন্ধ পাওয়া যাবে। দাউদাউ আগুনের শিখাকে কবে মুঠোবন্দি করতে পেরেছে। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ সহদেব দত্ত পদার্থের কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থা পর্যন্ত জানে, কিন্তু প্লাজমা অবস্থা সম্পর্কে কিছু না জানায় আগুন সম্পর্কে বিশদে যেতে পারেনি। আসলে দাহ্যবস্তু এবং অক্সিজেন পেলে আগুন এত দ্রুত ছড়ায় যে, বিশদে যাওয়ার সময় পাওয়া যায় না। আগুনের আবিষ্কার এবং তাকে নিয়ন্ত্রণের কৌশল জানার ফলে মানুষ প্রাণীজগতে উচ্চতম স্থান পেয়েছে।

সিগারেটে শেষ টানটুকু দিয়ে লেজটুকু টুসকি দিয়ে খালের জলে ফেলে দিল সহদেব। আগুন নিভে যাওয়ার ছ্যাঁৎ করে একটা শব্দ নিশ্চয় হয়েছিল, কিন্তু সাঁকোর ওপর থেকে সহদেব শুনতে পায়নি। আগুন জ্বলে ওঠার এবং নিভে যাওয়ার আলাদা কোনও শব্দ সহদেব আজ পর্যন্ত পায়নি। কিন্তু শোনা যায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠার কথা। সত্যিই কি আগুন জ্বলে উঠলে দাউদাউ শব্দ শোনা যায়– খালের নোংরা কালো জলের দিকে তাকিয়ে সহদেব ভাবল। দাউদাউ তবে কীসের বিশেষণ। আগুনের শিখার আঁকাবাঁকা চলনে কোনও গ্রামার নেই। ব্যাকরণের বন্ধন নেই, নির্দিষ্ট রূপ নেই। বাতাস এলে এদিক-ওদিক দোলে বটে, কিন্তু বাতাস না থাকলেও লাল, হলুদ বা নীল শিখার একটা নির্দিষ্ট দোলন আছে। সেটা নিশ্চয় আগুন জ্বলে ওঠার শব্দ নয়। 'দাউদাউ' এই শব্দের ভেতরেই কী যেন একটা ব্যাপার আছে, একটা গোপন ষড়যন্ত্রের মতো, শব্দটা কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে সরাসরি বুকের ভেতরে স্পর্শ করে। আঁচটা টের পাওয়া যায়।

হঠাৎ সতর্ক হল সহদেব। ওরফে লিটন। অন্ধকারেও টের পেল দিঘির পাড় বেয়ে কেউ খালের এদিকেই আসছে। নিশ্চয় খাল পেরিয়ে সোনাগঞ্জের দিকেই যাবে। সে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে খালের মুখে ছাতিম গাছের আড়ালে যাবে, নাকি এখানেই সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে উদাস হয়ে আর একটা সিগারেট ধরাবে– সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। একটু আগেই একটা সিগারেট শেষ করেছে, আবার ধরানো মানে বাড়তি খরচ। তাঁকে হিসেব কষে, টিপে টিপে পয়সা খরচ করতে হয়। বছরে দু'-একবার হয়তো বাবুগিরি করার সুযোগ মেলে। ইদানীং তার বাজার মন্দা চলছে। এখন সিগারেট নয়, একটা বিড়ি নিয়ে দেশলাইয়ের জন্য অপেক্ষা করা যাক। তখনই তার মনে হল আগেরবার সিগারেটের লেজের আগুন খালের জলে পড়লে যে ছ্যাঁৎ শব্দ হওয়ার কথা, সেটা কি সহদেব শুনতে পেয়েছিল। আগুন নিভে যাওয়ার শব্দ।

গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকার একটা সুবিধা আছে। আচমকা বেরিয়ে এসে লোকজনকে ঘাবড়ে দেওয়া যায়। আর পাবলিক যত ঘাবড়ে যাবে, সহদেব দত্তের তত সুবিধে। প্রচণ্ড স্পিডে হাত চলে সহদেবের। সে লোক ধাতস্থ হতে হতে সহদেবের কাজ শেষ। লোকটা যখন টের পায় সে ফকির হয়ে গেছে, বা বেগরবাই করেছে– সহদেবকে বাধ্য হয়ে হাত চালাতে হয়েছে। মানুষের শরীরের অস্থি, পেশি এবং স্নায়ুসংস্থাপন বিষয়ে সহদেবের জ্ঞান যে কোনও সার্জনকেও লজ্জা দেবে। জ্ঞান ফেরার পর সেই মানুষ যখন বুঝতে পারে সাঁকোর ওপর মুখে বিড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা দেশলাই চাওয়ার নাম করে তাকে ফকির বানিয়েছে, ততক্ষণে সহদেব দত্ত অনেক দূরে চলে গেছে। সে তখন লিটন জানা।

মানুষের ঘাড়ের কাছে একটা অস্থিসন্ধি আছে। মাথা আর শিরদাঁড়ার সন্ধিস্থল। করোটি শেষ হচ্ছে আর শিরদাঁড়া শুরু হচ্ছে। মেডুলা। সহদেব দত্ত হায়ার সেকেন্ডারি পাশ বটে, কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগে না হওয়ার দরুন সে মেডুলার কার্যকারিতা নিয়ে ডিটেইলস জানত না। ব্রিদিং, হার্টরেট, ব্লাড প্রেশার ইত্যাদির ওপর মেডুলার প্রভাব এবং স্নায়ুপথের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল হওয়ায় এখানে একটা নিখুঁত আঘাত মানুষকে সাময়িকভাবে অসাড়, এমনকি আঘাত মোক্ষম হলে ভবলীলা সংবরণও হতে পারে– জীবনবিজ্ঞান বইয়ে এসব সে পড়েনি। কিন্তু ঠাকুরগঞ্জের মারামারিতে সে নিজেকে বাঁচাতেই প্রাণগোপালের ঘাড়ে রদ্দা মেরে ছিল। প্রাণগোপালের প্রাণ চরের জমি হাসিল করার দাঙ্গায় বীরগতি প্রাপ্ত হয়। সহদেব বুঝতে পারে মাথায় কিংবা বুকে নয়, প্রাণ ঘাড়েও থাকে।

ময়নার মাঝে নতুন চর জেগে উঠছে। সেই নতুন মাটির দখল নিতে ঠাকুরগঞ্জের লেঠেল ঘোষদের সঙ্গে টাকার চুক্তিতে কাজে নেমেছিল সহদেব। আসলে তার ধারণাই ছিল না নতুন উর্বর মাটির দখল নেবার জন্য কখনও নির্জীব চাষার শরীরেও রক্ত কেমন বেগবান হয়ে ওঠে। উর্বর মাটির দখল নিতে লাঠি, সড়কি, রামদা, মশাল নিয়ে দু'দল মানুষ রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয় চরের মাটিতে। এই হিংস্রতা সহদেব ভাবতে পারেনি। তার জমির দরকার ছিল না, ক্যাশ টাকা তাঁর বেশি দরকার। ভেবেছিল ঘোষপট্টির দলে ভিড়ে দু'চারবার মাথার ওপর লাঠি ঘুরিয়ে হুংকার দিতে হবে। তাতেই দেবীঘরার লোকগুলো ভয়ে পালিয়ে যাবে। এক টুকরো উর্বর মাটির জন্য মানুষ যে রক্ত বইয়ে দিতে পারে, প্রাণ বাজি রেখে লড়াই করতে পারে, খুব আপনজনেরও ঘাড়ে তরোয়ালের কোপ বসাতে পারে– এসব তার জ্ঞানের বাইরে ছিল। তার ধারণা ছিল দু'দল লোকের মধ্যে খুব ঝগড়া হবে, চূড়ান্ত গালাগালি হবে, দু'-একটা চড়থাপ্পড় হয়তো পড়বে। তার ধারণাই ছিল না চাষাভুসোর রক্তে জমির জন্য, বিশেষ করে পলিসমৃদ্ধ চরের নতুন জমি দখল নেবার জন্য কী আদিম নিষ্ঠুরতা থাকতে পারে। কিছু নগদ টাকার লোভে সে ভাড়াটে লাঠিয়াল হয়েছিল। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের তীব্রতা সে আন্দাজ করতে পারেনি। দেবীঘরার প্রাণগোপালকে বাচ্চা ছেলে মনে করে সে লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল তার বিক্রম দেখেই নদীর পাড় ঘেঁষে দেবীঘরার লোকগুলো ফিরে যাবে। জলে নেমে চরের দিকে যাওয়ার সাহসই করবে না।

সে রাত বোধহয় শুক্লা অষ্টমী ছিল। ময়নার জলে ভাঙা খাপরার মতো টুকরো চাঁদ ভেসে যাচ্ছিল। ফকিরের নালা এসে যেখানে ময়নায় মিশেছে, তার ওপারে এসে দাঁড়িয়েছিল প্রাণগোপালের দল। এপারে ঘোষপট্টি। প্রথম হাঁকার দিয়েছিল প্রাণগোপাল।

'চরে পা দিলে কাইট্যা ফালামু। সাবধান কইরা দিলাম হারু।'

হারু ঘোষের মুখের দিকে তাকাল সহদেব। হারুর সঙ্গেই তার চুক্তি হয়েছে। লাঠি নিয়ে পাঁয়তারা কষতে হবে, গালাগালি দিয়ে শরীর গরম করে নিতে হবে, তারপর লাঠি চালিয়ে দরকার হলে দু'-চারজনের মাথা ফাটাতে হবে। চরের দখল নিতে পারলে ভালো টাকা পাবে সহদেব। হারু ঘাড় কাত করতেই খালের ওপর সাঁকোয় পা দিল সহদেব। প্রথম বলির পাঁঠা করে সহদেবকেই পাঠাল হারু ঘোষ।

সহদেব দেখল ওপারে সাঁকোর মুখে প্রাণগোপাল নিজেই দাঁড়িয়ে আছে। খুব বোকার মতো সহদেব প্রাণগোপালকে একটা কাঁচা খিস্তি দিল। কোনও উত্তর দিল না প্রাণগোপাল। সহদেবের মনে হল ওদের সর্দার ভয় পেয়েছে। এই হচ্ছে মোক্ষম সময় আক্রমণে যাওয়ার। হারু ঘোষ তাকেই পাঠিয়েছে লাঠি চালিয়ে বউনি করার জন্য। লাঠি মাথার ওপর তুলে হা রে রে রে করে তেড়ে গেল সহদেব দত্ত।

হঠাৎ তার চোখের সামনে কী যেন ঝিকমিক করে উঠল। প্রাণগোপালের হাতের ধারালো কাতানের ওপর অষ্টমীর চাঁদের আলো পড়ে কেটে যাচ্ছিল, খণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। তার চোখে ঝিলিমিলি লেগে গেল। লাঠি তুলে কাতান ঠেকানোর সময় ছিল না তখন। সেকেন্ডের ভগ্নাংশেই তার ধড়মুণ্ডু আলাদা হয়ে যাবে। লাঠির কথা ভুলে গেল সহদেব। সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় ঘাড়ের কোপ এড়ানোর জন্য নীচু হয়ে বসে পড়ল সহদেব। মুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে আধপাক ঘুরে প্রাণগোপালের পেছনে গিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রদ্দা মারল শিরদাঁড়া আর করোটির সংযোগে। কাটা কলা গাছের মতো ধপ করে সাঁকোর মুখে পড়ে গেল প্রাণগোপাল সর্দার।

এবার পালাতে হবে, নইলে মরণ– কে যেন সহদেবের মাথার ভেতরে গুনগুন করল। প্রাণগোপাল মাটিতে পড়ে যেতেই ওদের দলের ভেতরে প্রথমে নৈঃশব্দ্য, তারপর একটা হল্লা উঠল। এপার থেকে হারুর চিৎকার শোনা গেল– পালা সহদেব। পানু সর্দাররে তুই মার্ডার করছস। একদম বীরগঞ্জের ফরেস্টের দিকে পলান দে। পেছন ফিরে সহদেব দৌড়ে নদীতে নেমে গিয়েছিল। নদী পেরিয়ে কলা বাগান, তারপর সোনারপুরের বিলের ধার দিয়ে একদম কাঠামপাতা ফরেস্ট। সেখানে সূর্যের আলো ঢোকে না। সেই অরণ্যের মাঝে কোনও এক বনবস্তিতে একটু থাকার জায়গা করে নিল সহদেব দত্ত, ওরফে লিটন জানা।

২

ঝরনার পাশে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিল লিটন জানা। ওই পাহাড় থেকেই গড়িয়ে আসছে এই ঝরনা। কত সূর্য ডোবার মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে সে দেখেছে কখনও একলা একটি হরিণ, কখনও যূথবদ্ধ হরিণের জল খাওয়া। জ্বালানি কাঠের খোঁজে সে মাঝে মাঝে এদিকে চলে আসে। আদিম অরণ্যের এই ছায়া-ছায়া মেঘলা বাতাস আর অবিরল ঘণ্টাপোকার ডাকের মাঝে ঘুরে বেড়ায় মস্তি হয়ে যাওয়া দাঁতাল। সম্বর হরিণ, বাইসনের দল। বস্তি থেকে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়ানো ছাগলের দিকে পাক খুলে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় পাইথন। কড়া শীতে ওপরের পাহাড় থেকে নেমে আসে ভালুক। তখন লিটন জানা সাবধানে চলাফেরা করে। ওরা পুরোনো জায়গা ছেড়ে নতুন জমি দখল করতে আসে খাবারের জন্য, অনুকূল পরিবেশ আর নিরাপত্তার জন্য খোঁজে নির্বিঘ্ন আস্তানা। নিজেদের বাচ্চাগুলোর বড় হয়ে ওঠার জন্য পরিচর্যা করে। তখন কাছাকাছি মানুষের উপস্থিতি ওরা পছন্দ করে না। ওরাও জমি দখল করে হরমোন ছড়িয়ে দখলি জমিতে দখলদারির ঝান্ডা গেড়ে দেয়।

এক মেঘলা দুপুরে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি ছিল, সমস্ত অরণ্যজুড়ে পাতায় পাতায় বৃষ্টির নূপুর বাজছিল– লিটন এসে দাঁড়াল সেই ঝরনার পাশে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে অবশ্য মস্তি হাতির বিষয়ে চেতাবনি দেওয়া হয়েছিল। এ জঙ্গলে হাতি চলাচলের পথগুলো লিটনের জানা। সেগুলো এড়িয়েই সে ঝরনার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করার জন্য এ ভাবেই কথা হয়েছিল। দুপুরের বৃষ্টি আর জঙ্গলজুড়ে তার কখনও ফিশফিশ, কখনও রিমঝিম শব্দ লিটনকে ক্রমশ একটা জমি দখলের প্ররোচনা দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তার কানের পাশের কোনও গ্রন্থি থেকে উগ্রগন্ধযুক্ত কোনও তৈলাক্ত পদার্থের ক্ষরণ হচ্ছে। নাচার সহদেব, অধুনা লিটন জানা তার বস্তির ঘর ছেড়ে জঙ্গলের পথে পা বাড়াল। যেমন সহস্র বছর ধরে প্রিয় মানুষের সঙ্গ কামনায় মানুষ ঝড়, বন্যা, মারি, মড়ক, মাথার ওপর সূর্যের দাপট, পায়ের নীচে মৃত্যুশীতল বরফের কামড়, ঘুমমাছি, নিরক্ষরেখার উষ্ণতা পার হয়ে পাড়ি দিয়েছে লক্ষ মাইল, নইলে যে সৃষ্টি রসাতলে যায়।

সুমিত্রা বর্মন আর লিটন জানা অবাক বিস্ময়ে দেখছিল একটি হরিণের জল খাওয়া। ওর ডাগর চোখ দুটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লিটন।

–সুমিত্রা, দ্যাখ ওর চোখ দুটো। একদম তোর মতো।

–কী যে আং সাং কাথা কছেন তমোরা।

–সুমিত্রা, তোর ভয় করছে না? একটা হাতি কিন্তু মস্তি হয়েছে। পাগলের মতো সব তছনছ করে একটা মাদি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

–না, অ্যালা তো সব পাট্টি ঝান্ডা নিয়া জমি খুঁজির ধইছে। ভয় কীসের। বাবা গণেশের কী শরিলধম্মো নাই?

–সুমিত্রা, একটা বুনো গন্ধ পাচ্ছিস? সেই একলা হাতিটা হতে পারে। চল, অন্যদিকে যাই।

–না হয়। এইটা তমার শরিলের গন্ধ। মস্তি হইসেন।

–কায় কহছে?

–কয়্যা গেল, কাজল ভমরা।

দুটি পরিপূর্ণ আয়ত চোখ নিয়ে লিটন জানার দিকে তাকাল সুমিত্রা। রহস্যময় হাসি রয়েছে তার ওষ্ঠাধরে। সুমিত্রার ঘাড় থেকে বেণি সরিয়ে তার মেডুলার দিকে একবার তাকাল সহদেব দত্ত।

সুমিত্রা বর্মন আর লিটন জানা অবাক বিস্ময়ে দেখছিল একটি হরিণের জল খাওয়া। ওর ডাগর চোখ দুটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লিটন। সুমিত্রা, দ্যাখ ওর চোখ দুটো। একদম তোর মতো।

উত্তরের সাহিত্যিক

বিপুল দাস

১৯৫০ সালে শিলিগুড়িতে জন্ম। এখানেই বেড়ে ওঠা। শিক্ষকতা থেকে বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। উত্তরবঙ্গের নদনদী, পাহাড়, অরণ্য, বিচিত্র জনজাতি, তাদের জীবনচর্যা বরাবর মুগ্ধ করে রেখেছে। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অ্যান্টিবায়োটিক' পাহাড়তলি পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাস 'লালবল'। এ যাবৎ প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশটির ওপর। লিটল ম্যাগাজিন ও বাণিজ্যিক পত্রিকায় বিপুল দাসের লেখা সমানভাবে আদৃত। পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। প্রিয় লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

জ্বরের প্রলাপ

অনুভা নাথ

'নীরার অসুখ হলে
কলকাতার সবাই বড় দুঃখে থাকে'
তুমি বললে, তাই বুঝি?
আমি কোনও কথা বললাম না...
বিকেলের বাঁকজুড়ে
এখনও ছেয়ে আছে
শরতের শেষ আলো।

জ্বর হলে আমি বদলে যাই-
তখন এত এত ভালোবাসতে ইচ্ছে করে,
এই শুকনো ঠোঁট বড়ই অতৃপ্ত হয়ে ওঠে।
চোখ জ্বালা করে, হয়তো বা বুকও...
তুমি জলপটি দাও মাথায়।
কিন্তু আমি এই শীতলতা চাই না,
আমি চাই তোমার সেই চোখ
পুরুষের যে দৃষ্টিতে আছে উন্মাদনা!
খুঁজে নেবে যে চোখ নারীর লজ্জাকে।
আমি তোমার সেই দৃষ্টির দৃশ্য খুঁজি...
সারা শহরের মানুষের আকুতি যেন বাষ্ময় হয়ে ওঠে জ্বরের উষ্ণতায়-
জ্বর হলে আমি বদলে যাই।

অণুগল্প

প্যারাডক্স

ঋতেশ বসু

গোল্ডেন মিট শপে গুচ্ছ গুচ্ছ ছাগল পিলপিল করে ঢুকে যাচ্ছিল। কিছু একটা সরু কঞ্চি মতন জিনিস দিয়ে দুটো লোক হলুদ-সাদা-কালো-ধূসর ছাপা রঙের ছাগলগুলোকে মারতে মারতে দোকানে ঢোকাচ্ছিল। পরপর ঢুকছিল ছাগলগুলো চিৎকার করতে করতে। ওরা মনে হয় বুঝতে পারছিল ভয়ংকর কিছু একটা হতে চলেছে ওদের সঙ্গে।

কাটা হয়ে যাবে এমনটা কি কেউ ভেবেছিল?

কে জানে!

তো, ঢুকছিল ছাগলগুলো পরপর গোল্ডেন মিট শপে।

আচ্ছা, ওরা যদি হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠত?

অন্তত একজন—

কঞ্চির মার উপেক্ষা করে যদি চেষ্টা করত গোল্ডেন মিট শপের বাইরে বেরিয়ে আসতে?

বাইরে, আলোতে, গোল্ডেন মিট শপের স্যাঁতসেঁতে পিচ্ছিল কালো আর কঞ্চির প্রচণ্ড আঘাতের বিরুদ্ধে গিয়ে যদি ছাগলগুলো অবাধ্য হয়ে সবকিছু ছিড়ে ফেলে চেষ্টা করত লোক দুটোকে কামড়ে গুঁতিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার?

যদি একদিন এমন হয়?

কী হবে যদি—

লোক দুটোর মধ্যে তক্ষুনি কেউ বিদ্রোহ নিধনে ছুরি বা কাটারি

বসিয়ে দেয় ওর বা ওদের গায়ে...

ছড়া ও কবিতা

প্লিজ আমাকে বয়কট করুন

সৌরভ মজুমদার

দেশ, বাবা, ঈশ্বর-
তিনটেই ভীষণ স্পর্শকাতর বিষয়।
দেশ সবসময় ভালোই হয়।
বাবারা কখনও ভুল করেন না।
এবং ঈশ্বর স্বয়ং সত্যি।

এই ছক ভেঙে বেরোনো প্রায় অসম্ভব।
এতে কলম কেড়ে নেওয়ার ভয় জাগে,
থাকে সহ নাগরিকের পর-নিন্দার চিন্তা।
রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায়।
দলীয় পতাকা ফতাকা উড়িয়ে আজগুবি যত ফতোয়া- নিমরাজি;
বিশুদ্ধ টিটকারির বিজিএম
হাওয়াবাজি।

সৎ সাজার ভয়ংকর প্রচেষ্টা-
মখু থবুড়ে ড্রেনে;
এত কিছু জেনে:
চুপ থাকতে হয়।

বরং, কাজে যান।
বিকেলে জলদি বাসায় ফিরুন।
প্লিজ আমাকে সুচিন্তিত বয়কটটুকু করুন।

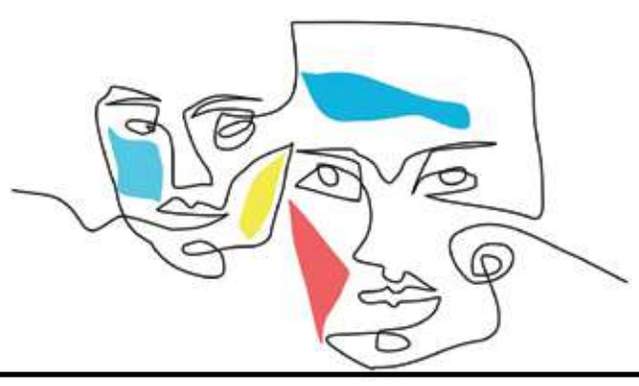

ভোট ছড়া

দেবাশিস ভট্টাচার্য

ভোটের টিকিট চাই
হোক যত খরচা,
জিতলেই মিটে যাবে
যতকিছু চর্চা।
একবার ভোটে জিতে
যদি হই মন্ত্রী,
কুপোকাত হয়ে যাবে
সব ষড়যন্ত্রী।
ছেলে-পুলে বউ নিয়ে
দামী গাড়ি চড়ব,
গোটা চার জায়গাতে
ইমারত গড়ব।
মাঝে মাঝে ঘুরে-টুরে
দাবি-টাবি শুনব,
মাস গেলে ভাতা-টাতা
কাঁড়ি টাকা গুনব।
পাঁচ সাল পরে ফের
টিকিট না পেলে,
আরেক দলেতে যাব
জার্সিটা ফেলে।

ধূসর আবরণে

শীলা সরকার

আনাচে-কানাচে নীরব চেতনের ফিশফিশ
গাছের পাতায় পাতায় অচেনা কাঁপুনির ছন্দ
পথ হারায় দিগন্ত, থেমে যায় ভাষা।

অন্ধকার নেই, আলোও নীরব সংযত,
সময় হাঁটে চেতনের বুকে ধীর লয়ে
চেনা মুখগুলোও হয় একটু অপরিচিত,
নীরবতার অন্দরে নতুন কথারা গল্প সাজে।

নৌকাডুবি থেকে নীরব অক্ষর তুলে নিয়ে,
যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল কুয়াশার কাছে;
বাতাসে বাতাসে ঘষা লেগে মুছে গেছে সব
অন্তরালে হাসে অস্পষ্টতার বার্তা বাহক,
প্রহরের পর প্রহর কেটে যায় নীরবে নিঃশব্দে।

ধূসর আবরণে চেনা হয় নিজের সাথে,
ভুলে যাওয়া প্রশ্নে পরিপূর্ণ হৃদয় সীমানা।
কুয়াশা চুপি চুপি বলে, কিছু অস্পষ্টতা থাকুক-
জন্ম হোক নতুন পথের, নতুন আশা, আর হার না মানা।

ভুল আগুন

মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

ভুল আগুনে তুমিই শুধু পুড়ছ একা?
অনেক মিথ্যে জলের সঙ্গে তোমার দেখা
হয়নি কি আর তবুও তোর আগুন ভালো
লাগছিল তাই পুড়ছিলি আর জ্বলছিল এক অন্য আলো
আগুনে কি মর্ম ছেঁড়া দুঃখ থাকে?
জানতে পারে কেবলমাত্র পোড়ায় যাকে
বুকের ভেতর নরম আঁচে একলা তুমিই
পর্যটনে কিংবদন্তি মেঘলা ভূমি
বিপন্ন মেঘ তাপ্পিমারা তন্তু জালে
অসুখ ছড়ায় নষ্ট ফলে পাতায় ডালে
তবু তুমি উতল নদীর গহিন থেকে
মুখ ফিরিয়ে জেদ করে ভুল আনছ ডেকে
ভুল আগুনের দহন সুখে পুড়ছ একাই
ফুলকি এবং ভুলকে কেবল যাচ্ছে দেখা

গল্পের মানুষ

মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ী

দেবল অনেকদিন ধরে একটা বাড়ি খুঁজছিল। দিনহাটা থেকে ফালাকাটা রোজ যাতায়াত করা সম্ভব হচ্ছিল না আর। তারপর বিল্টুর সহায়তায় একটা বাড়ি পেল। মাসিমা বাড়িতে একা থাকেন, মেসোমশাই মারা গিয়েছেন মাসছয়েক হল। একটা শোয়ার ঘর, রান্নাঘর নিয়ে ও একদিকে থাকে। অন্যদিকটা মাসিমার। মাসিমা প্রায়দিনই তাঁর টিফিনের অংশ, দুপুরের ডাল-সবজির অংশ দেবলকে দিয়ে যান। ওকে প্রায় রাঁধতেই হয় না! কিন্তু অসুবিধে হয় রাতে। ওর শোয়ার ঘরের ওপাশের ঘরটাই সম্ভবত মাসিমার শোয়ার ঘর। কে যেন রাতে আসে আর প্রায় সারারাত মাসিমা তার সঙ্গে গল্প করেন!

সেদিন রাতে যখন ওরকম কথাবার্তা শুরু হল, দেবল নিঃশব্দে বারান্দা ঘুরে মাসিমার জানলায় উঁকি দিল। দেখল, মাসিমা এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের ছবির সামনে বসে অনর্গল কথা বলছেন, রাতের খাবারও দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ তিনি চুপ করে গেলেন। দরজা খুলে দেবলকে বললেন, 'ভেতরে এসো। একা থাকার বড় কষ্ট। কোনওদিন জিজ্ঞেস করেছ, মাসিমা কেমন আছেন?' নতমস্তকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল দেবল, তারপর বলল, 'এরপর বিকেলের চা আমি করে আনব মাসিমা, দুজনে একসঙ্গে চা খাব আর গল্প করব।'

**১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান।
কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com**

আইপিএলের ১৯-এ
ক্রিকেট বদলানো ১৯ সূত্র

আইপিএলের উনিশ নম্বর সিজনের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। এই উনিশ বছরে বিশ্ব ক্রিকেটে কীভাবে প্রভাব ফেলল আইপিএল, সেরকম উনিশটি কারণ এই লেখায় খুঁজে দেখলেন বিপ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

১. আইপিএলের সুবাদে ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সংস্কৃতি আজ বিশ্ব ক্রিকেটে সুপরিচিত। আইপিএলের অনুকরণে চালু হয়েছে বিগব্যাশ লিগ, এসএ২০, ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ, পাকিস্তান সুপার লিগ, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বা দ্য হান্ড্রেডের মতো টুর্নামেন্ট। এদের মধ্যে একাধিক লিগে আইপিএল টিম মালিকদের সরাসরি বিনিয়োগ রয়েছে।

২. ভারতেও বিসিসিআই অনুমোদিত বিভিন্ন আন্তঃরাজ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আরম্ভ হয়েছে। তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগ, দিল্লি প্রিমিয়ার লিগ, মহারাজা ট্রফি কেএসসিএ টি টোয়েন্টি, বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি, মহারাষ্ট্র প্রিমিয়ার লিগের মতো টুর্নামেন্টের সুবাদে আমরা পেয়েছি বরুণ চক্রবর্তী, নমন ধীর, দিগ্বেশ রাঠি, প্রিয়াংশ আর্যদের।

৩. ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের ভাবনা ছড়িয়েছে মহিলাদের ক্রিকেটেও। ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়েছে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ, উইমেন্স বিগ ব্যাশ, দ্য হান্ড্রেড লিগের মহিলা সংস্করণ এবং ক্যারিবিয়ান উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ। নিউজিল্যান্ড আগামী বছরের জন্য সুপার স্ম্যাশের পরিবর্তে একটি বেসরকারি মহিলা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগের ঘোষণা করেছে।

৪. আইপিলের ধাঁচে 'লেজেন্ড' বা অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটারদের নিয়ে চালু হয়েছে বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট যেমন রোড সেফটি সিরিজ, লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট এবং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডস। অবসরের পরে খেলোয়াড়দের জন্য ক্রিকেটের সংস্পর্শে থাকার পাশাপাশি রোজগারের সুযোগও করে দিচ্ছে এই ধরনের প্রতিযোগিতাগুলি।

৫. আগে স্পনসরশিপ, সম্প্রচার স্বত্ব, ওভারের মাঝে বিজ্ঞাপন, ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্টের মাধ্যমে ভারতীয় ক্রিকেটে পুঁজিপতিদের টাকা বিনিয়োগ হলেও আইপিএলের মাধ্যমে দেশের প্রথম সারির ব্যবসায়ীদের টাকা একেবারে সরাসরি ঢুকে পড়েছে খেলায়। যেমন- মুকেশ অম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপ, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, জিএমআর গ্রুপ এবং জিন্দালরা। এই তালিকায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন আদিত্য বিড়লা গ্রুপ।

৬. আইপিএল-এর কারণে নিয়মিত প্রথম সারির খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার, অনুশীলনের এবং সাজঘর ভাগ করার সুযোগ পাচ্ছেন উঠতি ক্রিকেটারেরা। তাঁদের অভিজ্ঞতা বাড়ছে, টেকনিক শক্তিশালী হচ্ছে, মানসিকতা পোক্ত হচ্ছে।

৭. আইপিএলের সুবাদে সারা দেশ ঘুরে বছরভর প্রতিভা খুঁজে বেড়ান বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির ট্যালেন্ট স্পটাররা। আনকোরা খেলোয়াড়দের তুলে এনে সুযোগ দেন সর্বোচ্চ মঞ্চে নিজেদের মেলে ধরবার। এভাবেই উঠে এসেছে জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর পটেল, সঞ্জু স্যামসন, কুলদীপ যাদবেরা।

৮. শুধু ভারত নয়, বিদেশের উঠতি খেলোয়াড়রাও নিজেদের প্রতিভা মেলে ধরবার সুযোগ পান আইপিএলে। ডেভিড ওয়ার্নার,রশিদ খান, সুনীল নারিন, আন্দ্রে রাসেলরা যখন প্রথম আইপিএল খেলতে এসেছিলেন, তখন তাঁরা আন্তর্জাতিক মহলে তেমন বড় নাম ছিল না। আইপিএলে সাফল্যের সূত্র ধরে পরবর্তীতে তাঁদের এক একজন কীংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন।

৯. আইপিএলের শহরভিত্তিক কাঠামোর সুবাদে দেশজুড়ে গড়ে উঠছে নিত্যনতুন স্টেডিয়াম। ওয়াংখেড়ে, ইডেন, চিন্নাস্বামীর মতো পরিচিত মাঠের পাশেই জায়গা করে নিয়েছে একানা, মুল্লানপুর, নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম এবং ধর্মশালা। নতুন মাঠ গড়ে উঠছে বারাণসী, রাজগির এবং মাদুরাইয়ের মতো জায়গায়।

১০. টি-টোয়েন্টি এবং আইপিএলের সুবাদে ব্যাটিংয়ের সংজ্ঞাও অনেকটাই বদলে গিয়েছে। দিলশানের স্কুপ বা পিটারসেনের সুইচ হিট এখন আর ব্যতিক্রম নয়, র‍্যাম্প স্কুপ, রিভার্স সুইপ এখন টি-টোয়েন্টি ব্যাটিংয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এবি ডেভিলিয়ার্স বা সূর্যকুমার যাদবের মতো ৩৬০ ব্যাটিং এখন সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক।

২০০৭ সালে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগকে নিয়ে যখন চিন্তায় বিসিসিআই, তখন তাদের সমাধান জোগায় ৯০-এর দশকে ললিত মোদির মস্তিষ্কপ্রসূত এক ধারণা হাইপ্রোফাইল খেলোয়াড়দের নিয়ে আয়োজিত শহরভিত্তিক টি২০ টুর্নামেন্ট। ঘোষণা হয় বিসিসিআই অনুমোদিত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের।

১১. বর্তমানে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফুটওয়ার্কের সঙ্গেই সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বল রিলিজের সময় মাথা স্থির রাখা এবং কোমরের ভারসাম্য। আইপিএলে যেমন দুর্দান্ত ফুটওয়ার্ক নিয়ে বাজিমাত করেছেন বিরাট কোহলি, ডেভিলিয়ার্স, ব্রেন্ডন ম্যাকালাম বা অভিষেক শর্মার মত খেলোয়াড়, তেমনই দুর্ধর্ষ ফুটওয়ার্ক না থাকা সত্ত্বেও মাথা এবং কোমরের ভারসাম্যের জোরে সাফল্য পেয়েছেন ক্রিস গেইল, ইউসুফ পাঠান, ট্র্যাভিস হেড, সঞ্জু স্যামসন বা শিবম দুবের মতো ব্যাটসম্যান।

১২. যেহেতু হাতে রয়েছে দশ উইকেট এবং ওভার মাত্র কুড়ি, তাই ক্রমশ ব্যাটিংয়ের সময়ে টানা আক্রমণের স্ট্যাটেজি নেওয়া হচ্ছে। উইকেট পড়লেও রান তোলার গতি বজায় রাখার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে, কারণ তিন-চারজন ব্যাটসম্যান ডাগআউটে থাকার চাইতে সবাই মিলে কয়েক বল খেলে যতটা সম্ভব রান তুলে নেওয়া অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। গত বেশ কয়েক বছর ধরে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ, নাইট রাইডার্স, কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের মতো দল এই পন্থা অনুসরণ করেছে, গত দেড় বছর ধরে ক্রমাগত এই মডেলে খেলে গিয়েছে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দল। ফল দেখা গিয়েছে সদ্যসমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে।

১৩. ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি অভিনবত্ব এসেছে বোলিংয়েও। নাগাড়ে উইকেট তোলার চেষ্টা করে যাওয়ার বদলে গুরুত্ব পেয়েছে স্লোয়ার দেওয়ার দক্ষতা, ব্যাটারের হিটিং রেঞ্জের বাইরে রেখে ক্রমাগত এক লাইনে বল করে যাওয়া, ফ্লাইট না দিয়ে নীচু গতিপথে স্পিন করানোর কৌশল। নিয়ন্ত্রণ এবং বৈচিত্র্যকে অস্ত্র করে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন বুমরাহ, অক্ষর পটেল, বরুণ চক্রবর্তীর মতো বোলাররা।

১৪. অপরিহার্য হয়ে উঠছে ম্যাচ-আপ স্ট্র্যাটেজি, বিশেষ ব্যাটারের বিপক্ষে বিশেষ বোলারের দ্বৈরথ তৈরি করা। সঠিক ম্যাচ-আপ কয়েক ওভারের মধ্যে ম্যাচের পরিস্থিতি পাল্টে দিচ্ছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই যেমন আমরা দেখেছি, অভিষেক শর্মাকে থামানোর জন্য অফস্পিনার দিয়ে আক্রমণ শুরু করা হচ্ছে। ফাইনালে বাঁহাতি স্যান্টনারকে ভোঁতা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঈশান কিষাণ, অপরদিকে ডানহাতি বোলারকে আক্রমণ করছিলেন সঞ্জু। মাঝের ওভারে স্পিনার আক্রমণে থাকলেই নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল শিবম দুবেকে। একটা সময়ে স্লো বলের বিপক্ষে নারিন আর পেসের বিরুদ্ধে ক্রিস লিন, এভাবে আক্রমণ সাজিয়ে ম্যাচের পর ম্যাচ পাওয়ারপ্লে ব্যাটিংয়ে বাজিমাত করেছে কেকেআর।

১৫. সঙ্গত কারণেই বড় নামের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে থাকার পরিবর্তে পরিস্থিতি এবং সঠিক ভূমিকা অনুযায়ী খেলোয়াড় রাখার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে। ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের পরিবর্তে দরকার পড়ছে সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করে যাওয়ার মতো খেলোয়াড়ের। প্রথম আইপিএলে যেখানে ব্যাঙ্গালোর, কলকাতার মতো তারকাখচিত দল মুখ থুবড়ে পড়েছিল, অপেক্ষাকৃত অনেক কম প্রচার সত্ত্বেও সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সঠিক রূপায়ণের জোরে ট্রফি জিতে নিয়েছিল শেন ওয়ার্নের রাজস্থান রয়্যালস।

১৬. টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের দ্রুততার জন্য ফিটনেসের গুরুত্ব এখানে অপরিসীম। আইপিএল ভারতের ফিটনেস সংস্কৃতিতে রীতিমতো বিপ্লব নিয়ে এসেছে। খেলোয়াড়দের কাছে নেট প্র্যাকটিসের সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে জিমের ট্রেনিং সেশন। হার্দিক, সঞ্জু, শিবম দুবের পাশাপাশি ছোটখাটো চেহারার ঈশান কিষাণ অবধি পাওয়ার হিটিংয়ে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন।

১৭. প্রথমদিকে আইপিএলকে মান্যতা দিতে গড়িমসি করলেও পরবর্তীতে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। তাদের খেলোয়াড়দের আইপিএলে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে এই দুই দেশ এখন সচরাচর টুর্নামেন্টে চলাকালীন সময়ে তাদের আন্তর্জাতিক সূচী খালি রাখে। মাইকেল ভন বা কেভিন পিটারসেনের মতো প্রাক্তন সরাসরি বলেছেন, বর্তমান টি-টোয়েন্টি সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ আইপিএল, এখানে অংশ না নেওয়া মানে যুগের সঙ্গে তাল না মিলিয়ে পিছিয়ে পড়া।

১৮. ওভার প্রতি দুটি বাউন্সার, ওয়াইড ও নো বলের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত রিভিউ, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার, স্মার্ট রিপ্লে সিস্টেমের মাধ্যমে আম্পায়ারদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন এবং শিশিরের জন্য দ্বিতীয় ইনিংসের মাঝপথে নতুন বল নেওয়ার মতো নতুন নিয়ম নিয়ে এসেছে আইপিএল। ওয়াইড দেওয়ার ক্ষেত্রে পিচের উপর নীল দাগের ব্যবহার আগেই চালু হলেও নিয়মটি বহুল পরিচিতি লাভ করে আইপিএলের মাধ্যমেই।

১৯. আইপিএলের কারণে ক্রিকেটে জনপ্রিয় হয়েছে ডেটা অ্যানালিস্টের মতো পেশা। যাদের কাজ ডেটা অ্যানালাইসিস করে কোনও দলের সঠিক স্কোয়াড নির্বাচন করা, প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতা অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি করা। সেইসঙ্গে কোনও খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স উন্নত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন এই ডেটা অ্যানালিস্টরা। ২০২৪-এ কেকেআরের এবং ২০২৫-আরসিবির জয়ের পেছনে কোচ এবং খেলোয়াড়দের যতটা ভূমিকা রয়েছে, ঠিক ততটাই রয়েছে নাথান লেমন এবং ফ্রেডি উইল্ডির মতো অ্যানালিস্টের।

রাজস্থান রয়্যালস

রেকর্ড অঙ্কের বিনিময়ে সদ্য মালিকানা বদলেছে। প্রশ্ন ভাগ্য বদলাবে কি? শেন ওয়ার্নের নেতৃত্বে ২০০৮ সালের উদ্বোধনী আসরেই চ্যাম্পিয়ন। মাঝে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাপ আর আসেনি। রিয়ান পরাগের নেতৃত্বে গোলাপি ব্রিগেডের দ্বিতীয় ট্রফির লক্ষ্য পূরণ হয় কি না সেটাই দেখার।

২০২৫-এ নবম স্থান

অধিনায়ক : রিয়ান পরাগ

হেড কোচ : কুমার সাঙ্গাকারা। **সহকারী কোচ :** শেন বন্ড
ব্যাটিং কোচ : বিক্রম রাঠোর। **ফিজিও :** জন গ্লস্টার
ঘরের মাঠ : সোয়াই মানসিং স্টেডিয়াম
প্রথম ম্যাচ : ৩০ মার্চ, চেন্নাই সুপার কিংস
সেরা পারফরমেন্স : চ্যাম্পিয়ন (২০০৮)

স্কোয়াড

দামি ক্রিকেটার
যশস্বী জয়সওয়াল (১৮ কোটি), রিয়ান পরাগ (১৪ কোটি), ধ্রুব জুরেল (১৪ কোটি), জোফ্রা আর্চার (১২.৫ কোটি), শিমরন হেটমেয়ার (১১ কোটি)।

নিলাম ও ট্রেড থেকে
রবীন্দ্র জাদেজা, স্যাম কুরান, ডোনোভান ফেরেইরা, রবি বিষ্ণোই, অ্যাডাম মিলনে, কুলদীপ সেন।

সঞ্জুহীন রয়্যালসে পরীক্ষা রিয়ানের

টি২০ বিশ্বকাপের হ্যাংওভার পুরোদস্তুর কাটার আগেই হাজির নতুন চ্যালেঞ্জ। ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ ম্যাচ দিয়ে উনিশতম আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়েছে। মেগা লিগের রঙিন উদ্বোধনের মাঝেই রাজস্থান রয়্যালসের প্রস্তুতি, শক্তি, দুর্বলতায় চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

শক্তি

যশস্বী-বৈভব : শুরুর দ্বৈরথে ওপেনিং জুটি সম্পদ। যশস্বী জয়সওয়ালের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ের পাশে বেপরোয়া বৈভব সূর্যবংশী। পাওয়ার প্লে-তে প্রতিপক্ষকে 'বেলাইন' করার সেরা বাজি সাঙ্গাকারাদের।

বোলিং : জোফ্রা আর্চার, অ্যাডাম মিলনের সঙ্গে ভারতীয় তুষার দেশপান্ডে, কুলদীপ সেন, রবি বিষ্ণোই, রবীন্দ্র জাদেজা। পেস-স্পিনের সঠিক মিশেল।

দুর্বলতা

অলরাউন্ডার : স্যাম কুরানের চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া বড় ধাক্কা। জাদেজা ছাড়া সেইঅর্থে আন্তর্জাতিকমানের অলরাউন্ডার নেই। টিম কম্বিনেশন তৈরিতে যা চাপে রাখবে থিংকট্যাংককে।

রিয়ান পরাগ : অনভিজ্ঞ এবং ধারাবাহিকতার অভাব। জোড়া চাপের সঙ্গে আবার অধিনায়কত্বের গুরুভার। কেউ কেউ যার নেপথ্যে ক্রিকেট রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন। তবে খেলাটা বাইশ গজে। রিয়ান চাপ কতটা সামলাতে সক্ষম হবে, সময়ই বলবে।

এক্স ফ্যাক্টর

রবীন্দ্র জাদেজা : ২০০৮-এ প্রথম লিগেই বিজয়ী রাজস্থান রয়্যালস দলে ছিলেন। এক যুগ চেন্নাই সুপার কিংসে কাটিয়ে আবার ফিরেছেন পুরোনো দলে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ের সঙ্গে অভিজ্ঞতা-জাদেজা নিঃসন্দেহে তুরুপের তাস।

ব্যক্তিগত পারফরমেন্স (২০২৫-এ)
সর্বাধিক রান : যশস্বী জয়সওয়াল (৫৫৯ রান), রিয়ান পরাগ (৩৯৩), ধ্রুব জুরেল (৩৩৩), বৈভব সূর্যবংশী (২৫২)
সর্বাধিক উইকেট : জোফ্রা আর্চার (১১), ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা (১১)

টিম অ্যানথেম : হল্লা বোল
ম্যাসকট : সিংহ (মচু সিং)

সম্ভাব্য একাদশ : যশস্বী জয়সওয়াল, বৈভব সূর্যবংশী, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল, শিমরন হেটমেয়ার, রবীন্দ্র জাদেজা, দাসুন শনাকা/ডোনোভান ফেরেইরা, জোফ্রা আর্চার, রবি বিষ্ণোই, অ্যাডাম মিলনে/নান্দ্রে বার্জার, সন্দীপ শর্মা, কুলদীপ সেন/তুষার দেশপান্ডে।

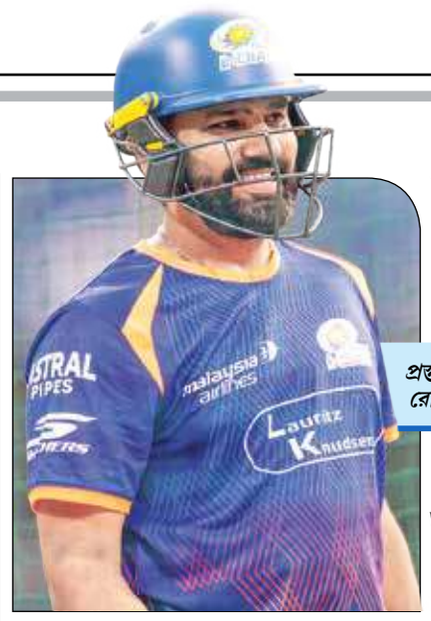

প্রস্তুতির ফাঁকে রোহিত শর্মা।

রাহানে-অভিষেক জুটির পথচলা শুরু 'ঘরের' মাঠে

ওয়াংখেড়েতে আজ মুম্বই বধের চ্যালেঞ্জ

মুম্বই, ২৮ মার্চ : সিংহের গুহায় ঢুকে সিংহ বধ।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারানো আক্ষরিক অর্থে অনেকটা তাই। রবিবার যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রথম ম্যাচ। শুরুতে রিংটোন সেট করে নেওয়ার সঙ্গে 'আমচি মুম্বই' আবেগ নাইট শিবিরের অন্দরমহলে!

শাহরুখ খানের কর্মভূমি। নতুন হেডকোচ অভিষেক নায়ার, অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের ক্রিকেটীয় 'আঁতুড়ও' মুম্বই। আর বলিউড নগরীর প্রিয় ওয়াংখেড়েতে নাইট জার্সিতে প্রথমবার কোচ-অধিনায়ক জুটিতে পথ চলা শুরু করছেন রাহানে-অভিষেক।

আবেগ সরিয়ে নির্ভেজাল ক্রিকেটীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তেজক ম্যাচের রসদ ঠাসা। হোম অ্যাডভান্টেজের সঙ্গে একঝাঁক ম্যাচ উইনার নিয়ে কিছুটা এগিয়ে রবিবাসরীয় ওয়াংখেড়েতে নামবে হার্দিক পান্ডিয়ার দল। নাইট ব্রিগেডের জন্য সেখানে বোলিং সমস্যা মেটানোর মাথাব্যথা।

রোহিতের দিকে বাড়তি নজর থাকবে। ডেল স্টেইন এদিন বলছিলেন, আসন্ন মেগা লিগ রোহিতের হতে চলেছে। হিটম্যান কখনও চোখ বন্ধ করে ব্যাট চালায় না। পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটিং করে। যে শক্তির প্রতিফলন ঘটবে এবার। মাস দুয়েক পর শারীরিক ও মানসিকভাবে তাজা হয়ে ফেরা রোহিতও বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবেন।

পাওয়ার প্লে-তে হিটম্যান শো আটকাতে পরিকল্পনা থাকবে, বলার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। বলার কথা, গত কয়েক বছরে রোহিতের জার্নিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে 'বন্ধু' তথা স্বয়ং কেকেআর হেড কোচ অভিষেক নায়ার!

একা রোহিত নয়, দোসর হিসেবে হাজির রায়ান রিকেলটন, কুইন্টন ডি কক, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, শেরফানে রাদারফোর্ডও! কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন? বিস্ফোরক যে ব্যাটিং লাইনআপকে শান্ত রাখতে দলগত বোলিং জরুরি। রাহানেদের জন্য সেটাই সবথেকে চিন্তার জায়গা।

মুস্তাফিজুর রহমান কাণ্ডের পর হর্ষিত রানার চোটে বোলিং অনেকটাই ঘেঁটে গিয়েছে। জাতীয় দলে বাংলার প্রতিনিধি আকাশ দীপও নেই। ব্লেসিং মুজারাবানি, বৈভব অরোরা, উমরান মালিক, ক্যামেরন গ্রিনদের জন্য নিঃসন্দেহে কঠিন পরীক্ষা।

ওয়াংখেড়ের পাটা উইকেট ও ছোট বাউন্ডারি অস্বস্তিতে রাখবে স্পিনারদ্বয় বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণকে। বিশ্বকাপে শেষ কয়েক ম্যাচের 'ব্যর্থতা' ঝেড়ে বরুণের সামনে চ্যালেঞ্জ 'স্পিন রহস্য' ফেরানোর। এছাড়া থাকছে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে পেসার কার্তিক ত্যাগী বা অনুকূল রায়ের স্পিন।

আরব সাগরের কোলে হার্দিকের 'জাহাজ' ডোবাতে নাইটদের মূল হাতিয়ার অবশ্য ব্যাটিংই। সৌজন্যে নিউজিল্যান্ডের তিন তারকা-ফিন অ্যালেন, টিম সেইফার্ট, রাচিন রবীন্দ্র। টিম কম্বিনেশনে আগামীকাল রাচিনের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে জসপ্রীত বুমরাহ, ট্রেন্ট বোল্টদের নতুন স্পেল সামলানোর দায়িত্ব অ্যালেন-সেইফার্টের কাঁধে। বুমরাহ-বোল্ট বনাম অ্যালেন-সেইফার্ট, যে দ্বৈরথে অনেকাংশে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেবে। অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, আরেক মুম্বইকর অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর সঙ্গে ক্যামেরন গ্রিন, রিঙ্কু সিংরা রয়েছেন আন্দ্রে রাসেলের থেকে পাওয়া ছক্কা হাঁকানোর টিপস কাজে লাগাতে।

মাঝের ওভারে আল্লা মহম্মদ গজনফারের স্পিনে তাল কাটতে পারে নাইট ব্যাটিংয়ে। এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি মিচেল স্যান্টনার। ফলে উইল জ্যাকসের মতো স্যান্টনারকে আগামীকাল পাবে না মুম্বই। অতএব, স্পিন ব্রিগেডের ভার গজনফারের ওপরেই। চোটের কারণে গত লিগে ছিটকে গিয়েছিলেন। এবার প্রত্যাবর্তনে গজনফারের স্পিন-গর্জন কতটা জোরালো হবে, প্রথম পরীক্ষা নাইট-ম্যাচে।

ঘুরে-ফিরে শাহরুখ ব্রিগেডের গলায় অস্বস্তির কাঁটা বোলিং। সঙ্গে মুম্বইয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক লড়াইয়ের একপেশে ইতিহাস। ৩৫টি ম্যাচে ২৪বার নাইট রাইডার্সকে হারিয়েছে আইপিএলের 'মেন ইন ব্লু' ব্রিগেড। নাইটদের সেখানে ১১টি জয়।

রবিবার অবশ্য নতুন শুরু, নতুন দিন। আর শুরুর অঙ্কে বরাবরই মুম্বই নড়বড়ে। অতীত বলছে ২০১২-র পর আইপিএলে প্রথম ম্যাচে জেতেনি নীতা আম্বানির দল! আগামীকাল? উত্তরের জন্য আরও কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা।

আইপিএলে আজ
INDIAN PREMIER LEAGUE
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

পাওয়ার প্যাকড মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ব্যাটিংকে চাপে রাখতে তৈরি হচ্ছেন বরুণ চক্রবর্তী। শনিবার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নেই রাফিনহা

বার্সেলোনা, ২৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক ডিউটিতে গিয়ে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পারবেন না বার্সেলোনা তারকা রাফিনহা। গত বৃহস্পতিবার ব্রাজিলের হয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে চোট পান তিনি। চলতি মরশুমে বার্সার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৯টি গোল করেছেন ২৯ বছর বয়সি এই ব্রাজিলীয়। বার্সেলোনা জানিয়েছে, তাঁর সুস্থ হতে অন্তত পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগবে। ফলে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুই লেগেই তাঁকে পাবে না দল।

ফের গ্রেপ্তার টাইগার উডস

জুপিটার আইল্যান্ড, ২৮ মার্চ : ফের বিতর্কে গলফ আইকন টাইগার উডস। মত্ত অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে একটি ট্রাকে ধাক্কা মারার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও কয়েক ঘণ্টা পর তিনি জামিনে মুক্তি পান। পুলিশ জানিয়েছে, উডসের গাড়ির গতি মারাত্মক ছিল। অ্যালকোহল টেস্টে কিছু না মিললেও তাঁর শরীরে ড্রাগ বা ওষুধের প্রভাব ছিল বলে সন্দেহ পুলিশের। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর দায়ে গ্রেপ্তার হলেন উডস।

বড় জয় বাংলার

কলকাতা, ২৮ মার্চ : ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে পুরুষদের ফুটবলের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলা ৩-০ গোলে মধ্যপ্রদেশকে হারিয়েছে। গোল করেছেন বিজয় মুর্মু, সৌরভ সব্বার ও রাহুল মুর্মু। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে বাংলা। সোমবার গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে তারা খেলবে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে।

রুদ্ধশ্বাস জয় জার্মানির, ৩ গোলে জিতল স্পেন

বাসেল ও ভিয়ারিয়াল, ২৮ মার্চ : জমজমাট জার্মানি-সুইৎজারল্যান্ড প্রীতি ম্যাচ। সাত গোলের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে সুইস ব্রিগেডকে ৪-৩ গোলে হারাল জার্মানরা। অন্যদিকে, সার্বিয়ার বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে সহজ জয় ছিনিয়ে নিল স্পেন।

আক্রমণ, পালটা আক্রমণে ৯০ মিনিটের শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই। ম্যাচের ১৭ মিনিটে সুইৎজারল্যান্ডকে এগিয়ে দেন ড্যান এনডোয়ে। ২৬ মিনিটে সেই গোল শোধ করে জার্মানি। ফ্লোরিয়ান রিৎজের নিখুঁত ক্রস থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ জোনাথন তাহর। ৪১ মিনিটে দ্বিতীয়বার এগিয়ে যায় সুইস ব্রিগেড। গোল করেন ব্রিল এমবোলো। এবারও ব্যবধান ধরে রাখতে ব্যর্থ সুইৎজারল্যান্ড। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে জার্মানির হয়ে গোল শোধ সার্জ গ্যানাব্রির। এই গোলেও অবদান সেই রিৎজের। দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানির পক্ষে বাকি দুইটি গোল তাঁরই করা। ৬১ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল করে এদিনের ম্যাচে প্রথমবার দলকে এগিয়ে দেন। আরও একটি গোল করেন ৮৫ মিনিটে। এর মাঝে অবশ্য আরও একবার সমতা ফিরিয়েছিল সুইৎজারল্যান্ড। তবে তাতেও টলানো যায়নি জার্মানিকে। দীর্ঘ ১৬ বছর পর সুইৎজারল্যান্ডের বিপক্ষে জয় ছিনিয়ে নেয় জুলিয়ান নাগেলসম্যানের জার্মানি।

গোলে করে শূন্যে লাফ জার্মানির ফ্লোরিয়ান রিৎজের।

জোড়া গোল করে উচ্ছ্বসিত স্পেনের মিকেল ওয়ারজাবাল। ভিয়ারিয়ালে শুক্রবার রাতে।

অন্য প্রীতি ম্যাচে সার্বিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল স্পেন। ম্যাচে আগাগোড়া দাপট দেখাল ডে লা ফুয়েন্তের ছেলেরা। জোড়া গোল মিকেল ওয়ারজাবালের। ১৬ ও ৪৪ মিনিটে গোল দুইটি করেন তিনি। ৭২ মিনিটে স্পেনের পক্ষে তৃতীয় গোল ভিক্টর মুনোজের। অন্যদিকে, উরুগুয়ের কাছে আটকে গিয়েছে ইংল্যান্ড। ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করেছে তারা। ইংল্যান্ডের পক্ষে ৮১ মিনিটে বেন হোয়াইট এবং উরুগুয়ের পক্ষে সংযুক্তি সময়ে পেনাল্টি থেকে ফেডেরিকো ভালভের্দে গোল করেন।

রোহিত-ঝড়ের পূর্বাভাস স্টেইনের

মুম্বই, ২৮ মার্চ : আসন্ন আইপিএলে রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে রানের বন্যা বইবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি পেসার ডেল স্টেইন। তাঁর মতে, টেস্ট এবং আন্তর্জাতিক টি২০ থেকে অবসর নেওয়ার পর রোহিত এখন অনেক বেশি ফোকাসড। স্টেইনের দাবি,

'রোহিত এবার অত্যন্ত হিসেবি অথচ আগ্রাসী মেজাজে খেলবে। ও প্রমাণ করতে চাইবে যে বিরাট কোহলিদের মতোই ও এখনও সেরা ফর্মে আছে।' ২০১৩ সালে আইপিএলে ৫৩৮ রান করে মুম্বইকে প্রথম ট্রফি জিতিয়েছিলেন রোহিত। স্টেইনের বিশ্বাস, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কুইন্টন ডি কক বা রায়ান রিকেলটনের সঙ্গে ওপেন করতে নেমে এবারও সেই পুরোনো 'হিটম্যান' মেজাজেই ধরা দেবেন রোহিত।

বুমরাহ প্রস্তুত, হুংকার জয়বর্ধনের

প্রত্যাশার চাপ কাটাতে গ্রিনকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'

মুম্বই, ২৮ মার্চ : শনিবার রাত ফুরোলেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে আইপিএল অভিযান। গুরুত্বপূর্ণ যে যুদ্ধে দলের অন্যতম তুরুপের তাস ক্যামেরন গ্রিনকে বিশেষ 'ছাড়' নাইট শিবিরের। গায়ে আইপিএলের সবচেয়ে দামি বিদেশি (২৫.২০ কোটির টাকা) প্লেয়ারের তকমা। পাল্লা দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী প্রত্যাশার চাপও। চাপ কাটিয়ে নিজের সহজাত খেলাটা যাতে মেলে ধরতে পারেন, তার জন্য গ্রিনকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে যা পরিষ্কার করে দিলেন কেকেআরের সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন। বলেছেন, 'অতীতে দেখেছি নিলামে বিশাল অঙ্ক পাওয়া ক্রিকেটারদের ভেঙে পড়তে। প্রত্যাশার চাপ সামলাতে পারেনি অনেকে। আমার ধারণা গ্রিনের ক্ষেত্রে এই রকম কিছু ঘটবে না। বিশাল অঙ্কের ট্যাগ, প্রত্যাশার চাপ কোনও সমস্যা হবে না।'

অতীতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে গ্রিনের সাফল্যের কথাও টেনে আনেন। ওয়াটসনের মন্তব্য, 'বছর দুয়েক আগে ওকে মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে দেখেছি। সেখানেও বেশ ভালো টাকা পেয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাশার চাপ সামলে ভালো খেলেছিল। আইপিএলে এই মনোভাব গুরুত্বপূর্ণ। চাপমুক্ত হয়ে নিজের খেলাটা খেলুক, দল এটাই চায়। এই ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ওকে।'

আস্থা রাখছেন গ্রিনের অলরাউন্ড দক্ষতার ওপরও। ওয়াটসনের মতে, গ্রিনের ব্যাটিং যে কোনও দলের সম্পদ। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং অর্ডারে ব্যবহার করা যাবে। বোলিং নিয়ে দেখভালের ভার ডোয়েন ব্রাভো ও আন্দ্রে রাসেলের ওপর। সহকারী কোচ হিসেবে তিনি নিজেও আছেন, জানিয়ে দিলেন ওয়াটসন। একই সঙ্গে দলের ওপর আস্থা রেখে বলেছেন, 'অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের খুব ভালো মিশেল ঘটেছে দলে। একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। সবমিলিয়ে বেশ শক্তিশালী টিম হয়েছে। লক্ষ্য আপাতত মাঠে যার প্রতিফলন ঘটানো।'

প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন হেড কোচ অভিষেক নায়ারকেও। অতীতে কেকেআরের ব্যাটিং কোচ ছিলেন। হেড কোচের দায়িত্ব নিয়ে যে বন্ডিং আরও গাঢ়। ওয়াটসনের কথায়, 'ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে অভিষেকের অভিজ্ঞতা তারিফযোগ্য। দলের প্রতিটি ক্রিকেটারের ক্ষমতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রয়েছে।'

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্য স্বস্তির খবর, রবিবার জসপ্রীত বুমরাহকে পাওয়া যাবে। হেড কোচ মাহেলা জয়বর্ধনের কথায়, 'গত কয়েক মাসে ঠাসা ক্রিকেট ছিল। সাদা বলের পাশাপাশি টেস্ট সিরিজও ছিল। খেলোয়াড়দের ওপর ধকলও গিয়েছে। বিশেষত বোলারদের। বাড়তি বিশ্রাম জরুরি। সবদিক খেয়াল রেখে ম্যানেজ করতে হবে। স্বস্তির খবর হল, বুমরাহ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কাল খেলার জন্য প্রস্তুতও। তবে নেই উইল জ্যাকস, মিচেল স্যান্টনার। পরিবারের সঙ্গে বাড়তি কয়েকদিন সময় কাটানোর জন্য আবেদন করেছিল ওরা।'

নেটে ছক্কা মারার অনুশীলন সারছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্যামেরন গ্রিন।

মাহেলা অবশ্য কে আছে, কে নেই, তা নিয়ে ভাবতে নারাজ। আত্মবিশ্বাসী গলায় বলে দিলেন, কাপ জেতার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিবার নামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এবারও ব্যতিক্রম নয়। রবিবাসরীয় ওয়াংখেড়েতে নাইট-বধে রিংটোন সেট করে নিতে চান।

কষ্টার্জিত জয়ে অসন্তুষ্ট স্কালোনি

বুয়েনস আয়ার্স, ২৮ মার্চ : ফিফা ক্রমতালিকায় আর্জেন্টিনা এই মুহূর্তে তিন নম্বরে। আর মৌরিতানিয়ার অবস্থান ১১৫-এ। সেই দলের বিরুদ্ধেও ম্যাচ জিততে কালঘাম ছুটল ২০২২-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। স্বাভাবিকভাবেই ২-১ গোলে জয়ের পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও সন্তুষ্ট নন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচ লিওনেল স্কালোনি।

এদিন লিওনেল মেসিকে রিজার্ভ বেঞ্চে রেখেই দল নামিয়েছিলেন স্কালোনি। ম্যাচের ১৭ মিনিটে নাহুয়েল মোলিনার ক্রস থেকে গোল করে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন এনজো ফার্নান্ডেজ। ৩২ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে লক্ষ্যভেদ নিকো পাজের। দ্বিতীয়ার্ধে মেসিকে নামান স্কালোনি। পরিবর্ত হিসেবে মাঠে আসেন রডরিগো ডি পল, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়ানোরাও। মাঠে নামার পর একটাই ইতিবাচক সুযোগ পান মেসি। তবে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি।

> **একেবারেই ভালো খেলতে পারিনি আমরা। অনেক খামতি রয়েছে। বিশ্বকাপের আগে আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে।**
>
> -লিওনেল স্কালোনি

কিছুটা অবিশ্বাস্যভাবেই দ্বিতীয়ার্ধে পালটা চাপ তৈরির চেষ্টা করে ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ১১৫-এ থাকা আফ্রিকার দেশটি। ম্যাচের সংযুক্তি সময় একটি গোলও তুলে নেয় তারা। স্বাভাবিকভাবেই জিতলেও দলের পারফরমেন্সে একেবারেই খুশি নন স্কালোনি। তিনি বলেছেন, 'একেবারেই ভালো খেলতে পারিনি আমরা। অনেক খামতি রয়েছে। বিশ্বকাপের আগে আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে।' ২০২৬ বিশ্বকাপে মেসির অংশগ্রহণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে ফুটবলের স্বার্থে লিওকে বিশ্বকাপের মঞ্চে আরও একবার দেখতে চাইছেন স্কালোনি। বলেছেন, 'এই ব্যাপারে মেসি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে। তবে আমি মনে করি ফুটবলের স্বার্থে এই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিত্ব করবে ও।'

এনজো ফার্নান্ডেজ গোল পেলেও ১১৫ নম্বরে থাকা মৌরিতানিয়ার বিরুদ্ধে ম্লান আর্জেন্টিনা।

চ্যাম্পিয়নের মেজাজে শুরু আরসিবি-র

ঈশান শোয়ের আলো কাড়লেন ডাফি

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ- ২০১/৯
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু- ২০৩/৪ (১৫.৪ ওভারে)

অর্ধশতরানের পর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ঈশান কিশান।

বেঙ্গালুরু, ২৮ মার্চ : আইপিএলে এবার কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল না। তারপরও এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের গ্যালারির উন্মাদনায় কোনও ঘাটতি হয়নি। ডব্লিউপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ট্রফি জয়ের অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা তাঁর কয়েকজন সতীর্থকে সঙ্গে নিয়ে বিরাট কোহলিদের সমর্থনে হাজির হয়েছিলেন। ছিলেন কণ্ঠী গলায় অনুষ্কা শর্মাও। আর তাঁদের সামনেই চ্যাম্পিয়নের মেজাজে উনিশতম আইপিএলে পথচলা শুরু আরসিবি-র। ২৬ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেটে তারা হারিয়ে দেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে।

বেঙ্গালুরুর জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই নজর কাড়লেন নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফি (২২/৩)। রান পেয়েছেন বিরাট কোহলি (৩৮ বলে অপরাজিত ৬৯) ও দেবদত্ত পাডিক্কাল (২৬ বলে ৬১)। তবে লড়াকু মেজাজে তাঁদের থেকে আলো অনেকটাই কেড়ে নিয়েছেন ঈশান কিষান (৩৮ বলে ৮০)। অধিনায়ক হিসেবে আইপিএলের বাইশ গজে নেমেই তিনি হিট। মূলত তাঁর কাঁধে চেপেই হায়দরাবাদ ২০১/৯ স্কোরে পৌঁছেছিল।

পাওয়ার প্লে-তে ৩ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস বেঙ্গালুরুর জ্যাকব ডাফির।

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে শেষ ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল ৩ মে। সেদিন চেন্নাই সুপার কিংসকে ২ রানে হারায় বেঙ্গালুরু। এরপর ১৭ মে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। ৩২৯ দিন পর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনে চিন্নাস্বামী পেল নতুন নায়ককে। ৬ ফুটের কিউয়ি পেসার ডাফি পাওয়ার প্লে-তে ৩ ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র ১৭ রান দিয়ে তুলে নেন অভিষেক শর্মা (৭), ট্রাভিস হেড (১১) এবং নীতীশ কুমার রেড্ডির (১) উইকেট। শুরুর সেই ধাক্কা সামলে হায়দরাবাদকে লড়াইয়ের রসদ জোগালেন ঈশান। প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে তাঁকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দিয়েছে সানরাইজার্স। ২৭ বলে অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করে ফ্র্যাঞ্চাইজির যে ভরসার দাম দিলেন ঝাড়খণ্ডের বাঁহাতি ব্যাটার। টানা উইকেট পড়লেও তাঁকে থামাতে পারেননি ভুবনেশ্বর কুমাররা। একমাত্র হেনরিচ ক্লাসেনের (৩১) থেকে কিছুটা সাহায্য পান ঈশান। শেষ পর্যন্ত ঝাঁপ দিয়ে এক হাতে ধরা ফিল সল্টের অতিমানবীয় ক্যাচে সাজঘরে ফেরেন তিনি। ডেথ ওভারে অনিকেত ভার্মার (১৮ বলে ৪৩) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে দুশো পার করে সানরাইজার্স। তবে কোহলি সহজ ক্যাচ মিস না করলে ২৭ রানে ফিরে যাওয়ার কথা অনিকেতের।

আরসিবি-র রোমারিও শেফার্ড (৫৪/৩), অভিনন্দন সিংরা (৩৮/১) উইকেট পেলেও চিন্নাস্বামীর ছোট বাউন্ডারিতে রান আটকাতে ব্যর্থ। তবে নিয়ন্ত্রিত বোলিং পাওয়া গিয়েছে ভুবনেশ্বরের থেকে (৩১/১)।

বেঙ্গালুরু রানতাড়ায় নামার পর নিজের প্রথম বলেই জয়দেব উনাদকাত তুলে নেন সল্টকে (৮)। সেই ধাক্কা আরসিবি কখনোই অনুভব করেনি শুরু থেকেই পাডিক্কাল ছন্দে থাকায়। বিরাটকে নিয়ে তিনি দ্বিতীয় উইকেটে ১০১ রানের জুটি গড়ে ম্যাচ সানরাইজার্সের নাগালের বাইরে নিয়ে যান। শুরুতে কিছুটা সময় নিলেও কোহলি শেষটা করেন ১৬ নম্বর ওভারে হর্ষল প্যাটেলের বোলিংয়ে ৬, ৪, ৪ ও ৪ মেরে। যা তাদের ১৫.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ২০৩ রানে পৌঁছে দেয়। মাঝে অধিনায়ক রজত পাতিদারও (১২ বলে ৩১) টাচে থাকার প্রমাণ দিয়েছেন।

শুরুর সপ্তাহ দুয়েক মাঠের বাইরে ধোনি

চেন্নাই, ২৮ মার্চ : আইপিএল শুরুর দিনেই ধাক্কা ক্রিকেটপ্রেমী ও চেন্নাই সুপার কিংসের জন্য। সপ্তাহ দুয়েকের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। পায়ের পেশির চোটে প্রথম পর্বের বেশ কিছু ম্যাচে মাঠে নামতে পারবেন না মাহি।

সুপার কিংসের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় ধোনির চোটের কথা জানিয়ে লিখেছে, 'বর্তমানে পায়ের পেশির চোটের কারণে রিহ্যাবের মধ্যে রয়েছেন এমএস ধোনি। আইপিএলের প্রথম দুই সপ্তাহ সম্ভবত খেলতে পারবেন না। দ্রুত সেরে ওঠো থালা।' অথচ, শনিবার দিনের শুরুতে পোস্ট করা অনুশীলন ম্যাচের ভিডিওতে ধোনিকে ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভক্তদের জন্য হৃদয়ভেঙে দেওয়া খবর।

৩০ মার্চ গুয়াহাটিতে আইপিএল অভিযান শুরু করবে সুপার কিংস। প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। ধোনি ছিটকে যাওয়ায় সঞ্জু স্যামসনের কাঁধে ওপেনিংয়ের পাশাপাশি উইকেটকিপিংয়ের জোড়া দায়িত্ব। মিডল অর্ডারে উর্ভিল প্যাটেলের মতো কাউকে দেখা যাবে ধোনির জায়গায়।

৪৪ বছর বয়সকে তুড়ি মেরে গত কয়েক মাস ধরেই আইপিএলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ধোনি। নেটেও ঝড় তুলছিলেন ব্যাট হাতে। কেউ কেউ অবসরের পরামর্শ দিলেও পাত্তা না দিয়ে নিজেকে তৈরি রাখছিলেন। শেষপর্যন্ত পায়ের পেশির চোটে মাঠের বাইরে। ১১ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ পর্যন্ত খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই। সবকিছু ঠিকঠাক চললে ১৪ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে হোম ম্যাচে মাঠে ফিরবেন মাহি।

পায়ের পেশির চোটে শুরুর দিকে নেই মহেন্দ্র সিং ধোনি।

ধোনি-আক্ষেপের মধ্যেও সঞ্জুর উপস্থিতি অবশ্য আশ্বস্ত করছে টিম থিংকট্যাংককে। রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে ট্রেডে রবীন্দ্র জাদেজার বদলে সঞ্জুকে নেওয়ার পর ধোনির ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে জল্পনাও চলছিল। কারও মতে, শুধুমাত্র ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে ব্যাটিং করবেন ধোনি। চোট ধাক্কায় সেই জল্পনায় কিছুদিনের জন্য ঠান্ডাঘরে।

স্টিফেন ফ্লেমিংরা অবশ্য ধোনিহীন দলে নতুন কম্বিনেশন দেখে নিতে পারবেন। ম্যাচ চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মাহির তাৎক্ষণিক পরামর্শের সুবিধা যেমন হাতছাড়া হবে, পাশাপাশি স্বাধীনভাবে দল পরিচালনার সুযোগও পাবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

ফেডারেশনকে চিঠি ক্লাবগুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মার্চ : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ও ফেডারেশন কাপের জন্য সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিপণন সঙ্গী হচ্ছে জিনিয়াস স্পোর্টস। সবটাই কার্যত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এরইমধ্যে শনিবার ফেডারেশনকে চিঠি পাঠাল আইএসএলের ক্লাবগুলি।

শুক্রবারই ফেডারেশনের সঙ্গে আলোচনার পর বেশ কয়েকটি ক্লাবের তরফে জানতে চাওয়া হয়, এই বিশাল অঙ্কের চুক্তি থেকে তারা কীভাবে লাভবান হবে। অর্থাৎ লভ্যাংশ থেকে ক্লাবগুলিকে সহায়তা করা হবে কি না। আসলে জিনিয়াস স্পোর্টসের সঙ্গে ফেডারেশনের যে চুক্তি হবে সেখানে এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। শনিবার এই নিয়ে আলোচনায় বসেছিল ক্লাবগুলি। তারপরই চুক্তির বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা চেয়ে বেশকিছু প্রশ্ন করে ফেডারেশনকে চিঠি পাঠিয়েছে তারা।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার রুলে সরব বাটলার

আহমেদাবাদ, ২৮ মার্চ : আইপিএলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে বিতর্ক যেন থামছেই না। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং শুভমান গিলের পর এবার এই নিয়মের বিরুদ্ধে সরব হলেন গুজরাট টাইটান্সের জস বাটলার। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়কের মতে, এই নিয়ম ক্রিকেটের মূল ভিত্তির সঙ্গেই আপস করছে। তিনি বলেছেন, 'আমি একটু ট্র্যাডিশনাল। ক্রিকেট সবসময় ১১ জনের খেলা। এই নিয়ম অলরাউন্ডারদের গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছে। আমি ১১ জনের খেলা হিসেবেই ক্রিকেটকে দেখতে চাই।' উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে চালু হওয়া এই নিয়মের ফলে দলগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী একজন অতিরিক্ত ব্যাটার বা বোলার খেলাতে পারে। তবে খেলোয়াড়দের তুমুল আপত্তি সত্ত্বেও অন্তত ২০২৭ সাল পর্যন্ত আইপিএলে এই নিয়ম বহাল থাকছে।

বেঙ্গালুরুর শিবিরে ফিট হ্যাজেলউড

বেঙ্গালুরু, ২৮ মার্চ : দীর্ঘ চোট সারিয়ে অবশেষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) শিবিরে যোগ দিলেন তারকা পেসার জোশ হ্যাজেলউড। তবে শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে উদ্বোধনী ম্যাচে তিনি খেললেন না। আরসিবি-র কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার বলেছেন, 'হ্যাজেলউডকে আগের চেয়েও তরুণ এবং ফিট দেখাচ্ছে। ওকে ড্রেসিংরুমে পেয়ে আমরা খুব খুশি। তবে ও সদ্য বিমান থেকে নেমেছে, তাই প্রথম ম্যাচে খেলবে না।' গত বছর আরসিবি-র ট্রফি জয়ে ২২ উইকেট নিয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন হ্যাজেলউড। এবার দলের তরুণ পেসারদের মেন্টর হিসেবেও কাজ করবেন তিনি।

ফিটনেস টেস্টে ফেল থুশারা

কলম্বো, ২৮ মার্চ : আইপিএল শুরুর আগেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) শিবিরে জোর ধাক্কা! শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের (এসএলসি) ফিটনেস টেস্টে ডাহা ফেল করলেন পেসার নুয়ান থুশারা। ২৯ পয়েন্টের মধ্যে পাশ নম্বর ১৭ তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁকে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দেয়নি বোর্ড। ফলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে আরসিবি-র প্রথম ম্যাচে দেখা গেল না তাঁকে। ৫ এপ্রিল চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচেও তাঁর খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

বাংলার দায়িত্বে ইয়ান

কলকাতা, ২৮ মার্চ : বাংলা দলের কোচ হতে চলেছেন ইয়ান ল। তাঁকে অনূর্ধ্ব-২০ দলের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। আসন্ন অনূর্ধ্ব-২০ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইয়ানের প্রশিক্ষণেই খেলবে বাংলা। কয়েকদিনের মধ্য সরকারিভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হবে।

ভুটানকে পঞ্চবাণ ভারতের

কলকাতা, ২৮ মার্চ : ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে বড় জয় ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের। শনিবার ভুটানকে ৫-০ গোলে তারা বিধ্বস্ত করেছে। জোড়া গোল সুহেল বাটের। একটি করে গোল করেন রিকি হাওবাম, তোম্বা হাওবাম ও মহম্মদ আজসলের।

রিলেতে রুপো জয় সৌরভের

দিনহাটা, ২৮ মার্চ : তৃতীয় বর্ষ জাতীয় ওপেন রিলে প্রতিযোগিতায় রুপো জিতল দিনহাটার সৌরভ সাহা। শনিবার চণ্ডীগড়ে আয়োজিত ৪x১০০ মিটার রিলে রেসে সৌরভ এই কৃতিত্ব অর্জন করে। তাঁর এই সাফল্যে খুশি দিনহাটার ক্রীড়াপ্রেমীরা।

প্রতিটি লড়াই, প্রতিটি শিক্ষার জন্য ধন্যবাদ

বিদায়ি ক্যারোলিনাকে সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : ব্যাডমিন্টন কোর্টে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গোটা বিশ্ব উপভোগ করেছে। অথচ সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আড়ালেই ছিল এক নিখাদ বন্ধুত্বের গল্প। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী তথা বন্ধু ক্যারোলিনা মারিনের অবসরে আবেগপ্রবণ ভারতীয় তারকা পিভি সিন্ধু।

চোটের জন্য মাত্র ৩২ বছর বয়সেই ব্যাডমিন্টন কোর্টকে বিদায় জানিয়েছেন স্প্যানিশ তারকা ক্যারোলিনা মারিন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে উদ্দেশ্য করে সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন সিন্ধু। তিনি লিখেছেন, 'কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। ক্যারোলিনা তাঁদের মধ্য অন্যতম। বহুবার পরস্পর মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের মধ্যে একবার শাটল বাছাই করা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। অথচ কয়েক মাস পরেই মাদ্রিদে নিজেদের মধ্যে আড্ডা দিয়েছি। আমি এই ক্যারোলিনাকে মনে রাখব। প্রতিটি লড়াই, প্রতিটি শিক্ষা ও বন্ধুত্বের জন্য ধন্যবাদ। তোমার অবসর জীবন সুখের হোক।'

গত এক দশকে সিন্ধু-মারিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যাডমিন্টনে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল। বিশেষ করে, রিও অলিম্পিকের ফাইনালে তাঁদের লড়াই গোটা বিশ্বের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুখোমুখি লড়াইয়ে সবসময়ই এগিয়ে ছিলেন ক্যারোলিনা। তবে ২০২৪ সালের সিঙ্গাপুর ওপেনের পর তাঁরা আর পরস্পরের মুখোমুখি হননি।

আইপিএল সম্প্রচারে বাংলাদেশের ছাড়পত্র

ঢাকা, ২৮ মার্চ : অবশেষে কাটল আইপিএল সম্প্রচারের জট। বাংলাদেশে আইপিএল দেখানোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল নতুন সরকার। গত জানুয়ারিতে মুস্তাফিজুর রহমানকে লিগ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু দেশের নতুন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন জানিয়েছেন, তাঁরা খেলাধুলোর সঙ্গে রাজনীতি মেলাতে চান না। তিনি বলেছেন, 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও চ্যানেল আইপিএল সম্প্রচারের আবেদন করলে আমরা ইতিবাচকভাবেই বিবেচনা করব। এমনকি অফিশিয়াল ব্রডকাস্টার স্টার স্পোর্টস বা কেবল অপারেটরদেরও খেলা দেখাতে কোনও বাধা নেই।' আগের সরকারের এই 'ইগোর লড়াই' থেকে সরে এসে নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের স্বস্তি দিয়েছে।

নেপাল-ভারত ফ্রেন্ডশিপ কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দুন হেরিটেজ স্কুল।

নেপালে চ্যাম্পিয়ন দুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : নেপাল-ভারত ফ্রেন্ডশিপ কাপ মেয়েদের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল দুন হেরিটেজ স্কুল। শনিবার নেপালের ঝাপাতে তারা ৩ রানে হারিয়েছে সিকিমের অ্যালপাইন ক্রিকেট ক্লাবকে। প্রথমে দুন ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৫ রান করে। জবাবে অ্যালপাইন ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৭২ রানে আটকে যায়। ফাইনালের সেরা তনুজা সরকার। সেরা ব্যাটার হ্যাপি সরকার। সবাধিক উইকেটশিকারির পুরস্কার হিরণ্ময়ী রায়ের দখলে গিয়েছে।

জোড়া সোনা প্রিয়ম, প্রয়াসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : চণ্ডীগড়ে জাতীয় ডেফ টেবিল টেনিসে জোড়া সোনা জিতল শিলিগুড়ির প্রিয়ম চক্রবর্তী ও প্রয়াস সাহা। প্রিয়ম পুরুষদের দলগত বিভাগ ও ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মিক্সড ডাবলসে পেয়েছে ব্রোঞ্জ। প্রয়াস অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অভিষেক বর্মন পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা ও ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতেছে। শুভেচ্ছা রায় মহিলাদের দলগত বিভাগ ও মিক্সড ডাবলসে সোনা, সিঙ্গলস ও ডাবলসে রুপো জিতেছে। শ্রুতি দাস অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের সিঙ্গলসে সোনা ও দলগত বিভাগে রুপো পেয়েছে। প্রত্যেকেই বিবেকানন্দ ক্লাব ও তিস্তা তোর্ষা টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে মৃণ্ময় চৌধুরীর অধীনে প্রশিক্ষণ নেয়।

টসে ম্যাচের নিষ্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেট শনিবার খেলা ছিল শিলিগুড়ি কলেজ ও ফালাকাটা কলেজের মধ্যে। বৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ খেলার অনুপযুক্ত হওয়ায় টসের মাধ্যমে খেলার ফয়সালা হয়। টসে জিতে ম্যাচে জয়ী হয়েছে ফালাকাটা কলেজ। অন্যদিকে, টসের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ ইউনিটকে হারিয়েছে শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ।

চাপ নিচ্ছেন না লোবেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মার্চ : ৪ এপ্রিল জামশেদপুর এফসি ম্যাচের আগে হাতে বেশ খানিকটা সময় রয়েছে। তবে এই বিরতিটা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ সের্জিও লোবেরা কতটা কাজে লাগাতে পারবেন সেটাই বড় প্রশ্ন। সিনিয়ার ও অনূর্ধ্ব-২৩ মিলিয়ে সবুজ-মেরুনের মোট ৯ ফুটবলার জাতীয় শিবিরে রয়েছেন। জেমি ম্যাকলারেন ছুটি কাটিয়ে ফিরছেন রবিবার। এই পরিস্থিতিতে অনুশীলন শুরু করলেও খামতিগুলো শুধরে নেওয়ার সেভাবে সুযোগ পাচ্ছেন না লোবেরা। তা নিয়ে আক্ষেপও রয়েছে। তবে ৯ ফুটবলারের না থাকা নিয়ে অজুহাত দিতে নারাজ বাগানের স্প্যানিশ কোচ। তিনি বলেছেন, 'আমার দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার অনুশীলনে নেই। এর মধ্যেই কাজ করতে হবে আমাকে। অজুহাত দেওয়ার জায়গা নেই।' টানা দুটো ম্যাচে দল পয়েন্ট নষ্ট করলেও একেবারেই চিন্তিত নন লোবেরা। বরং এই চাপটা উপভোগ করছেন তিনি। বলেছেন, 'চাপ নিয়ে কাজ করতে পছন্দই করি আমি। কোনও সমস্যা নেই।' শুক্রবার সাইডলাইনে ফিজিওর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করতে দেখা যায় দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে। তবে ম্যানেজমেন্টের দাবি তাঁর চোট-আঘাত সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নেই। ওয়ার্কলোডের কথা মাথায় রেখে দিমিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরের খেলা

কোয়ার্টারে পূর্ণেন্দু-তাপস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : মিত্র সম্মিলনীর শ্যামাদেবী ভার্মা ও এসপি ভার্মা ট্রফি চতুর্থ বর্ষ ওপেন অকশন ব্রিজে শনিবার জয় পেয়েছেন পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-তাপস কর, সুবোধ অধিকারী-রতন সাহা, পরিতোষ বসাক-দিলীপ দাস, মৃগাঙ্ক রায়-অভিজিৎ দত্ত, সঞ্জীব পাল-বাসুদেব পাল, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়-বাবলু মালাকার, অমল বসাক-দেবব্রত বসু ও শুক্রাশিস সরকার-বাবুয়া ঘোষ। তাঁরা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন।

জাতীয় যোগায় শিলিগুড়ির চন্দ্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : জাতীয় যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবেন শিলিগুড়ির চন্দ্রা মল্লিক। প্রতিযোগিতাটি অযোধ্যার মহাঋষি মহেশ যোগী রামায়ণ ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হবে।

সেরা প্রভাকর

রায়গঞ্জ, ২৮ মার্চ : বাসন্তী পুজো উপলক্ষ্যে অখিল ভুবন বিদ্যার্থী প্রতিষ্ঠানের একদিনের একক ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হলেন প্রভাকর রায়। এদিন কর্নজোড়ায় অনুষ্ঠিত এই খেলায় প্রভাকর ১৮ বলে ৪৫ রান করে ও ৪ ওভারে ২ উইকেট সংগ্রহ করেন। ১৬ বলে ৩৬ রান করে রানার্স হয়েছেন তমাল দে। রুবেল আসরাফি সেরা ব্যাটার, আজাহার সরকার সেরা বোলার ও মহম্মদ কামরান সেরা ফিল্ডার হয়েছেন।

অ্যাসেজ-বিতর্কে ক্ষমাপ্রার্থী বেন ডাকেট

লন্ডন, ২৮ মার্চ : অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দলের ১-৪ ব্যবধানে অ্যাসেজ হারের সময় নিজের অসংলগ্ন আচরণের জন্য অবশেষে ক্ষমা চাইলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার বেন ডাকেট। গত ডিসেম্বরে দ্বিতীয় টেস্টের পর তাঁকে মদ্যপ অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। ডাকেট স্বীকার করে নেন, 'পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে আমার ওই আচরণ ঠিক হয়নি। দল হারছিল, আমিও ফর্মে ছিলাম না। আমার ওই পরিস্থিতিতে যাওয়া উচিত হয়নি।' উল্লেখ্য, জাতীয় দলের কেরিয়ার বাঁচাতে সম্প্রতি দিল্লি ক্যাপিটালসের ২ কোটি টাকার আইপিএল চুক্তিও ছেড়ে দিয়েছেন এই বাঁহাতি ওপেনার।

শীর্ষে থেকেই নকআউটে ভারত

মালে, ২৮ মার্চ : অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করল ভারত। এদিন ম্যাচের ১৭ মিনিটে বিশাল যাদবের করা গোলে এগিয়ে যায় মহেশ গাউলির ভারত। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল শোধ করে বাংলাদেশ। অনূর্ধ্ব-২০ সাফের নকআউটে খেলা আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া। আর এদিনের ড্রয়ে গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে গ্রুপ শীর্ষেই রইল মহেশের দল।

অমীমাংসিত ছোটদের ডার্বি

কলকাতা, ২৮ মার্চ : অনূর্ধ্ব-১৪ এআইএফএফ সাব-জুনিয়ার লিগে মোহনবাগান ১-১ গোলে ড্র করেছে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। ৪৮ মিনিটে দর্পণ হাতিবড়ুয়ার গোলে এগিয়ে যায় সবুজ-মেরুন শিবির। ৫৯ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরায় ভোলা রাজোয়ার। আপাতত ১০ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপশীর্ষে ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোহনবাগানের সংগ্রহ ২৪ পয়েন্ট।

আজ হকি লিগের ডার্বি

কলকাতা, ২৮ মার্চ : রবিবার ক্যালকাটা হকি প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে রয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের সংগ্রহ ৭ পয়েন্ট। রাজ্য সরকারের অনুমতি পাওয়ায় এই ম্যাচটি সল্টলেক হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

আই লিগ টু-তে জয় ইউনাইটেডের

কলকাতা, ২৮ মার্চ : জয় দিয়েই আই লিগ টু-তে যাত্রা শুরু করল বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বেগুনি ব্রিগেড। জয়সূচক গোলটি করেছেন আমিল নায়িম। ইউনাইটেডের পরবর্তী ম্যাচ ৩ এপ্রিল জেএমএসির বিরুদ্ধে।

মালদায় র‍্যাপিড দাবা আজ

মালদা, ২৮ মার্চ : জোত আরাপুর পিএন হাইস্কুলের উদ্যোগে এবং সারা বাংলা দাবা সংস্থা ও মালদা জেলা দাবা সংস্থার তত্ত্বাবধানে রবিবার অনুষ্ঠিত হবে জেএপিএনএইচএস র‍্যাপিড দাবা। প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে কিশোর সংঘ ও লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে। আয়োজকদের তরফে প্রধান শিক্ষক পার্থ কর্মকার জানিয়েছেন, মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর-এই তিন জেলার ৯৬ জন প্রতিযোগী নাম নথিভুক্ত করেছে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ড। ফিডে সুইস র‍্যাপিড নিয়ম অনুযায়ী ৬ থেকে ৭টি রাউন্ড খেলা হবে এবং প্রতিটি ম্যাচের সময়সীমা ১৫+৫ মিনিট। জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-৯, ১২, ১৫ ও ১৮ বিভাগে পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। ৪৭টি ট্রফি ও ৫৩টি মেডেল দেওয়া হবে।